গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রাম আদালত

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

অংশগ্রহণকারী: ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিবিও সদস্য এবং প্রশিক্ষক

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মেয়াদ : ৩ দিন

অংশগ্রহণকারী : ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিবিও এবং প্রশিক্ষক

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

TRAINING MANUAL ON VILLAGE COURTS

গ্রাম আদালত
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

স্বত্ব
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

রচনা
হামিদুল হক খান, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক, এভিসিবি প্রকল্প, ইউএনডিপি

সম্পাদনা পর্ষদ
কবির মো. আশরাফ আলম, মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
সৈয়দ মাহবুব হাসান, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
একরামুল হক, পরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
আজাহারুল ইসলাম, উপপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
সরদার মো. আসাদুজ্জামান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এভিসিবি প্রকল্প, ইউএনডিপি
আতিয়ার রহমান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
এনামুল হক খসরু, প্রশিক্ষণ সহযোগী, এভিসিবি প্রকল্প, ইউএনডিপি

আইনি নীরিক্ষা
মাহবুব মোর্শেদ, লিগ্যাল এক্সপার্ট, এভিসিবি প্রকল্প, ইউএনডিপি

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১১

সহায়তা
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ISBN: 978-984-33-4942-5

মুখবন্ধ

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইউএসডিপি এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় Activating Village Courts in Bangladesh প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মূলভিত্তি হচ্ছে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬। এই আইন কার্যকর করার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠী যাতে তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়ের প্রতিকার স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানিক আদালতগুলোতে মামলার চাপ হ্রাস পাবে, জনসাধারণ দূরবর্তী স্থানের আদালতে হেটিখাটি বিরোধ নিয়ে ভীড় করার ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবে।

গ্রাম আদালত আইন জারীর পরও আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং শাসা ধরনের আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে এই আইন আশানুরূপভাবে কার্যকর হয়নি। ফলে জনসাধারণ প্রত্যাশিত সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রাম-আদালত প্রকল্প কর্তৃক শিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত গ্রাম আদালত সহকারী, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের প্রশিক্ষণের জন্য এ ম্যানুয়েল একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এই ম্যানুয়েল অনুমোদন করেছে। এ ম্যানুয়েলের মাধ্যমে Activating Village Courts in Bangladesh প্রকল্প এবং এস,আই,এল,জি-এর অনুমোদন সদস্য ও মাঠ পর্যায়ের গ্রাম আদালত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

গ্রাম-আদালতকে কার্যকর করতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এই ম্যানুয়েল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করে সঠিকভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনা করলে গ্রাম আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়বে। এর ফলে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

ম্যানুয়েলটির যথাযথ ব্যবহার হলেই এ প্রকাশনা সার্থক হবে। এই ম্যানুয়েল প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইউএসডিপি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু আলম মোঃ শহিদ খান)

সূচি

ভূমিকা ৭
আলোচ্যসূচি ১০

মডিউল : ১
মৌলিক ধারণাসমূহ
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়ম ও প্রকল্প পরিচিতি ১৪
স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন ৩০
মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার ৪৪
বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের গুণাবলি ৬৬

মডিউল : ২
গ্রাম আদালত আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ
গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ : সংজ্ঞা, আবেদন গ্রহণ, আবেদনের শর্তাবলি, আবেদন যাচাই ও বিচারিক এখতিয়ার ৭৪
গ্রাম আদালতে বিচার্য বিষয় ৮৪
মামলা নিষ্পত্তি এবং বিচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ৯৬
মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আপিল ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ১০৬
গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ফরম্যাট পরিচিতি ১১৪
গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ব্যবহারিক কাজ ১৪৪

মডিউল : ৩
সালিশ ও সালিশি পরিষদ
বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা ১৪৮
সালিশি পরিষদ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ১৬০

মডিউল : ৪
গ্রাম আদালত পরিচালনা অনুশীলন
ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ ১৭৪
দেওয়ানি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ ১৭৮
ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ ১৮২
গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন : ইউপি প্রতিনিধি ও সিভিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় ১৮৫
মূল্যায়ন ও সমাপনী ১৯৮

ভূমিকা

ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের সামগ্রিক উদ্দেশ্যে হচ্ছে–

গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর গ্রাম আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের নিকট বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষত নারী, সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিচারিক চাহিদার প্রতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সংবেদনশীল করা।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে–

১. ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানবেন এবং সামাজিক ন্যায্যতা, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন, যা গ্রাম আদালত পরিচালনায় সময় প্রতিফলিত হবে।

২. গ্রাম আদালতের বিচার কাজে জড়িত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের গ্রাম আদালত আইন, বিধিমালা ও বিচার পরিচালনা পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর স্বচ্ছ ও কার্যকর ধারণা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সৃষ্টিতলির গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

৩. অংশগ্রহণকারীগণ দক্ষতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবেন।

এ ম্যানুয়েল স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালত-এর সাথে সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, আইন-বিধি ও ব্যবহারিক দিক-এ তিনটি উপাদানকে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করেছে, যাতে গ্রাম আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি সার্বিক ও সামগ্রিক ধারণা ও সক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

এ ম্যানুয়েলে গ্রাম আদালত আইন, পদ্ধতি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এবং গ্রাম আদালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর সামাজিক গুরুত্ব, গ্রাম আদালত পরিচালনার ওপর অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা সৃষ্টি ছাড়াও গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

যাদের জন্য এ ম্যানুয়েল

গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সেবার ও গ্রাম আদালতের স্থানীয় প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের মূল সহায়িকা গ্রন্থ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ বিশেষ করে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের

উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কারিকুলামে এ ম্যানুয়েলের নির্দিষ্ট কোনো মডিউল বা পুরো ম্যানুয়েল ব্যবহার করা যাবে।

মডিউল বিন্যাস

ম্যানুয়েলটিকে ৪টি মডিউলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মডিউলে আছে তথ্য পাতা (Fact Sheet) যেখানে মডিউলের মূল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্য পাতায় বিষয়ের বাস্তব অবস্থা বোঝাতে উদাহরণ হিসেবে ছোট ছোট ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় বা তথ্যকে বক্স আকারে তুলে ধরা হয়েছে– যার ফলে ম্যানুয়েলটি ব্যবহারকারীদের কাছে সহজবোধ্য হবে এবং এর ব্যবহার বিস্তৃত হবে। তথ্য পাতার (Fact Sheet) শেষে আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার (Key Points) উপস্থাপন করা হয়েছে-যাতে পাঠক ও প্রশিক্ষক তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে এক নজরে দেখাসহ শিখন অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন।

এছাড়া প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য পদ্ধতি পাতা (Process Sheet) সংযোজন করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষক/সহায়কের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করা সহজ হবে।

এ ম্যানুয়েলের প্রতিটি অধিবেশন ও মডিউলকে এককভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো অধিবেশন বা মডিউল ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

মডিউলসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

মডিউল : ১ গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট মৌলিক ধারণাসমূহ যেমন স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, সুশাসন, মানবাধিকার, জেন্ডার, বিচারিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মডিউল : ২ গ্রাম আদালত আইন, বিধি ও পরিচালনা পদ্ধতি, অনুশীলন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মডিউল : ৩ সালিশ ও সালিশি পরিষদ গঠন ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

মডিউল : ৪ গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে বাস্তবিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ পরিচালনায় বিবেচ্য বিষয়

প্রতিটি অধিবেশনের পদ্ধতি পাতা (Process Sheet)–কে নমুনা হিসেবে বিবেচনা করে সহায়ক প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারবেন। বিষয়বস্তু অবিকল রেখে প্রশিক্ষক/সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় তাঁর নিজের সৃষ্টিশীলতা ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ এর ফলে শিখন ও প্রশিক্ষণের পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে সকল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা সংযোজন করার মাধ্যমে ম্যানুয়েলটি আরো সমৃদ্ধ হবে। তদুপরি এ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, প্রত্যাশা পূরণ এবং এর গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণকে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক করতে নিচে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।

জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তথ্য বিনিময়

প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পর্ক ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক নয়। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য খুব বেশি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষকদের তুলনায় বেশি থাকতে পারে। উভয়েরই মধ্যে এমন কিছু তথ্য আছে যা একে অন্যের সাথে বিনিময় করে উভয়ই উপকৃত হতে পারেন। সুতরাং এ প্রশিক্ষণের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তথ্যের আদান-প্রদান। প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও সম্মান করতে হবে।

প্রশিক্ষকের সৃজনশীলতা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক করতে পদ্ধতি পাতায় বর্ণিত প্রক্রিয়াকে নমুনা হিসেবে ধরে প্রশিক্ষক নিজের সৃজনশীলতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। তবে এক্ষেত্রে বিষয়ের ফোকাস ও সংশ্লিষ্টতাকে মনে রাখতে হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণ শিখনকে

ত্বরান্বিত করে। তাই প্রত্যেকটি অধিবেশন (Session)-কে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ ও ব্যবহার করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও দক্ষতা লাভ করতে হবে।

শিখন আনন্দের বিষয়

প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রশিক্ষণকে আনন্দময় করা। এ প্রশিক্ষণে 'শিখন আনন্দের বিষয়' এ মূলনীতির শতভাগ ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সেজন্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে যথাসম্ভব অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। প্রশিক্ষককে তাই নিজের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ পরিবেশ আনন্দময় হলে শিখন স্থায়ী ও কার্যকর হবে।

শিখন প্রক্রিয়া

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিখন অধিকতর কার্যকর করা যায়। শিখনকে কার্যকরের জন্য প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাৎক্ষণিক প্রয়োগ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষক বা সহায়ককে প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় শিখন পিরামিডের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি অধিবেশনকে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষিতকরণের জন্য অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের তাৎক্ষণিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সেজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে।

বয়স্ক শিখন নীতি

পরিশেষে বয়স্ক শিখন (Adult Learning) নীতিসমূহ, যেমন– প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বাধীনভাবে এবং প্রয়োজন মাফিক শেখেন। তাঁরা নিজস্ব জীবন, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, লক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক বিষয়, বাস্তবতা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেন। তাঁরা চান অন্যরা তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
আ লো চ্য সূ চি

প্রথম দিবস

সেশন	সময়	মূল বিষয়	সহ বিষয়
০১	০৮.৩০-১০.০০	রেজিস্ট্রেশন, ভূমিকা, উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি	• রেজিস্ট্রেশন • পরিচিতি • প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণকালীন পালনীয় বিষয় • প্রাক মূল্যায়ন • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য • প্রকল্প পরিচিতি
০২	১০.০০-১১.১৫	স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন	• আইন ও বিচার-এর সংজ্ঞা • বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো • স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন/পদ্ধতি • স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত • গ্রাম আদালতের শক্তিসমূহ • সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের সংজ্ঞা • সুশাসন-এর বৈশিষ্ট্য
	১১.১৫-১১.৩০	চা বিরতি	
০৩	১১.৩০ -১২.৩০	মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার	• মানবাধিকার-এর সংজ্ঞা • মানবাধিকার ও নারী অধিকার-এর সম্পর্ক • নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা • নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা • জেন্ডার ও সেক্স-এর সাধারণ ধারণা নারীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান (বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ) • নারীদের সুবিচার প্রাপ্তিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা
০৪	১২.৩০-০১.১৫	বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের গুণাবলি	• মূল্যবোধ কী • বিচারিক মূল্যবোধ • গ্রাম আদালতের বিচারকদের গুণাবলি • গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সুবিচার প্রাপ্তিতে বিচারকদের দায়িত্ব • গ্রাম আদালতের বিচারকদের গুণাবলি সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা
	০১.১৫-০২.১৫	খাবার বিরতি	
০৫	০২.১৫-০৩.২০	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : আবেদন/মামলা গ্রহণ, আদালত গঠন ও বিচারিক এখতিয়ার	• সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য • আবেদন গ্রহণ • আবেদনের শর্তাবলি • আবেদনপত্র যাচাই • আবেদনপত্র নামঞ্জুর ও আপিল • আদালত গঠন • গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

	০৩.২০-০৩.৪০	চা বিরতি	
০৬	০৩.৪০-০৫.১৫	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : মামলার সংজ্ঞা ও বিচার্য বিষয়, অপরাধের ক্ষতিপূরণ	• মামলার সংজ্ঞা • দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার সংজ্ঞা • ফৌজদারি প্রকৃতির মামলার সংজ্ঞা • দেওয়ানি বিচার্য বিষয় : বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা • ফৌজদারি বিচার্য বিষয় : বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা অপরাধের ক্ষতিপূরণ

দ্বিতীয় দিবস

সেশন	সময়	মূল বিষয়	সহ বিষয়
	০৯.০০-০৯.৩০	প্রথম দিনের আলোচনার পুনরাবৃত্তি	
০৭	০৯.৩০-১১.০০	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : মামলা রেজিস্ট্রীভুক্তকরণ থেকে হলফ পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	• মামলা রেজিস্ট্রীভুক্তকরণ • প্রতিবাদীকে সমন • প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ • প্রতিনিধি মনোনয়ন • আদালত গঠন • আপত্তি দাখিল • তলব • শুনানি • হলফ
	১১.০০-১১.২০	বিরতি	
০৮	১১.২০-১২.২০	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আপিল ও রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	• সিদ্ধান্ত গ্রহণ • রায় ঘোষণা • আপিল • জরিমানা • পুনর্বিচার • রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
০৯	১২.২০-০১.১৫	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ফরম্যাট পরিচিতি	• ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা • গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট (মামলার আবেদনপত্র, আদেশনামা, সমন, মামলার রেজিস্টার ..) পরিচিতি ও প্রদর্শন • কী কাজে এবং কেন ব্যবহার করা হয়
	০১.১৫-০২.১৫	খাবার বিরতি	
১০	০২.১৫-০৩.৩০	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ব্যবহারিক কাজ	• বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট পূরণের পদ্ধতি ও কৌশল • সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১১টি ফরম্যাট পূরণ (দলগত কাজ) • দলগত কাজ উপস্থাপন • ফরম্যাট পূরণ : সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন
	০৩.৩০-৩.৪৫	বিরতি	
১১	৩.৪৫-০৫.১৫	বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা	• সালিশ • সালিশকার/ সালিশকারী • সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনি ভিত্তি • সালিশের ধাপ এবং মীমাংসার কৌশল, সালিশকারীর গুণাবলি

তৃতীয় দিবস

সেশন	সময়	মূল বিষয়	সহ বিষয়
	০৯.০০-০৯.৩০	দ্বিতীয় দিনের পুনরাবৃত্তি	
১২	০৯.৩০-১০.৪৫	মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এবং সালিশি পরিষদ	• বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষের সংজ্ঞা • মুসলিম পারিবারিক আইনে বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষ • সালিশি পরিষদের সংজ্ঞা • সালিশি পরিষদের গঠন, এখতিয়ার ও বিরোধ মীমাংসার কৌশল এবং আপিল • নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিশি পরিষদের অবদান
	১০.৪৫-১১.০০	বিরতি	
১৩	১১.০০-১২.০০	গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ : ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা (অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ)	অনুশীলন-১ : ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা (জেন্ডার সম্পর্কিত) অংশগ্রহণকারীদের কেইস স্টাডি প্রদান কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন ভূমিকা অনুশীলন দলীয় উপস্থাপনা দুর্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ (আইনের আলোকে সমাধান)
১৪	১২.০০-০১.১৫	গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ : দেওয়ানি মামলার শুনানি পরিচালনা (অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ)	অনুশীলন-২ : দেওয়ানি মামলার শুনানি পরিচালনা (অর্থ সম্পর্কিত/ সম্পত্তি বিনষ্টকরণ) ঐ
	০১.১৫-০২.১৫	খাবার বিরতি	
১৫	০২.১৫-০৩.৩০	গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ : ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা (অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ)	অনুশীলন- ৩ : ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা ঐ
	০৩.৩০-০৩.৪৫	বিরতি	
১৬	০৩.৪৫-০৪.৩০	গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন : ইউপি প্রতিনিধি ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়	• উন্নয়নের সংজ্ঞা • সিবিও কী ও কেন? • সিবিও-এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • সিবিও-এর কাঠামো • সিবিও-এর গঠন প্রণালী • সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় • দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রাম আদালতের ভূমিকা • উন্নয়নে গ্রাম আদালতের অবদান • গ্রাম আদালতের সাথে ইউপি ও সিবিও-এর সম্পর্ক • গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের দায়িত্ব ও করণীয়
১৭	০৪.৩০-০৫.৩০	কোর্স সমাপনী	• মূল্যায়ন • সমাপনী

মডিউল ১

মৌলিক ধারণাসমূহ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়ম ও প্রকল্প পরিচিতি
স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন
মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার
বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের গুণাবলি

অধিবেশন ১

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

রেজিস্ট্রেশন, পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প পরিচিতি

সহ বিষয়সমূহ

- রেজিস্ট্রেশন
- পরিচিতি
- প্রত্যাশা যাচাই
- প্রশিক্ষণের পালনীয় নিয়ম-নীতি
- প্রাক মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
- মুডমিটার
- প্রকল্প পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- প্রশিক্ষণের নাম, মূল বিষয়, ধরন, সময়, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন।
- প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণের নিয়মসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, এর উদ্দেশ্য ও প্রকল্প পরিচিতি জানবেন।

সময় : ৯০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট/ পিপিটি প্রদর্শন

উপকরণ: ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	রেজিস্ট্রেশন	অংশগ্রহণকারীদের তথ্য সংগ্রহ	রেজিস্ট্রেশন ফরম ও কলম	ফরম পূরণ	প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানাবেন ও তাদের তথ্যসমূহ সংগ্রহ করবেন।
৩০ মি.	শুভেচ্ছা প্রদান, পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণের নিয়ম	স্বাগত জানানো, আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি ও জড়তামুক্তকরণ, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা জানা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের নিয়ম নির্ধারণ ও দল গঠন	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, গ্রসি পোস্টার পেপার, হার্ট এর টুকরো, মাসকিন টেপ, কাঁচি, পেন্সিল, কলম, খাতা	আলোচনা/ বড় দলে হার্ট বিল্ডিং	**ধাপ-১** ● শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান ও তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বলুন, আপনারা অনেক কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ● প্রশ্ন করুন, আমরা সবাই কেন এখানে উপস্থিত হয়েছি সে ব্যাপারে আমরা সবাই জানি কিনা? ● জানলে তা কী সেটা বলার জন্য আহ্বান করুন। ● এরপর প্রশিক্ষণের নাম, মেয়াদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। ● বলুন, আমাদের এ প্রশিক্ষণের ধরন এরূপ যে, আলোচনার সময় সকলের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা প্রয়োজন। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ● অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ ও মানবাধিকার পরিস্থিতি কিরূপ তা জানতে পারব। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারব এবং গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ ও সংশ্লিষ্ট আইনের উপর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভসহ গ্রাম আদালত পরিচালনা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করব। ● সবাইকে একটি বিনোদনমূলক কাজ যেমন: গল্প, অভিনয়, কৌতুক (যা অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে উপস্থাপন করবেন), তার নাম, একটি করে প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়ম খাতায় নোট করতে বলুন। **ধাপ-২** ● হার্ট বিল্ডিং খেলার নিয়ম বলে দিন। প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে লাল রঙের আর্ট পেপারে পূর্বে প্রস্তুতকৃত ৫/৬টি হার্ট-এর টুকরো অংশ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করুন। তারপর হার্টের টুকরোর খালি পাশে প্রত্যেকের নাম ও বিনোদনমূলক কাজের নাম লিখতে বলুন। নাম লেখা হলে অ ই ঈ উ ঊ চিহ্নিত টুকরো যারা পেয়েছেন তাদের দলগঠন করতে বলুন এবং দলের একজনকে দলনেতা হিসেবে ঠিক করতে বলুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					● প্রত্যেক দলকে একটি করে সাদা গ্লসি পোস্টার পেপার/ব্রাউন পেপার, গ্লু ও মার্কার দিন। প্রত্যেক দলকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী দলের একটি নাম দিতে বলুন। হাটটি জোড়া লাগাতে বলুন এবং সাদা গ্লসি পোস্টার পেপারকে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করে মাঝখানে হাটটি গ্লু দিয়ে লাগাতে বলুন। উপরে দলের নাম, বাম পাশে প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও ডান পাশে প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়ম লিখতে বলুন এবং তা দেয়ালে লাগাতে বলুন। পুনরায় নিয়মটি বলে তাদের নিকট স্বচ্ছ করুন।
					ধাপ-৩ ● দেয়ালে লাগানোর পর প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে তাদের পোস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নাম, পদবী ও সংগঠনের নাম এবং বিনোদনমূলক কাজের নাম বলতে অনুরোধ করুন। দলনেতা প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও নিয়ম বলবেন। অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করুন। এবার প্রশিক্ষণের নিয়মের উপর **ফ্লিপ চার্ট - ১ বা পিপিটি** (পৃঃ ২৭) প্রদর্শন করুন এবং কোনো পয়েন্ট বাদ পড়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো তথ্য বাদ পড়ে তা অংশগ্রহণকারীদের একজনকে বলতে বলুন। তারপর বলুন আমরা আগামী তিনদিন এ নিয়মগুলো মেনে চলব কিনা? সম্ভাব্য উত্তর হবে হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করুন কেন এ নিয়মগুলো মেনে চলব? বলুন, এ নিয়মগুলো মেনে চললে আমাদের প্রশিক্ষণ ভালো হবে এবং আমরা যে প্রত্যাশা লিখলাম তা পূরণ হবে। ● এবার প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন আমরা সবাই হৃদয় দিয়ে দল গঠন করলাম। আমরা সবাই মিলে একটি বড় দল। এ দলের মধ্যে পাঁচটি/ছয়টি হৃদয় আছে। এ হৃদয়ের পাশে আমরা প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও নিয়ম লিখলাম। আমরা এ প্রশিক্ষণ ভালোভাবে গ্রহণ করব। কারণ আমরা মানুষকে ভালোবাসি এবং তাদের জন্য বিচারিক সেবা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করব।
০৫ মি.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও মুডমিটার	প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানানো ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মাস্কিন টেপ, ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া মুডমিটার	আলোচনা প্রদর্শন	**ধাপ-৪** ● সহায়ক **ফ্লিপ চার্ট-২ বা পিপিটি স্লাইড** (পৃঃ ২৭) দেখিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। ● অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কক্ষের মধ্যে দেয়ালে লাগানো মুডমিটার [সংযুক্ত-৪ (পৃঃ ২৯)-এ প্রদর্শিত নমুনা মুডমিটার] এ প্রশিক্ষণের প্রতিদিন শেষে দাগ দিবেন, যা পুরো প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাদের মতামত, ভালো-মন্দ লাগা, অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে প্রতিফলিত করবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মুডমিটার সম্পর্কে স্লাইড দেখান ও এর ব্যবহার বুঝিয়ে দিন এবং প্রতি দিনের শেষে মুডমিটার দেখে কোনো প্রশিক্ষণার্থী তা পূরণ না করলে তাকে তা পরদিন দিনের শুরুতে পূরণ করতে বলবেন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২৫ মি.	প্রাক মূল্যায়ন		প্রশ্নমালা, কলম	উত্তর লিখা	**ধাপ-৫** ● বলুন, এটি প্রাক যাচাই মূল্যায়ন, প্রচলিত পরীক্ষা নয়– প্রশিক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী এ যাচাই পরিচালনা করা হচ্ছে তাই তারা যা জানে তাই লিখতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, প্রাক যাচাই-এর উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ শুরুর দিন প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর তাদের জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যের বর্তমান স্তরটি পরিমাপ করা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নপত্র বিতরণ করুন (নমুনা প্রশ্ন পৃ: ২৫)। তারপর উত্তর লেখার নিয়ম বলে দিন । উত্তর প্রশ্ন পত্রের খালি জায়গায় লিখতে হবে তা বলুন। প্রশ্নের মান ৩০ ও সময় ২০ মি. এবং সে অনুসারে ১-১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তরসমূহ সংক্ষেপে লিখতে বলুন। ১১ নম্বর প্রশ্নের সত্য মিথ্যার ঘরে টিক চিহ্ন দিতে বলুন। যাচাই শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন। যাচাইয়ে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।
২০ মি.	প্রকল্প পরিচিতি	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, উপাদান এবং কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান	ছবি, হোয়াইট বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড/ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন, প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	**ধাপ-৬** ● সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের পূর্বে সংগৃহীত কয়েকটি ছবি দেখাবেন (পৃ: ২৬) এবং ছবিগুলোর ক্যাপশন কী হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করবেন। ক্যাপশনগুলো হোয়াইট বোর্ডে বা ফ্লিপ শিটে লিখুন। ● প্রথম ছবিটি (চা বিক্রেতা) দেখান। এ ধরনের দরিদ্র ও প্রান্তিক আয়ের মানুষ অন্যায়ের শিকার হলে বা কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়লে বিচার পায় কিনা তা জানতে চান। উচ্চতর আদালতে বিচার লাভের জন্য সে যাবে কিনা বা তার যাবার সামর্থ্য আছে কিনা জানতে চান। এবার দ্বিতীয় ছবিটি (শোকার্ত নারী) দেখান এবং জানতে চান কেন ছবিতে প্রদর্শিত নারী কাঁদছে? তারপর জানতে চান নারীরা সচরাচর তাদের প্রতি সংঘটিত অবিচার ও অন্যায়সমূহের বিচার পায় কিনা? এবার তৃতীয় ছবিটি (আদালত চত্বর) দেখান। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান ছবিটি কোথাকার? এখানে বিচার প্রার্থীরা কী করছে? উত্তরসমূহ হোয়াইট বোর্ড বা ফ্লিপ শিটে লিখুন। ● উক্ত তিনটি ছবি এবং অংশগ্রহণকারীদের উত্তরসমূহের আলোকে প্রকল্পের প্রেক্ষাপট এভাবে বলুন যে, আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষ, নারী, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিচার লাভের সুযোগ পায় না। কারণ গ্রাম আদালত কার্যকর নেই। উচ্চতর আদালতে উত্তরোত্তর মামলার সংখ্যা বাড়ছে। এতে মানুষ নানাভাবে ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প' নির্বাচিত ৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যকর করতে কাজ করছে। এরপর প্রকল্পের সামগ্রিক ও সুনির্দিষ্ট

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					উদ্দেশ্যসমূহ বলুন ফ্লিপ চার্ট ৩ ও ৪ (পৃঃ ২৮) বা পিপিটি স্লাইডে দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের উত্তর ও ছবির সাথে মিলিয়ে আলোচনা করে প্রকল্পের উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিন। ● এবার চতুর্থ ও পঞ্চম ছবি দেখিয়ে তা কিসের ছবি জানতে চান এবং অংশগ্রহণকারীদের উত্তরসমূহ লিখুন এবং প্রকল্পের উপাদান ও কর্মসূচি নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা : ১ প্রাক যাচাই নমুনা প্রশ্নমালা (প্রশিক্ষণের সাথে সংগতি রেখে প্রশ্নমালা সংযোজন বিয়োজন করা যেতে পারে)

২. পাঠ সহায়িকা : ২ ছবি ১–৫

৩. পাঠ সহায়িকা : ৩ ফ্লিপ চার্ট ১–৪

৪. পাঠ সহায়িকা : ৪ মুডমিটারের নমুনা

সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা :

- এটি প্রথম সেশন। এ সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। এজন্য যথাসম্ভব গুছিয়ে স্পষ্ট করে কথা বলুন। সবার দিকে দৃষ্টি দিয়ে হাসিমুখে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলুন।
- প্রথম সেশন শুরুর কমপক্ষে আধ ঘন্টা পূর্বে প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশ করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোনো কাজ বা প্রস্তুতি নেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
- একটি প্রশিক্ষণ সেশন চলাকালীন সময়ে সহায়ক সর্বক্ষণই অংশগ্রহণকারীদের চোখের সামনে থাকবেন–তাই সহায়ক প্রতিটি আচরণ, কথা, ভঙ্গি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করবেন।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার কাজটি সহায়ক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করছেন এ ভাবমূর্তিটি অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রতীয়মান করাতে হবে।
- প্রাক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রশিক্ষণার্থী লিখতে না জানলে তাকে সহায়তা করে তার প্রশ্ন পূরণ করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বেশি হলে মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর সেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সহায়ক ও সহ সহায়ক তা নোট করে যাচাইয়ের মান নির্ধারণ করতে পারেন।
- সময় সাশ্রয়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণের নিয়ম যাচাইয়ের স্থলে আলোচনা বা অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে হার্ট বিল্ডিং-এর স্থলে অন্য যেকোনো পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে।

অধিবেশন বিষয়াবলি

গ্রাম আদালতের পটভূমি

আমাদের সমাজে প্রাচীনকাল থেকে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিরসনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সমাজে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ মীমাংসার একটা অন্যতম প্রধান মাধ্যমই ছিল স্থানীয় বিরোধ মীমাংসা ব্যবস্থাপনা। সমাজে বিভিন্ন কারণে সংঘটিত দ্বন্দ্ব, বিরোধ সামাজিক নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হতো।

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে পঞ্চায়েত নামে যে সংস্থা প্রচলিত ছিল তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য সম্পাদন ও ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা। ব্রিটিশরা যদিও প্রথমে এ দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার উপর অর্পণ করেনি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লি স্বায়ত্তশাসন আইনের (The Bengal Village Self-Government Act, 1919) মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ গ্রামে বাস করে। এই জনগোষ্ঠীর একটা ব্যাপক অংশ দরিদ্র এবং নিরক্ষর তারা নগরকেন্দ্রিক আধুনিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে শহরে গিয়ে দীর্ঘদিন মামলা-মোকদ্দমা চালানো অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে যদি ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা বা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তারা অনেক বিড়ম্বনা ও খরচের হাত থেকে রক্ষা পাবে। দ্রুত বিচার কার্যের ফলে ঝগড়া বিবাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বহুলাংশে কমে যায় এবং এটা গ্রামীণ সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কয়েক বছর ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সংস্থাগুলোর বিচার কার্য করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে বিচার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠনকল্পে "গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬" প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের অনিষ্পন্ন মামলার কিছু তথ্য
(১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

২০১১ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের আদালতসমূহে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। সূত্রঃ The Daily Star, 17 July 2011

সুপ্রীম কোর্টের তথ্যমতে ২০১০ সালে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। সূত্রঃ The Daily Star, 20 December 2010

২০০৭ সালে বাংলাদেশের আদালতসমূহে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১১ লাখ ২৫ হাজার ৯০৪
এর পাঁচ বছর আগে এ সংখ্যা ছিল
৬ লাখ ৪৬ হাজার ৪৮৫। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা–
সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে : ৫ হাজার ২৬০টি
হাইকোর্টে : ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫৭১টি । সূত্র : Annual Report 2009, Supreme Court of Bangladesh

২০০৭ সালে দেশের ৬৪টি জেলায় বিচারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ৭ লাখ ৯৫ হাজার ৭৩টি । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিষ্পন্ন দেওয়ানী মামলার সংখ্যা হলো–
খুলনায় : ৬৫ হাজার ৭৯২টি
আর সবচেয়ে বেশি অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলা হলো–
নারায়ণগঞ্জে : ৮ হাজার ৪৩৫টি । সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

কেস স্টাডি

সাভারের কোহিনুর স্পিনিং মিলের কর্মচারী ইদ্রিস আলীকে ১৯৮৮ সালে চাকুরিচ্যুত করা হয় । তিনি অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ তুলে সে বছরই শ্রম আদালতে মামলা করেন । ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে ওই মামলার রায়ে ইদ্রিস আলীকে সব সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয় । তখন ইদ্রিসের বয়স ছিল ৫১ ।

সেই থেকে এ পর্যন্ত কেটে গেছে ২১ বছর । ইদ্রিস আলীর বয়স এখন ৭২ । তিনি এখনো চাকরি ফিরে পাননি । কারণ ওই রায়ের বিরুদ্ধে মিলের মালিক উচ্চ আদালতে আপিল করেছিলেন । আর অসংখ্য মামলার ভিড়ে এত দিনে এই মামলার শুনানিই করা যায়নি । ইদ্রিস আলী এখন অভাব-অনটন আর বয়সের ভারে মৃত্যু পথযাত্রী । পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, তাতে ইদ্রিস আলী তাঁর জীবদ্দশায় এ মামলার রায় দেখে যেতে পারবেন কি না, তা বলা সম্ভব নয় ।

এক নজরে অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রকল্প শিরোনাম	:	অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ
প্রকল্পের মেয়াদ	:	২০০৯–২০১৩
প্রকল্প এলাকা	:	৬ বিভাগের ১৭টি জেলার ৭৭টি উপজেলার নির্বাচিত ৫০০ ইউনিয়ন পরিষদ
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আর্থিক সহায়তা	:	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
কারিগরি সহায়তা	:	ইউএনডিপি বাংলাদেশ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাজেট	:	১৫.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নির্বাচিত ৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র নারী-পুরুষ, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণের জন্য বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মানবাধিকার ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

১. নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁদের দাবির প্রতি সংবেদনশীল করা, যাতে তাঁরা তাঁদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার চাইতে পারেন।

২. মানবাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষাকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করা।

৩. জনগণের ক্ষমতায়ন করা যাতে তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেরাই দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বল্পব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারেন।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা, যাতে সেগুলো স্থানীয় চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং কার্যকর গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণকে যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে পারে।

প্রকল্পের প্রধান উপাদান (Project Components)

১. গ্রাম আদালতের সক্ষমতা সৃষ্টি (Capacity Development);

২. গ্রাম আদালতের বর্তমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা (Review of Legal Framework);

৩. অধিপরামর্শ ও যোগাযোগ (Advocacy and Communication)

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation)

প্রকল্প উপাদানসমূহের কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো

(ক) গ্রাম আদালতের সক্ষমতা সৃষ্টি (Capacity Development)

- গ্রাম আদালত (VC) বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রাম পুলিশ, CBO সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের (যাঁরা গ্রাম আদালত পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হবেন) জন্য মৌলিক এবং নবায়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম আদালত তথা স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের জন্য মৌলিক এবং নবায়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর ওয়ার্ড পর্যায়ের CBO সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা এবং মানুষের অধিকারের উপর স্কুল এবং মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের বেঞ্চ সহকারী নিয়োগ করা।
- গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা।
- প্রজেক্ট স্টাফ ও প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT) এর আয়োজন করা।
- আদালতের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা।
- গ্রাম আদালতের ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া।
- প্রজেক্ট ও গ্রাম আদালতের স্টাফদের জন্য মৌলিক এবং নবায়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম আদালতের বেঞ্চ সহকারীদের জন্য নথিভুক্তকরন (Documentation) পদ্ধতির ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত সেরা রীতিসমূহের ওপর জ্ঞান বিনিময় এবং শিক্ষা গ্রহণ।
- বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী, বিপিএটিসি, জেএটিআই, এনআইএলজি, পুলিশ একাডেমী, পুলিশ স্টাফ কলেজ-এর প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে গ্রাম আদালত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের আয়োজন করা।

(খ) গ্রাম আদালতের বর্তমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা (Review of Legal Framework)

- সামাজিক ও আইনি কাঠামোসমূহ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা।
- বিরাজমান গ্রাম আদালত আইন, বিধি এবং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাসমূহের ওপর জরিপ করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিদ্যমান কার্যক্ষেত্র এবং সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা।
- প্রতি ছয় মাসে একবার প্রতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা।
- কুইক রেফারেন্স গাইড টু জাজমেন্ট প্রস্তুত করা।
- আইনি কাঠামো উন্নয়নের জন্য সুপারিশ তৈরি করা।

(গ) অধিপরামর্শদান এবং যোগাযোগ (Advocacy & Communication)

- সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO), স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, ধর্ম প্রচারক এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রনোদনামূলক অভিযান আয়োজন করা।
- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের জন্য তথ্যভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর উপজেলা পর্যায়ে অধিপরামর্শ কর্মশালার আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর জেলা পর্যায়ে অধিপরামর্শ কর্মশালার আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর জেলাভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা।
- ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন ও বিন্যাস করা।
- পরিবারের নারী সদস্য এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যের নিয়ে গ্রাম আদালতের ওপর উঠান বৈঠক আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের সাথে মাসিক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
- সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যগণ এবং সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে ত্রৈমাসিক সভার ব্যবস্থা করা।
- গ্রাম আদালতের ওপর পথ নাটকের আয়োজন করা।
- গ্রাম আদালতের উপর পুস্তিকা প্রকাশ করা।
- পোস্টার, লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট, ক্যালেন্ডার, সাইনবোর্ড এবং বিলবোর্ড তৈরি করা।
- প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় করা।

(ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation)

- স্থানীয় সরকার বিভাগের পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ-এর জন্য কার্যক্ষেত্র এবং সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য কিছু নির্বাচিত জেলা ও উপজেলায় প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নের আয়োজন করা।
- পরামর্শমূলক প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেয়া।

প্রকল্পের অগ্রগতি

১. নির্বাচিত ৫০০ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রকল্প ও গ্রাম আদালত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে;

২. বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে;

৩. প্রকল্প এলাকার ১৭টি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে;

৪. গ্রাম আদালত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে;

৫. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;

৬. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে;

৭. গ্রাম আদালতের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৮. গ্রাম আদালতের বর্তমান অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ জানতে প্রকল্প থেকে ২০০৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সময়ে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়;

৯. অন্যান্য জরিপ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. প্রকল্প এলাকায় গ্রাম আদালতে এজলাস, সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

১১. গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. পাঁচটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব, কোর্ট সহকারী, সিবিও সদস্য, প্রকল্পের স্টাফ ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৩. সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং একাডেমী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ সেন্টার, পুলিশ একাডেমী, পুলিশ স্টাফ কলেজের কারিকুলামে গ্রাম আদালত বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। (প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করা যেতে পারে।)

মূল বিষয়সমূহ

১. বাংলাদেশে বিচার প্রক্রিয়া জটিল, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সাধারণ মানুষ বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। বিচার বঞ্চনার সবচেয়ে বড় শিকার হয় নারী, দরিদ্র, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

২. বিচার বঞ্চনার ফলে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়, সমাজে অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সৃষ্টি হয় নৈরাজ্যকর ও অরাজক পরিস্থিতি– যার ফলে সমাজে কেউই নিরাপদে থাকতে পারে না।

৩. এ প্রেক্ষাপটে অ্যাকটিভেটিং জিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

৪. এ প্রকল্পের প্রধান সুবিধাভোগী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে অনগ্রসর, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, নারী এবং হতদরিদ্র মানুষ।

৫. এ প্রকল্প সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষ অদূর ভবিষ্যতে অল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ন্যায় বিচারের সেবা লাভ করবে।

৬. স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি উন্নত দেশসহ সারা বিশ্বেই উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ

মান - ৩০

সময় - ২০ মিনিট

সংক্ষেপে প্রশ্নের নিচে শূন্যস্থানে উত্তর লিখুন

১. গ্রামীণ জনপদে সাধারণ মানুষ কী কী কারণে বিচারিক সেবা লাভ করতে পারে না?

২. সমাজে নারীর প্রতি কী কী বৈষম্য আমরা দেখতে পাই? নারীরা কেন বিচার পায় না?

৩. দরিদ্র, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যখন বিচারিক সেবা লাভ করে না তখন সামাজিক কী কী ক্ষতি আমরা দেখতে পাই?

৪. গ্রাম আদালতের ভালো দিকসমূহ কী কী?

৫. গ্রাম আদালত ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে সম্পর্ক কী ?

৬. কীভাবে গ্রাম আদালতকে কার্যকর করা যায়?

৭. গ্রাম আদালত আইন কত সালে পাস হয়?

৮. গ্রাম আদালতের রায় কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

৯. গ্রাম আদালতের জরিমানা কোন খাতে জমা হয়?

১০. সফলভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

সত্য/ মিথ্যার ঘরে টিক দিন

১. গ্রাম আদালত ও সালিশ একই বিষয় [সত্য] [মিথ্যা]

২. ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয় [সত্য] [মিথ্যা]

৩. গ্রাম আদালতে আইনজীবি/উকিল নিয়োগ করা যায় [সত্য] [মিথ্যা]

৪. গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ২৫০০০/- টাকা [সত্য] [মিথ্যা]

৫. গ্রাম আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় প্রকার মামলার বিচার করা যায় [সত্য] [মিথ্যা]

৬. গ্রাম আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা নেই বলে তারা কোর্টে বা থানায় যায় [সত্য] [মিথ্যা]

৭. দরিদ্র ও অসহায় মানুষ অর্থের অভাবে বিচার পায় না [সত্য] [মিথ্যা]

৮. গ্রাম আদালতে বিচারের পর বাদি ও প্রতিবাদীর মধ্যে আর বিরোধ থাকে না [সত্য] [মিথ্যা]

৯. গ্রাম আদালতের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই [সত্য] [মিথ্যা]

১০. গ্রাম আদালতের রায় সর্বসম্মত বা ৪:১ বা ৪ জন সদস্যের ক্ষেত্রে ৩:১ হলে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না [সত্য] [মিথ্যা]

পাঠ সহায়িকা - ২

ছবি ১-৫

১

২

৩

৪

৫

প্রশিক্ষণ • গ্রাম আদালত চার্ট : ১
প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি
● প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানব, প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেব এবং প্রশিক্ষণ সফল করতে সকল প্রকার সহায়তা করব
● পাশাপাশি কথা বলব না
● আলোচনায় অংশগ্রহণ করব এবং মনোযোগী হব
● অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব
● একসাথে একজনের বেশি বাইরে যাব না
● কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করব
● অধিবেশন চলাকালে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখব
● সময় মেনে চলব
অ্যাকটিভেটিং রিসোর্স কোর্সেস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রশিক্ষণ • গ্রাম আদালত চার্ট : ২
গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
সামগ্রিক উদ্দেশ্য
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য
অ্যাকটিভেটিং রিসোর্স কোর্সেস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

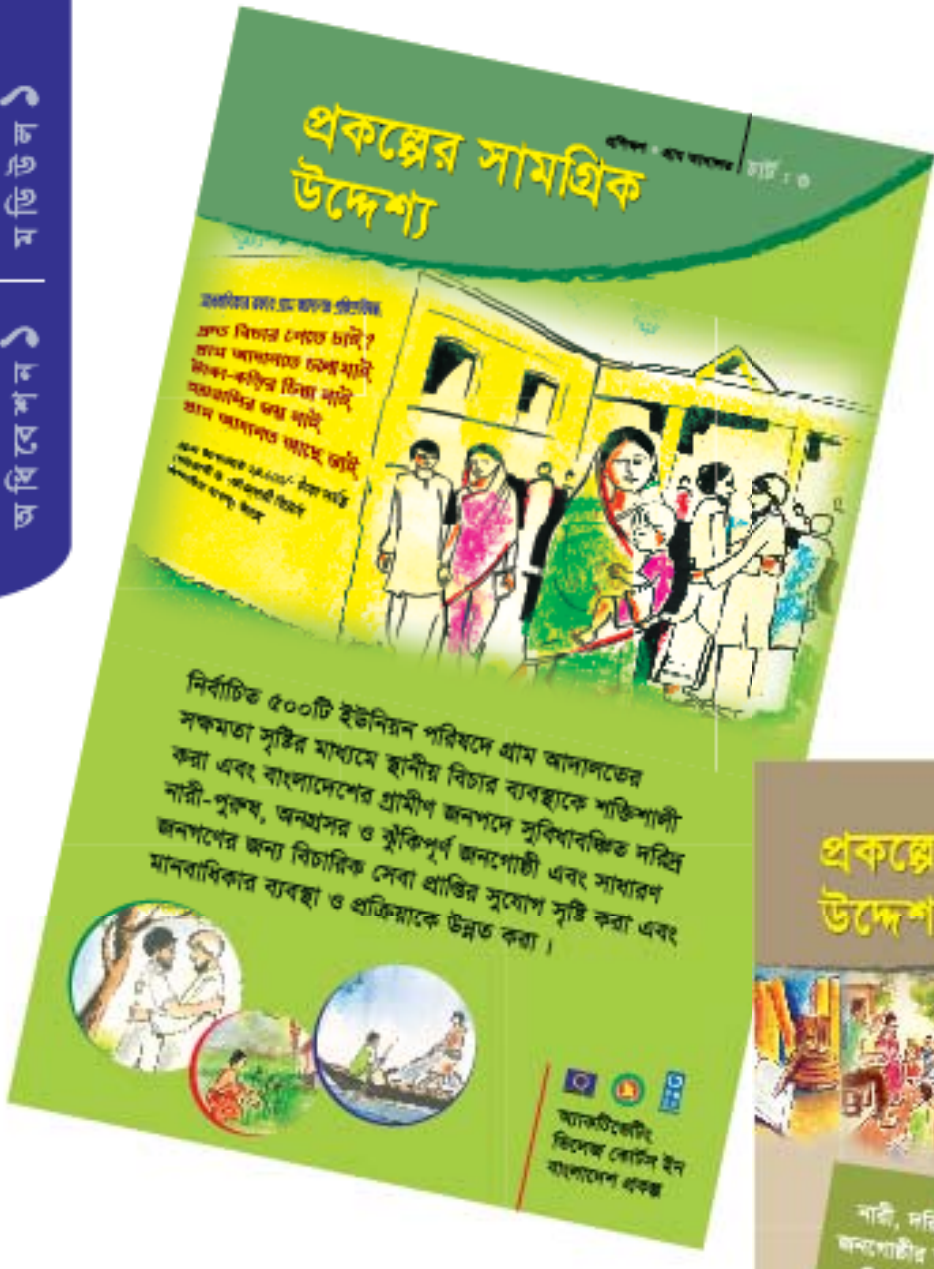
প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য
নির্বাচিত ৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র নারী-পুরুষ, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণের জন্য বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মানবাধিকার ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।
অ্যাকটিভেটিং জিলেন্স কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ
নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁদের দাবির প্রতি সংবেদনশীল করা, যাতে তাঁরা তাঁদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার চাইতে পারেন
মানবাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষাকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করা
জনগণের ক্ষমতায়ন করা যাতে তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেরাই দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বল্পব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারেন
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা, যাতে সেগুলো স্থানীয় চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং কার্যকর গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণকে যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে পারে
অ্যাকটিভেটিং জিলেন্স কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

পাঠ সহায়িকা - ৪

মুডমিটারের নমুনা

দিবস	☺	😐	☹
প্রথম দিন			
দ্বিতীয় দিন			
তৃতীয় দিন			

অধিবেশন ২

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন

সহ বিষয়সমূহ

- আইন ও আদালতের সংজ্ঞা
- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো
- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন/পদ্ধতি এবং শক্তি
- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত
- সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের সংজ্ঞা
- সুশাসনের বৈশিষ্ট্য
- সুশাসন ও গ্রাম আদালত

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- আইন ও বিচারের সংজ্ঞা, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন/পদ্ধতি এবং শক্তি, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের সংজ্ঞা এবং এর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, ছবি প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর, মাল্টিমিডিয়া

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, হ্যান্ড আউট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
৪০ মি.	(ক) আইন, আদালত ও আইনের উৎস, (খ) বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, (গ) স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত, (ঘ) বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য, (ঙ) স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা প্রকার ও গ্রাম আদালতের শক্তি	আইন, বিধি, আদালত, বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান	কার্ড বা স্লিপ পোস্টার / ব্রাউন পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	দলীয় অনুশীলন, আলোচনা, পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন	**ধাপ-১** অধিবেশনের সহ বিষয়, যেমন (ক) আইন, বিধি, আদালত ও আইনের উৎস, (খ) বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, (গ) স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত, (ঘ) বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য (ঙ) স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার ধরন ও শক্তি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভিন্ন রংয়ের ৫/৬টি করে কার্ড বা স্লিপ প্রশিক্ষণার্থীদের দিন। একই ধরনের কার্ড বা স্লিপ প্রাপ্তদের নিয়ে মোট পাঁচটি দল গঠন করতে বলুন। দলসমূহকে প্রাপ্ত বিষয়ের ওপর তারা কী জানেন তা পোস্টার / ব্রাউন পেপারে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য সময় ১০ মি. এবং উপস্থাপনার জন্য সময় ৪ মি. জানিয়ে দিন। দলসমূহকে দলীয় কাজের সময় প্রয়োজনে সহায়তা করুন। **ধাপ-২** প্রতিটি দলীয় উপস্থাপনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট - ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ (পৃ: ৪১-৪২) প্রদর্শন করে প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, উক্ত বিষয়ে তাদের উপস্থাপনায় কী বাদ পড়েছে? তাদের মাধ্যমে বিষয়ের ওপর ধারণা পরিষ্কার করুন। বাদ পড়া বিষয় তাদেরকে আবার বলতে বলুন। এভাবে সব দলের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষ করুন।
২০ মি.	সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের সংজ্ঞা, বিচার ও সামাজিক বিচারের তুলনা, গ্রাম আদালত, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের বৈশিষ্ট্য এবং সাদৃশ্য, সুশাসন ও গ্রাম আদালত	সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন কী তা বলতে পারবেন এবং সুশাসনের সাথে গ্রাম আদালতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট, বক্স বোর্ড/ ফ্লাশ কার্ড/ ফোল্ডিং ফ্লাশ ও চিত্র	পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট, ছবি ও চিত্র প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা	**ধাপ-৩** অংশগ্রহণকারীদের সমাজে ভেদাভেদ আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করুন। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সবাই একই সমাদর পান কিনা? মামলায় পড়লে মানুষের কী হয় তা জানতে চান। গ্রাম আদালতের কী কী ভালো দিক আছে সেগুলো তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ওপর তৈরি ছবি দেখান (পৃ: ৪২) যাতে গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়া এবং বিচার শেষে বাদী ও বিবাদীর পুনর্মিলন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান দেখা যাবে। (৫ মি.) আলোচ্য বিষয়ের প্রধান দিকসমূহ ফ্লিপ চার্ট - ১০ (পৃ: ৪২) বা পিপিটিতে দেখিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। উপস্থাপনার পূর্ণ অংশ প্রদর্শন করবেন না। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা ও প্রশ্নের ভিত্তিতে বিচার ও সামাজিক বিচারের মধ্যে পার্থক্যসমূহ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরুন। সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়টি জটিল বিধায় তার ওপর বাস্তব উদাহরণ দিন। উপস্থাপনার কোনো অংশ নিজে পড়বেন না। প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					ধাপ-৪ পূর্বে সংগৃহীত অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক ন্যায্যতা, গ্রাম আদালত ও সুশাসন বিষয়ক চিত্রসমূহ (পৃঃ ৪৩) দেখান এবং বুঝিয়ে দিন। তারপর পাশাপাশি গ্রাম আদালত, সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ কী তা বের করতে বলুন।
১৫ মি.	অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়	আলোচ্য বিষয়ের তাৎক্ষণিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী করা ও বিষয় পুনরালোচনা করা	তথ্য পাতা	কুইজ, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর	**ধাপ-৫** অধিবেশনের বিষয়ের ওপর পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নের ভিত্তিতে একটি কুইজ পরিচালনা করুন। কুইজ শুরুর সময় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি ঘোষণা করুন। কিন্তু কী পুরস্কার দেবেন তা বলবেন না। সর্বোচ্চ প্রশ্নের উত্তরদাতাকে পুরস্কার দিন। অথবা সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ে যেমন– সামাজিক ভেদাভেদ, অপরাধ সংঘটনের কারণ উদারহণস্বরূপ দারিদ্র্যের কারণে চুরি করা ইত্যাদি নিয়ে পূর্বে ভাগ করা দলসমূহকে দিয়ে রোল প্লে করাতে পারেন। **সময় ১০ মি.** **ধাপ-৬** মূল বিষয় (Key points)-এর আলোকে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে তুলে ধরুন। অংশগ্রহণকারীদের কোনো মতামত/প্রশ্ন থাকলে করতে বলবেন এবং প্রশ্ন থাকলে তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন। এভাবে সেশন শেষ করুন এবং বলুন, আমরা এ অধিবেশনে আইন, আদালত, সুশাসন ও সামাজিক ন্যায্যতা কী তা জানলাম। আমরা আরো জানলাম যে, কার্যকর গ্রাম আদালত সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। **সময় ৫ মি.**

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা : ১ ফ্লিপ চার্ট– ৬-১০

২. পাঠ সহায়িকা : ২ চিত্র-১

অধিবেশন বিষয়াবলি

আইন ও আইনের সংজ্ঞা

প্রকৃতি নিয়মের অধীন। মানুষ প্রকৃতির একটি উপাদান। তাই মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে কতগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলো সার্বভৌম শক্তি দ্বারা স্থির হয় এবং তা ভঙ্গ করলে তার প্রতিফলন বা শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ নিয়মসমূহকে প্রাকৃতিক আইন বা নিয়ম বলা হয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার জন্য তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যাকে সামাজিক আইন বলা হয়।

আইন ফার্সি শব্দ যাকে ইংরেজিতে বলে 'Law'। Law 'ল্যাগ' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। 'ল্যাগ' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্থির ও সমভাবে প্রযোজ্য। আইন বলতে বোঝায় কিছু নিয়মকানুন যা স্থির বা পূর্ব থেকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সমানভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

যে মানদণ্ডের দ্বারা মানুষকে শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাকে আইন বলে। এক কথায় আইন হচ্ছে, 'মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত নীতি যা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।'

বিধিমালা কাকে বলে?

কোনো আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে পদ্ধতিমালা বা নির্দেশাবলি প্রণয়ন করে তাকে বিধিমালা বলে। গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত বিধিমালা প্রণীত হয়।

ধারা ও বিধি কী?

আইনের অনুচ্ছেদকে বলা হয় ধারা।

বিধিমালার অনুচ্ছেদকে বলা হয় বিধি।

আইনের উৎসসমূহ

১. ধর্মীয় গ্রন্থ
২. সংবিধান
৩. জাতীয় সংসদ
৪. প্রচলিত প্রথা বা রীতি
৫. বিচারকদের রায়
৬. ন্যায়নীতি
৭. আন্তঃসমঝোতা চুক্তি
৮. জাতিসংঘ ঘোষণা
৯. অন্যান্য : জনমত, নির্বাহী ঘোষণা।

আদালত কী ও কেন ?

আদালত হচ্ছে বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারকার্য প্রয়োগ করবার জন্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। একটি দেশে শুধু আইন থাকলেই হবে না। থাকতে হবে আইনের শাসন। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রয়োগ ও

প্রযোজ্য হবে। এর ব্যতিক্রম হলে আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যবস্থা মোতাবেক দোষী শাস্তি পাবে। নির্দোষ মুক্তি পাবে। আইন অনুযায়ী এ বিচারের ব্যবস্থা আদালত করবে। বলা যায় আইনকে কার্যকর ও আইনী অধিকার সবার জন্য সমভাবে প্রয়োগের জন্য আদালতের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থায় স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা দু'ধরনের কাঠামো বিদ্যমান। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি সৃষ্টি হয় ব্রিটিশ আমলে।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত আছে যা আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত। হাইকোর্ট বিভাগে রিট, কোম্পানির আইন সংক্রান্ত মামলা, অ্যাডমিরাল্টি সংক্রান্ত মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপীল, রিভিশন ইত্যাদি মামলার বিচার হয়। আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়, ডিক্রী আদেশ ও দণ্ডাদেশ-এর বিরুদ্ধে আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করে।

আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলে সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ আদালত। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু'ধরনের মামলার আপীল পরবর্তী বিচার হয়। জেলার আদালতসমূহকে অধঃস্তত আদালত বলে।

আদালত দু'ধরনের - দেওয়ানী ও ফৌজদারী।

১. জেলায় দেওয়ানী আদালত ৫ স্তর বিশিষ্ট– (১) সহকারী জজ আদালত (২) সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (৩) যুগ্ম জেলা জজ আদালত (৪) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত এবং (৫) জেলা জজ আদালত।

২. জেলায় ফৌজদারী আদালত সাধারণত ২ (দুই) ধরনের– (১) দায়রা আদালত (২) ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এছাড়াও মোবাইল কোর্ট ও বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে।

৩. গ্রাম আদালত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় স্বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক অনন্য আদালত যেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার বিচার পরিচালিত হয়।

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা

সমাজে ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত স্বার্থ এবং নানাবিধ সমস্যা মানুষকে অশান্তি, অস্থিরতা এবং দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তাই নাগরিক জীবনে দ্বন্দ্ব কলহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে যুগে যুগে মানুষ স্থানীয়ভাবে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে। চেষ্টা করছে বিবাদ নিরসন করে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সমাজ জীবনকে সুষ্ঠু ও সাবলীল রাখার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার প্রচলন আদিকাল থেকেই। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার কিছু স্বকীয় শক্তি আছে যা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। ফলে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা বিশ্বের অনেক দেশে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ

- দ্বন্দ্ব নিরসনের পর পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন (reconcile) ঘটায়
- বিবদমান পক্ষসমূহ সম্পর্কে বিচারকদের স্পষ্ট ধারণা থাকে
- সাক্ষ্য-প্রমাণের নৈকট্য ও পর্যাপ্ততা থাকে
- বিবদমান পক্ষসমূহ এবং বিচারকগণ সবাই স্থানীয় ও পরিচিত
- বিরোধের উভয়পক্ষ স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে আপন মনে করে
- দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি হয় বিধায় এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টি হয় না
- অহেতুক অর্থ ও কর্ম ঘন্টা অপচয় হয় না
- অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে
- বিচার স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়
- স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হবার ফলে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়
- উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে
- স্বল্প ব্যয় বিধায় দরিদ্র, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এর সুফল লাভ করতে পারে

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও গ্রাম আদালত

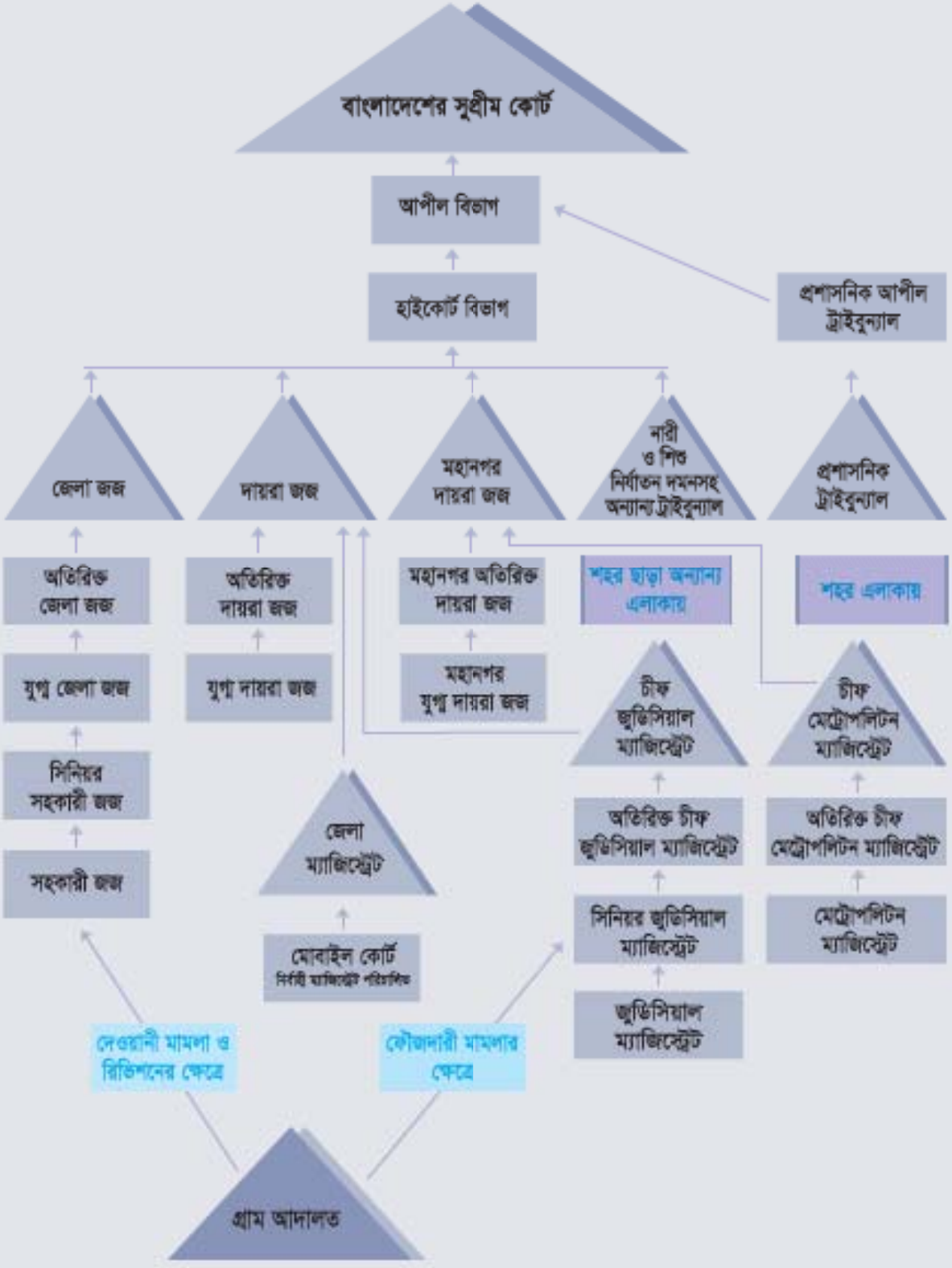

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- স্থানীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব
- দলীয়, স্থানীয় বা অন্য কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব
- বিচার সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতার অভাব– যার ফলে স্থানীয় বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী হচ্ছে না
- সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব– যার ফলে তারা বিচারিক সেবা গ্রহণের সুযোগ লাভ করছে না
- বিচারকদের দক্ষতা, আইনগত জ্ঞান ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

তিনটি উপাদান দ্বারা স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সফলতা যাচাই করা যেতে পারে

- উপকারিতা
- সক্ষমতা ও
- কর্তৃত্ব

মানুষ স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা থেকে উপকার লাভ করলে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। সক্ষমতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যিক সহায়তার ওপর নির্ভর করে। কাঠামোগত, আর্থিক ও দক্ষতার বিষয়টি যেহেতু বাহ্যিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করে সেহেতু স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। কর্তৃত্বের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আইনি ক্ষমতায়নের ওপর নির্ভরশীল। আইনি সংস্কার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর কর্তৃত্ব সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রাম আদালত ও সালিশী পরিষদ আইন দ্বারা স্বীকৃত হলেও এর আইনি ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সাথে প্রচলিত সালিশী ব্যবস্থাকে আইনি বৈধতা প্রদান করা জরুরি। এতে একদিকে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে এবং অন্যদিকে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় মামলার চাপ কমবে।

অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় বিচার

অপরাধ প্রবণতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বিশ্বের অনেক দেশে উদ্বেগের বিষয়। অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার অবদান অনেক বেশি। স্থানীয়ভাবে সংঘটিত ছোট ছোট দ্বন্দ্ব স্থানীয় পর্যায়ে নিরসন করা হলে এবং আদালতে চলমান মামলাসমূহের মধ্যে আপসযোগ্য মামলাসমূহ স্থানীয়ভাবে আপস করা সম্ভব হলে বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং এ থেকে গুরুতর অপরাধ সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার প্রকার

- প্রচলিত সালিশ
- ধর্মীয় ফতোয়া
- এ ডি আর (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
- গ্রাম আদালত
- সালিশি পরিষদ

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত

বাংলাদেশে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা জনপ্রিয় এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে প্রায়শ স্থানীয় বিচারকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের অবৈধ প্রভাব এবং অন্যান্য ত্রুটি, যেমন, সাধারণ মানুষের অসচেতনতা এবং বিচারকদের দক্ষতা, আইনগত জ্ঞান, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অভাবের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয় না। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাধারণ মানুষ। এ ক্ষতির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হলো নারী, প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, যার ফলে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়না এবং সুশাসন ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

এ প্রেক্ষাপটের আলোকে বাংলাদেশে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জন্য বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ জারি করা হয়। যা রহিত করে বর্তমানে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে।গ্রাম আদালত স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার একটি আইনি সংস্করণ।

গ্রাম আদালতের শক্তিসমূহ

- বিরোধীয় পক্ষের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায়।
- সাক্ষ্য প্রমাণের নৈকট্য ও পর্যাপ্ততা।
- বিচারক প্যানেলে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্ব।
- নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আদালতের চেয়ারম্যান পরিবর্তন করা যায়।
- বিরোধীয় পক্ষসমূহ এবং বিচারকগণ সবাই পরিচিত।
- বিরোধীয় পক্ষসমূহ এই বিচার ব্যবস্থাকে আপন মনে করে।
- নামমাত্র খরচে বিচার লাভ করা যায়।
- গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করা যায় না।
- দ্রুত সময়ে বিরোধ নিরসন হয়।
- এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টি হয় না।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে উভয় পক্ষের কল্যাণ বিবেচনা করা হয়।
- অহেতুক অর্থ ও সময় অপচয় হয় না।
- ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।
- স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া।
- গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা।
- গ্রাম আদালতের তফসিলভুক্ত বিরোধসমূহ ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কোনো আদালতের বিচার করার এখতিয়ার নেই।
- ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিবাদীকে শাস্তি তথা কারাদণ্ড প্রদানের জন্য ফৌজদারী মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করা বিধান রয়েছে।
- সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত, ৪:১, ৪:০ বা ৩:১ হলে আপীল করা যায় না।
- আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হলে উর্ধ্বতন আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করা যায়।
- সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে।
- গ্রাম আদালত সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করে।

সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসনের সংজ্ঞা

সামাজিক বিচার বা ন্যায্যতা (Social Justice)

যে ব্যবস্থায় শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করা হয় না বরং অপরাধ সৃষ্টির কারণ নির্ণয় করে তার প্রতিকার করে, বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায় এবং মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তাকে সামাজিক ন্যায্যতা বলে।

সামাজিক বিচার বা ন্যায্যতা মানবাধিকার এবং সমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানবাধিকারের নীতিসমূহ যেমন : সাম্য, বৈষম্যহীনতা, ভেদাভেদহীনতা, অংশগ্রহণ, সর্বজনীনতা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়। সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সুবিধা, সম্পদ এবং সুযোগের সমবন্টনকে সামাজিক বিচার বা ন্যায্যতা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সামাজিক ন্যায্যতা বা বিচার নিশ্চিত করা না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

সামাজিক বিচার বা ন্যায্যতার ভিত্তিসমূহ

- সামাজিক সাম্য
- মানবাধিকার
- বৈষম্যহীনতা
- ভেদাভেদহীনতা
- অংশগ্রহণ
- সর্বজনীনতা
- বৃহত্তর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি
- পুনর্মিলন
- সামাজিক পুনর্গঠন

বিচার ও সামাজিক বিচার (ন্যায্যতা)-এর তুলনা

বিষয়	বিচার	সামাজিক বিচার (ন্যায্যতা)
ব্যবস্থা	বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা	সামাজিক ব্যবস্থা
অধিক্ষেত্র/আওতা	নির্ধারিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা	বিচার ব্যবস্থা থেকে বড়
কাঠামো	আইনি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়	মানবাধিকার কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়
নিয়ন্ত্রণ	আইন ও আইনের উৎস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
প্রক্রিয়া	আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ	আইন ভঙ্গ হবার কারণসমূহকে সংশোধন করতে চায়
উদ্দেশ্য	বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যায় ও অপরাধ প্রতিরোধ করতে চায়	বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামোকে পুনর্গঠণের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়
নীতি	আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান-এ নীতিকে প্রাধান্য দেয়	মানবাধিকারের নীতিসমূহ, যেমন : সাম্য, বৈষম্যহীনতা, ভেদাভেদহীনতা, অংশগ্রহণ, সর্বজনীনতা ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়
বিষয়বস্তু	অপরাধীকে নিয়ে কাজ করে এবং সাজা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে	যে প্রেক্ষাপটের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় তাকে প্রাধান্য দেয় ও তার সংশোধন করতে চায়
প্রতিকার	অপরাধীকে শাস্তি ও ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চায়	যে প্রেক্ষাপটের কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় সে প্রেক্ষাপটকে সমাজ ভিত্তিক পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন করতে চায়
বৃহত্তর লক্ষ্য	ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়	বৃহত্তর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সামাজিক সহাবস্থান সৃষ্টির জন্য ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে চায়

সামাজিক বিচার বা ন্যায্যতা ও গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত ও সামাজিক বিচারের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। গ্রাম আদালত প্রচলিত আইনি কাঠামো দ্বারা গঠিত হলেও সামাজিক ন্যায্যতা, যেমন– বৃহত্তর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টির জন্য ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে চায় তেমনি গ্রাম আদালত একইভাবে পুনর্মিলন ঘটাতে (Reconciliation) চায়। তাই গ্রাম আদালতে শাস্তি বা কারাদণ্ড প্রদানের বিধান নেই। অভিযুক্ত বা আসামী হিসেবে কাউকে না দেখে তাকে প্রতিবাদী হিসেবে দেখা হয়। গ্রাম আদালতের বিচারকগণ স্থানীয় এবং এটি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা হওয়ায় সামাজিক ন্যায্যতার মতো এটি সামাজিক সম্পর্ক ও প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেয়। গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার ব্যয় নামমাত্র। তাই গ্রাম আদালত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করে না। এক্ষেত্রেও সামাজিক ন্যায্যতার সাথে মিল রয়েছে।

সুশাসন কী?

অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, কার্যকর, দায়বদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া এবং শাসন ব্যবস্থা হলো সুশাসন।

আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত। উন্নয়ন সম্পদ বণ্টনে সুশাসন অতি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়াকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারসমূহ নিশ্চিত করে।

শাসন ব্যবস্থার তিনটি উপাদান রয়েছে : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক শাসন সক্ষমতা সৃষ্টি করে, দারিদ্র্য দূর করে ও জীবনযাত্রার মানকে সমুন্নত করে। রাজনৈতিক শাসন নীতি নির্ধারণ করে। প্রশাসনিক শাসন নীতি বাস্তবায়ন করে।

সুশাসন ও গ্রাম আদালত

রাষ্ট্রীয় সুশাসন স্থানীয় সুশাসনের সামষ্টিক রূপ। স্থানীয়ভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কিন্তু তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলে তাদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়। ফলে তারা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই একটি সংবেদী ও কার্যকর গ্রাম আদালত ব্যবস্থা স্থানীয় সুশাসন সৃষ্টির অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সেবা প্রদান সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রাম আদালত বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে সক্ষম হলে স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কার্যকর গ্রাম আদালতের বিকল্প নেই।

আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত। উন্নয়ন সম্পদ বণ্টনে সুশাসন অতি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়াকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারসমূহ নিশ্চিত করে।

শাসন ব্যবস্থার তিনটি উপাদান রয়েছে : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক শাসন সক্ষমতা সৃষ্টি করে, দারিদ্র্য দূর করে ও জীবনযাত্রার মানকে সমুন্নত করে। রাজনৈতিক শাসন নীতি নির্ধারণ করে। প্রশাসনিক শাসন নীতি বাস্তবায়ন করে।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **অংশগ্রহণ :** সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি বা আইনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যা তাদের স্বার্থকে রক্ষা করে।

২. **স্বচ্ছতা :** তথ্যের অবাধ আদান প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। প্রতিষ্ঠান ও এর কর্ম প্রক্রিয়ার তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে উন্মুক্ত হতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠান ও এর কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করতে হবে যাতে তারা প্রতিষ্ঠান ও এর কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং তা তদারক করতে পারে।

৩. **সাড়া :** প্রতিষ্ঠান ও এর প্রক্রিয়াসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের দাবি ও চাহিদামতো দ্রুত সাড়া দেয়।

৪. **সমন্বয় :** বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণির দাবি-দাওয়াসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নীতি ও পদ্ধতিতে একটি বৃহৎ সমঝোতা সৃষ্টি করে যাতে জনগণের বৃহৎ কল্যাণ সাধিত হয়।

৫. **কার্যকারিতা ও দক্ষতা :** জনগণের চাহিদামতো প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা সৃষ্টি করে।

৬. **দায়বদ্ধতা :** সরকারি, বেসরকারি এবং সুশীল সমাজের নীতি নির্ধারকরা জনগণ ও সুবিধাভোগীদের কাছে দায়বদ্ধ।

৭. **কৌশলগত দর্শন :** নেতৃত্ব ও জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুশাসন ও মানব উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

মূল বিষয়সমূহ

- আইন ফার্সি শব্দ। ইংরেজিতে বলে 'Law'। 'Law' শব্দটি 'ল্যাগ' থেকে এসেছে। 'ল্যাগ' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্থির ও সমভাবে প্রযোজ্য। যে মাপদণ্ডের দ্বারা বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাকেই আইন বলে। এক কথায় মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত নীতিসমূহ, যা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।
- আইনের উৎসসমূহ হচ্ছে : ধর্মীয় গ্রন্থ, জাতীয় সংসদ, প্রচলিত প্রথা, বিচারকদের রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায়নীতি, আন্তঃসমঝোতা চুক্তি, জাতিসংঘ ঘোষণা, জনমত, সংবিধান ও নির্বাহী ঘোষণা।
- যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচার কার্য পরিচালনা হয় তাকে সাধারণভাবে আদালত বলে। আইনকে কার্যকর ও আইনের সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োগ সবার কাছে সমভাবে পৌঁছে করার জন্য আদালতের কোনো বিকল্প নেই।
- প্রভাবশালীগণ অনেকাংশে নিজেদের স্বার্থে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ; বিশেষ করে শ্রমী, প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর মানুষ; যার ফলে মানুষের অধিকার ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা পায় না। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ ও পরবর্তীতে ইহা রহিত করে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ৪ ধরনের স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান– প্রচলিত সালিশ, NGO-এর সহায়তায় পরিচালিত এডিআর (Alternative Dispute Resolution), গ্রাম আদালত ও সালিশি পরিষদ।
- যে ব্যবস্থায় শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করা হয় না বরং অপরাধ সৃষ্টি হবার কারণ নির্ণয় করে প্রতিকারের মাধ্যমে বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায় এবং মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তাকে সামাজিক ন্যায্যতা বলে।
- অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, কার্যকর, দায়বদ্ধ ও ন্যায় সঙ্গত প্রক্রিয়া এবং শাসন ব্যবস্থা হলো সুশাসন।
- সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে : অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ঐক্য, কার্যকারিতা ও দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও কৌশলগত দর্শন

রাষ্ট্রীয় সুশাসন স্থানীয় সুশাসনের সামষ্টিক রূপ। স্থানীয়ভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের পূর্বশর্ত। গ্রাম আদালত বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হলে স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর গ্রাম আদালতের বিকল্প নেই।

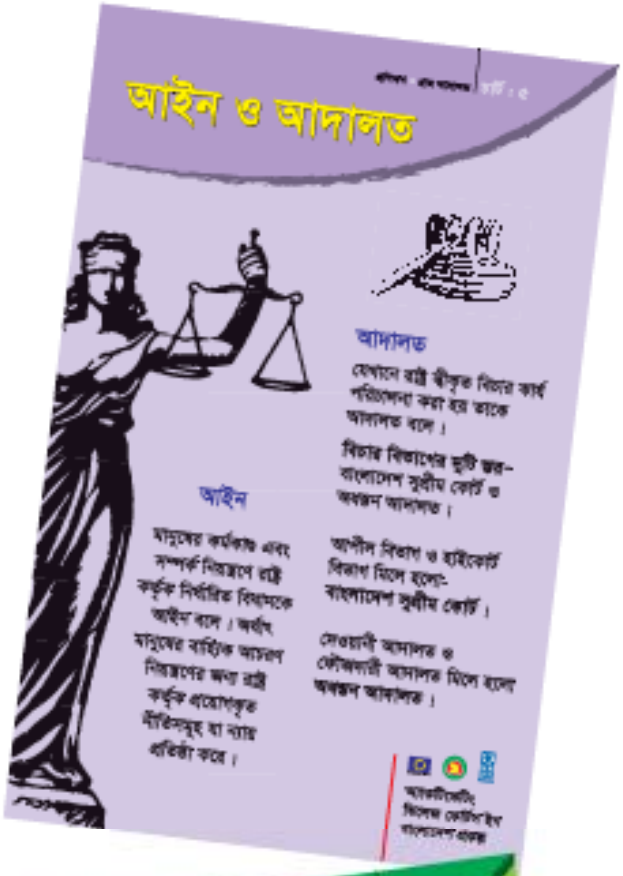
আইন ও আদালত
আদালত
যেখানে রাষ্ট্র স্বীকৃত বিচার কার্য পরিচালনা করা হয় তাকে আদালত বলে।
বিচার বিভাগের দুটি স্তর- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত।
আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলে হলো- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত মিলে হলো অধস্তন আদালত।
আইন
মানুষের কর্মকান্ড এবং সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত বিধানকে আইন বলে। অর্থাৎ মানুষের বাঞ্ছিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত নীতিসমূহ বা ব্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা করে।

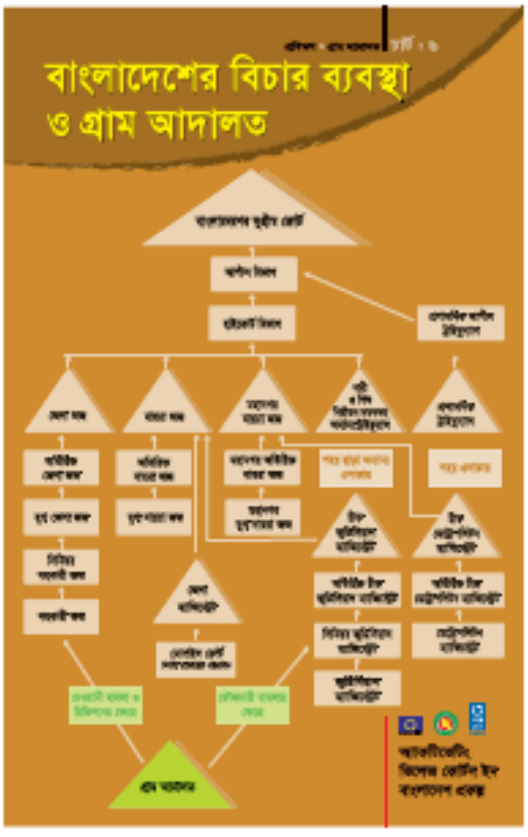
বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও গ্রাম আদালত

অধস্তন আদালত
দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী
সহকারী জজ আদালত
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত
যুগ্ম জেলা জজ আদালত
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত ও
জেলা জজ আদালত
ফৌজদারী আদালত যুগ্মভাবে
ডায়রা আদালত ও
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যুগ্মভাবে
স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বসছে
ইউনিয়ন পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রাম আদালত স্থাপিত। এরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা ভোগ করে

বাংলাদেশের অনিষ্পন্ন মামলার কিছু তথ্য
হাজীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মামলার জট বেড়েই চলছে।

গ্রাম আদালতের
শক্তিসমূহ

বিচার ও
সামাজিক বিচার

গ্রাম আদালত

চিত্র ১

গ্রাম আদালত
ভেদাভেদহীনতা
সর্বজনীনতা
গণতান্ত্রিক
বৈষম্যহীনতা
পুনর্মিলন
বৃহত্তর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি
মানবাধিকার
অংশগ্রহণ
সামাজিক পুনর্গঠন
সামাজিক সাম্য
সুশাসন
স্বচ্ছ
কার্যকর
দায়বদ্ধ
ন্যায় সঙ্গত
শাসন ব্যবস্থা
ঐক্যমত্য
অংশগ্রহণমূলক
সাড়াদায়ী
মানবাধিকার
গণতান্ত্রিক
দক্ষ
কৌশলগত দর্শন
গ্রাম আদালত, সুশাসন, সামাজিক ন্যায্যতার সাদৃশ্য
সামাজিক ন্যায্যতা
অংশগ্রহণমূলক
গণতান্ত্রিক
স্বল্প ব্যয় ও সময়
বৈষম্যহীন
আইনি ব্যবস্থা
আপন
পুনর্মিলন
স্থানীয় বিচার
স্বচ্ছ
মানবাধিকার
গণতান্ত্রিক
সামাজিক ন্যায়বিচার

অধিবেশন ৩

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার

সহ বিষয়সমূহ

- মানবাধিকারের সংজ্ঞা
- মানবাধিকার ও গ্রাম আদালতের সম্পর্ক
- মানবাধিকার ও নারী অধিকারের সম্পর্ক
- নারী অধিকার
- নারীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান (বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ)
- নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা
- জেন্ডার ও সেক্সের সাধারণ ধারণা
- নারীদের সুবিচার প্রাপ্তিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন

মানবাধিকার ও নারী অধিকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : বড় দলে আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ছোট দলে আলোচনা, মস্তিষ্ক ঝড়, কেস স্টাডি, পোস্টার প্রদর্শন

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, হ্যান্ড আউট, পোস্টার, ভিডিও

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
০৫ মি.	মানবাধিকারের উদাহরণ	মানবাধিকার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও মানবাধিকারের উদাহরণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড, পোস্টার পেপার ও মার্কার, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার	আলোচনা, উদ্দীপক, খেলা, ধারণা যাচাই, ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে কয়েকটি চকলেট দিন। যেসকল অংশগ্রহণকারী চকলেট পাননি এবং যারা পেয়েছেন তাঁদের অনুভূতি জানতে চান। এরপর অংশগ্রহণকারীদের অধিকার ও মানবাধিকার কী সে সম্পর্কে ধারণা যাচাই করুন। তাদের মতামত হোয়াইট বোর্ড বা ফ্লিপ চার্টে লিখুন। অতঃপর **ফ্লিপ চার্ট- ১১ ও ১২** (পৃ: ৬২) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে মানবাধিকার ও মানবাধিকারের উদাহরণসমূহ– যেমন জীবনের অধিকার, নির্যাতন থেকে বাঁচার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদে ও ব্যক্তিগত জীবনে কী করণীয় ইত্যাদি আলোচনা করুন।
০৫ মি.	মানবাধিকারের উদাহরণ	গ্রাম আদালত ও মানবাধিকার, মানবাধিকার রক্ষায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন	গ্রাম আদালত ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক, মানবাধিকার রক্ষায়করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	ধারণা যাচাই আলোচনা	**ধাপ-২** গ্রাম আদালত ও মানবাধিকারের সম্পর্ক এবং মানবাধিকার রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন। তাঁদের মতামত হোয়াইট বোর্ড বা ফ্লিপ চার্ট পেপারে লিখবেন এবং মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করুন।
১০ মি.	নারীর অধিকার ও মানবাধিকার, জেন্ডার, সেক্স, জেন্ডারের ভূমিকা ও জেন্ডার সম্পর্ক, গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডারের গুরুত্ব, নারীর অবস্থা ও অবস্থান	নারী অধিকার কী তা বলতে পারবেন নারী অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্ক বলতে পারবেন, জেন্ডার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন, জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডার কেন গুরুত্বপূর্ণ তা চিহ্নিত করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া, হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড, পারমানেন্ট মার্কার, পোস্টার, VIPP কার্ড	ছোট ছোট দলে আলোচনা, দলীয় অনুশীলন, বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণ, কেইস স্টাডি, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-৩** ● নারী অধিকার কী তা জানতে চান। নারীর অধিকারের সাথে মানবাধিকারের কী কী সম্পর্ক তা বলতে বলুন। তারপর পিপিটি বা ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করুন। ● প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জেন্ডার ও সেক্স, জেন্ডারের ভূমিকা ও জেন্ডার সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চান। কয়েকজনের মতামত বোর্ডে বা ফ্লিপ চার্টে লিখুন। তারপর জেন্ডার ও সেক্সের সংজ্ঞা উপস্থাপন করুন। একইভাবে জেন্ডার এবং সেক্সের পার্থক্য তুলে ধরবেন। **ফ্লিপ চার্ট– ১৩** (পৃ: ৬২) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করুন। ● অতঃপর গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডার কেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে পাশাপাশি বসা দু'জনের বাজ গ্রুপ তৈরি করে কারণসমূহ খাতায় লিখতে বলুন। কমপক্ষে তিনটি হ্যাম গ্রুপের কাছ থেকে তাদের লিখিত কারণসমূহ শুনুন এবং তারপর **পিপিটি স্লাইড/ফ্লিপ চার্ট– ১৪** (পৃ: ৬৩) উপস্থাপন করে তাদের লিখিত কারণসমূহের সাথে মেলাতে বলুন। এবার একটি বা দু'টি গ্রুপের কাছ থেকে পুনরায় কারণসমূহ শুনুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
		নারীর অবস্থা ও অবস্থান বলতে কী বোঝায় তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। পরিবার, সমাজ ও ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করে নারী-পুরুষ কে কোথায় আছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।			● তারপর বলুন, আমরা দেখলাম সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ আইনি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে বেশি। উপেক্ষিত হয় নারী। বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডারের ধারণা তাই গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালত কার্যকর ও অর্থবহ হবে না। গ্রাম আদালতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও নারীদের জন্য বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করতে জেন্ডার ধারণা অপরিহার্য। ● নারীর অবস্থা এবং অবস্থান বিষয়ে ধারণা দিন। ● বলুন, একটি পরিবারের অবস্থা ভালো না মন্দ তা বোঝা যায় শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানির ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বাসস্থান, আয়-রোজগার ইত্যাদি দেখে। এ উপাদানগুলো জীবনযাত্রার মানের সাথে জড়িত। কাজেই জীবনযাত্রার মানের সাথে যা জড়িত, যেমন : খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, আয়, শিক্ষা, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা-এ সবই অবস্থাকে নির্দেশ করে। ● এ পর্যায়ে প্রশ্ন করুন, অবস্থাগত উন্নয়ন কী? দু' একজনের মতামত শুনুন। প্রশ্ন করুন– মানুষের কি শুধুমাত্র ভালো পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, বাড়ি-ঘর, বিনোদন ইত্যাদি হলেই চলে, নাকি এর বাইরেও তার আরো কিছুর প্রয়োজন আছে? মানুষ শুধু তার অবস্থার উন্নতিই চায় না, পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও চায়, তাহলো মর্যাদা। নারী, পুরুষ, ধনী, গরিব প্রত্যেক মানুষ মর্যাদার সাথে বাঁচতে চায়। এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো : মতামত, পছন্দ, ক্ষমতা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। আর এ সবগুলোই অবস্থানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ অবস্থান মানুষের মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থান বিষয়ে ফ্লিপ চার্ট ১৫-১৬ (পৃ: ৬৩) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শনের করে আলোচনা করুন। ● এবার বলুন একজন ব্যক্তি বা কোন পরিবারের উন্নয়ন বলতে অবস্থা ও অবস্থান দু'টি বিষয়কেই বোঝায়। অনেক সময় মনে করা হয় যে, অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে অবস্থানেরও উন্নতি ঘটে। তাই একটি দিক অর্জিত হলে অপরটি অর্জন করা সহজ হয়ে যায়– যা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ● অবস্থানগত উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার। কেননা বাইরে থেকে উদ্যোগ নিয়ে একজনের অবস্থার উন্নয়ন করে দেয়া যায়। যেমন : একজনের ঘর নেই তাকে ঘর তৈরি করে দেয়া যায়, শীতে কষ্ট পাচ্ছে তাকে কম্বল দেয়া যায় বা অর্থের অভাব হলে তাকে টাকা দেয়া যায়। কিন্তু এগুলো সে ধরে রাখতে পারবে কিনা তা নির্ভর করে তার ভেতরের শক্তির ওপর। আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এগুলো মানুষের ভেতরের শক্তি। আর এসবই তার অবস্থানকে মজবুত করে। কাজেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবস্থা ও অবস্থান উভয়কেই বিবেচনায় আনতে হবে।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					● পরিবার, সমাজ এবং বিচার প্রাপ্তির সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। ● একইভাবে পরিবার, সমাজ এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে নারীর মতামত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর অবস্থান নির্ণয় করবেন। ● সহায়ক এ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরের জন্য সময় দেবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। ● ধন্যবাদ জানিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা শেষ করবেন।
১০ মি.	নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ, নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ ও গ্রাম আদালত, নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা-সমূহ গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন। নারীর প্রতি বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন। নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা বলতে পারবেন। নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে পারবেন। গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বলতে পারবেন।	মাল্টি মিডিয়া হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, পারমানেন্ট মার্কার, পোস্টার কাগজ	বাজ দল, দলীয় অনুশীলন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-৪** *নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা* ● নারীর ক্ষতায়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ, নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা, নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ **ফ্লিপ চার্ট- ১৭** (পৃ: ৬৪) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করুন। ● গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান। ● অংশগ্রহণকারীদের উত্তর হোয়াইট বোর্ডে বা ফ্লিপ চার্টে লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য উৎসাহিত করুন। ● বিষয়সমূহের উপর **ফ্লিপ চার্ট– ১৮** (পৃ: ৬৪) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন।
১০ মি.	নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি?	কেন নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি তা জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন	ছবি	ছবি প্রদর্শন ও কেস স্টাডি, আলোচনা	পূর্বে সংগৃহীত নারী নির্যাতন বিষয়ে ১ ও ২ নম্বর ছবি দেখান। নারীর অবদান সংশ্লিষ্ট ৩ ও ৪ নম্বর ছবি দেখান। তারপর ছবিগুলো সম্পর্কে জানতে চান। এরপর ৫ ও ৬ নম্বর ছবি দেখান। তারপর নারী নির্যাতন সম্পর্কে ১ জনের কাছ থেকে সংক্ষেপে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শুনুন এবং **ফ্লিপ চার্ট- ১৯** (পৃ: ৬৪) বা পিপিটি প্রদর্শন করে কেন নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি তার কারণসমূহ দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের একপাশ থেকে ১টি করে কারণ দেখে বলতে বলুন। এরপর যেকোনো একজনকে আলোচনার সার-সংক্ষেপ বলতে বলুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১৫ মি.	গ্রাম আদালতে নারী যে সকল বিরোধের প্রতিকার চাইতে পারে	গ্রাম আদালতে নারী যে সকল বিরোধের প্রতিকার চাইতে পারে তা অবগত হবেন এবং গ্রাম আদালতে বিচার পরিচালনার সময় তা কাজে লাগাতে পারবেন	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার কাগজ, পারমানেন্ট মার্কার, মাসকিন টেপ	দলীয় কাজ, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	পূর্বে প্রস্তুতকৃত ৫/৬ জন নারী নেত্রীর নামে ৬টি করে ভিপ কার্ড বা স্লিপ বিতরণ করে অংশগ্রহণকারীদের ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে নারীরা কী কী অপরাধ ও বিরোধের শিকার হয় তা চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন। তারপর পিপিটি **স্লাইড/ফ্লিপ চার্ট– ২০** (পৃ: ৬৫) প্রদর্শন করে প্রত্যেক দলকে ভিন্ন রংয়ের মার্কার দিয়ে ভুল বিষয়গুলো কেটে এবং বাদ পড়া বিষয়গুলো লিখে সংশোধিত পোস্টার দেয়ালে লাগিয়ে দিতে বলুন। পোস্টার লেখার নিয়ম বলে দিন।
১০ মি.	গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয়	গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয়সমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড/ ফ্লিপ চার্ট, পারমানেন্ট মার্কার, VIPP কার্ড	দলীয় কাজ অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	• প্রতি তিনজনকে নিয়ে একেকটি দল গঠন করুন। তিনজনকে নিয়ে দল ভাগের পর যদি শেষ দলে দু'জন হয় তাহলে শেষ দলটি দু'জনকে নিয়েই গঠন করুন। প্রতিটি দলকে দু'টি করে দু'রঙের ভিপ কার্ড, মার্কার দিতে হবে এবং তাতে গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয়সমূহ সম্পর্কে প্রত্যেক দলকে দু'টি করে পয়েন্ট লিখতে বলবেন। লেখা শেষ হলে সহায়ক প্রত্যেকের কাছ থেকে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন। কেউ যদি আরও পয়েন্ট লিখতে চান তাহলে তাকে আরও কার্ড দিতে হবে। • প্রত্যেকের কাছ থেকে কার্ড সংগ্রহের পর ভিপ বোর্ডে কার্ডগুলো পিন বা মাসকিন টেপ দিয়ে বোর্ডে লাগিয়ে দিন এবং উপস্থাপন করুন। একই ধরনের ধারণা বেশি এলে একটি রেখে বাকিগুলো বাদ দিন। দলীয় উপস্থাপনার পর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন, কোনো বিষয় বাদ পড়েছে কি? **স্লাইড/ফ্লিপ চার্ট– ২১** (পৃ: ৬৫) প্রদর্শন করে পয়েন্টগুলো অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে মিলিয়ে নিন এবং প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করুন।
০৫ মি.	অনুশীলন ও সারসংক্ষেপ	সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে অনুশীলনের জন্য কাজ প্রদান	কাগজ, কলম, কার্ড	অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা	**ধাপ-৪** অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন এবং বলুন এ অধিবেশনে আমরা অধিকার, মানবাধিকার, জেন্ডার, গ্রাম আদালত ও মানবাধিকার, নারীর অধিকার, নারীর প্রতি নির্যাতন ও গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ ইত্যাদি বিষয় জানলাম। তারপর মানবাধিকার ও নারীর অধিকার রক্ষায় গ্রাম আদালতের ভূমিকা বিষয়ে পাঁচটি কাজের নাম লিখে পরদিন জমা দিতে বলুন। সহায়ক প্রয়োজনে কাগজ/কলম/কার্ড সরবরাহ করবেন। সতর্কতা : ১. অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পড়তে না জানলে সহায়ক তাদের নিয়ে কুইজ এর আয়োজন করতে পারেন কিংবা তাকে লিখতে সাহায্য করতে পারেন।

সংযুক্ত
পাঠ সহায়িকা ১ : ছবি ও চিত্র ১-৬

অধিবেশন বিষয়াবলি

মানবাধিকার কী?

"মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোনো অধিকারকে বোঝায় না; মানবাধিকার শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে (as a human being) দাবি করতে পারে। এ অধিকারগুলো কোনো দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; এগুলো চিরন্তন, সর্বজনীন এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এ অধিকারগুলো নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।" যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

মানবাধিকারের কিছু উদাহরণ

- জীবনের অধিকার
- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক শাস্তি থেকে মুক্তি
- স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার ও আটকাবস্থা থেকে মুক্তি
- ন্যায়বিচার পাবার অধিকার
- বৈষম্য থেকে মুক্তি
- আইনগত নিরাপত্তা পাবার অধিকার
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসস্থান ও যোগাযোগ-এর উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি
- সংগঠন, মত প্রকাশ, সমাবেশ ও আন্দোলনের অধিকার
- আশ্রয় গ্রহণ এবং আশ্রয়ে অবস্থানের অধিকার
- জাতীয়তার অধিকার
- চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
- ভোট প্রদান ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার
- উপযুক্ত কর্ম লাভের অধিকার
- প্রয়োজনীয় খাবার, আশ্রয়, পোষাক এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
- স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার
- শিক্ষার অধিকার
- ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও রক্ষার অধিকার
- সাংস্কৃতিক অধিকার

মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত
- আইন দ্বারা সুরক্ষিত
- মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে

- ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান করে
- মানবাধিকার পরিত্যাগ করা যায় না
- সর্বজনীন

মানবাধিকার হচ্ছে অধিকার এবং স্বাধীনতা যা আমাদের সবার প্রয়োজন

- কিছু মানবাধিকার আমাদের জীবন ও শারীরিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন : বেঁচে থাকার অধিকার, খাবারের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার।
- অপর মানবাধিকারসমূহ আমাদের রক্ষা করে। যেমন : নির্যাতন, অমানবিকতা ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবার অধিকার।
- মানবাধিকার আমাদের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। যেমন : শিক্ষা, কাজ ও অংশগ্রহণের অধিকার,

সবারই মানবাধিকার আছে। আপনি নারী কি পুরুষ, কোন ভাষায় কথা বলেন, কোন ধর্ম অনুসরণ করেন, কোন এলাকায় বাড়ি তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যকে সম্মান করা আপনার দায়িত্ব, যেমন অন্যের দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে সম্মান করা। কেউই আপনার অধিকার হরণ করতে পারে না।

মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত

মানবাধিকার আইন সরকারসমূহকে কিছু কাজ করতে এবং কিছু কাজ না করতে বাধ্য করে। মানবাধিকার আইনের লক্ষ্য মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের সমতা ও সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারী, অনগ্রসর, আদিবাসী, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে। কিন্তু মামলা পরিচালনার ব্যয়, জটিল প্রক্রিয়া ও দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি কারণে তারা প্রচলিত বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। এ প্রেক্ষাপটে আইন দ্বারা গ্রাম আদালত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে স্বল্প সময়ে ও খরচে স্থানীয়ভাবে মানুষকে আইনি সেবা প্রদান করা-যা মানবাধিকার রক্ষা করবে।

তাই উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিচারিক সেবা নিশ্চিত করা মাধ্যমে গ্রাম আদালত মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রাম আদালতকে তাদের অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৬-৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের বিষয়সমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অনুচ্ছেদ ২৬-এ বলা হয়েছে, মৌলিক মানবাধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সকল আইন এ সংবিধান প্রবর্তনের সাথে সাথে বাতিল হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র মানবাধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়ন করবে না এবং যদি এমন কোনো আইন প্রণীত হয় তাহলে তার অসংগতিপূর্ণ অংশ বাতিল হয়ে যাবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদে আইনের সমতা ও আইনের সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়

- প্রতিদিনের কাজে মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।
- মানবাধিকারসমূহ চর্চা করতে হবে– যাতে তা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

- মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় সেজন্য স্থানীয়ভাবে জনমত ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যদি গ্রাম আদালতের অধিক্ষেত্রভুক্ত হয় তাহলে তার যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বা এর খবরকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়।
- 'মানবাধিকার রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'-এ শ্লোগানের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে, গ্রাম আদালতসহ ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং শ্লোগানটি দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।
- এ প্রশিক্ষণে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে হবে।

নারী অধিকার

নারীর দু'ধরনের অধিকার রয়েছে:

১. মানুষ হিসেবে অধিকার এবং

২. নারী হিসেবে কিছু বিশেষ অধিকার।

একজন মানুষের আইনত যে সকল অধিকার রয়েছে মানুষ হিসেবে নারীর রয়েছে সেসব অধিকার। নারী হিসেবে তার যে সকল বিশেষ অধিকার রয়েছে, যেমন সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কাজ থেকে ছুটি পাবার অধিকার, নারী হিসেবে তার যে ভিন্নতা রয়েছে তা বজায় রাখার অধিকার ইত্যাদি।

মানবাধিকার ও নারী অধিকারের সম্পর্ক

মানবাধিকার হলো মানুষের জীবনের অধিকার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা থেকে মুক্তি, ন্যায্য বিচার পাবার অধিকার, বৈষম্য থেকে মুক্তি, আইনগত সমান নিরাপত্তা পাবার অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসস্থান ও যোগাযোগের উপর স্বেচ্ছাচারী অনধিকার চর্চা থেকে মুক্তি, সংগঠন, মত প্রকাশ, সমাবেশ ও আন্দোলনের স্বাধীনতা, আশ্রয় গ্রহণ এবং আশ্রয়ে অবস্থানের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও মতের স্বাধীনতা। নারী যেহেতু মানুষ সেহেতু মানবাধিকারের সকল অধিকারই নারীর অধিকার। মানবাধিকার রক্ষা করলে নারী অধিকার রক্ষা হয়।

নারীর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান (বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ)

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা (Condition)

ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে যা যা যুক্ত– যেমন : খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জ্বালানি, আয়-ব্যয়।

অবস্থান (Position)

ব্যক্তি মর্যাদার সঙ্গে যা যা যুক্ত– যেমন : ক্ষমতা, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পছন্দ, সম্পদের মালিকানা, সুযোগ, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার। অবস্থা ও অবস্থান দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান ভালো করে বুঝতে হলে সমাজের চিত্রটি দেখা প্রয়োজন। সমাজে একজন মানুষের অবস্থা এবং অবস্থান নির্ধারিত হয় সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে। এসবের ভিত্তিতে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। এ পিছিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বৈষম্যের ফলে সমাজে নারীর অবস্থা বেশ করুণ। এ বৈষম্যমূলক অবস্থার প্রকৃতি পরের পৃষ্ঠায় ছক আকারে দেখানো হলো:

সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ

অবস্থা	মোট	নারী	শতকরা হার
যুগ্ম সচিব	৩৭৪	১৪	৩.৭৪%
উপ-সচিব	১,১৭৪	১৩৪	১১.৮১%
ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব	১,৫২৫	২০৫	১৩.৪৪%
সহকারী সচিব	১,২৬৩	২৩৩	১৮.৪৪%

তথ্যসূত্র : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আগস্ট ২০০৬

বিচার কার্যে নারীর অংশগ্রহণ

অবস্থা	মোট	নারী	পুরুষ
আপীল বিভাগের বিচারক *	৮	১	৭
হাই কোর্টের বিচারক *	৮৮	৪	৮৪
অধঃস্তন আদালতের বিচারক	৮২৩	১১২	৭১১
জেলা জজ	১৬৯	১৪	১৫০
সহকারী জেলা জজ	১৩৮	১০	১২৮
সহকারী এবং সিনিয়র সহকারী জজ	৩৩১	৬০	২৭১

তথ্যসূত্র : আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৬
* তথ্যসূত্র : ওয়েবসাইট, সুপ্রীম কোর্ট, ৬ জুলাই ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ, ১৯৭৩-২০০৮

বছর	সাধারণ আসনসমূহে নির্বাচন সদস্য		সংরক্ষিত আসনসমূহে নির্বাচিত নারী সদস্য
	নারী	পুরুষ	
১৯৭৩	-	৩০০	১৫
১৯৭৯	১	২৯৯	৩০
১৯৮৬	৫	২৯৫	৩০
১৯৮৮	-	-	৩০
১৯৯১	৪	২৯৬	৩০
১৯৯৬	১১	২৮৯	৩০
২০০১	৬	২৯৪	৪৫
২০০৮	২০	২৮০	৪৫

তথ্যসূত্র : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৮ বাংলাদেশ

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ, ২০০৩

লিঙ্গ	চেয়ারম্যান		মেম্বার	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নারী	২১	০.৪৭	১৩,৬৩৭	২৫.২৬
পুরুষ	৪,৪৭৭	৯৯.৫৩	৪০,৩৩৯	৭৪.৭৪
মোট	৪,৪৯৮	১০০.০	৫৩,৯৭৬	১০০.০

তথ্যসূত্র : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৮ বাংলাদেশ

উপজেলা পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ, ২০০৯

লিঙ্গ	চেয়ারম্যান		মেম্বার	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নারী	২১	০.৪৭	১৩,৬৩৭	২৫.২৬
পুরুষ	৪,৪৭৭	৯৯.৫৩	৪০,৩৩৯	৭৪.৭৪
মোট	৪,৪৯৮	১০০.০	৫৩,৯৭৬	১০০.০

তথ্যসূত্র : নির্বাচন কমিশন ২০০৯ (স্থগিতকৃত নির্বাচন ২৭ উপজেলা)

নারীর বর্তমান অবস্থা

অবস্থা বলতে বস্তুগত উপাদান, যেমন– খাদ্য, পুষ্টি, পানীয় জল, আয়, ভোগ্যপণ্য এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ বোঝায়। আমাদের সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থা তথা তার জীবনের মান অনুন্নত। ফলে সে নাগরিক ও সামাজিক সুবিধাসমূহ গ্রহণ করতে পারে না। পুরুষের তুলনায় নারীর আয় কম, সম্পত্তিতে তার অধিকার সীমিত এবং সে অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগশোকে আক্রান্ত। আমাদের দেশে ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। দরিদ্র পরিবারে নারী আরও বেশি দরিদ্র। সেখানে যেটুকু সম্পদ অর্জিত হয় তার বেশিরভাগই ভোগ করে পুরুষ, যার ফলে সেখানে নারীর অবস্থা আরও খারাপ হয়। সমাজে নারীর অবস্থা উন্নত করতে হলে তাকে বস্তুগত উপাদানসমূহ ভোগ ও অর্জন করতে দিতে হবে। তাহলে তার জীবনের মান বৃদ্ধি পাবে।

সকল উন্নয়ন সত্ত্বেও পৃথিবীর ১০ জন দরিদ্রের ৬ জনই হচ্ছে নারী ও কন্যা শিশু, ১৬ ভাগের কম আইন প্রণেতা হচ্ছে নারী, দুই তৃতীয়াংশ শিশু যারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা হচ্ছে কন্যা শিশু। যুদ্ধের সময় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় চার দেয়ালের মধ্যে নারীরা এখনও পদ্ধতিগতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

নারীর বর্তমান অবস্থান

অবস্থান বলতে মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। মর্যাদার সঙ্গে সম্পদের ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও মতামত প্রদানের সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কিত। পরিবারে ও সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ব্যক্তির মর্যাদাকে নির্দেশ করে। সম্পদের উপর নারীর অধিকার থাকে না বলে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। পরিবারে ও সমাজে তাকে কখনও পিতা, কখনও স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয় এবং তাদের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয়। সামাজিক অনুশাসনসমূহ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এসব অনুশাসন নারীর সামাজিক অবস্থানকে দুর্বল করে। সামাজিক অনুষ্ঠান ও চলাচলের ক্ষেত্রেও নারীকে নিয়ন্ত্রিত করে এগুলো। যেমন- কোন কোন অনুষ্ঠানে কখন নারী যেতে পারবে, কখন যেতে পারবে না ইত্যাদি।

জেন্ডারের ধারণা

ইংরেজিতে নারী ও পুরুষ বলতে সেক্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যাকে জৈবিক লিঙ্গ বলা হয়। জেন্ডার শব্দের আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার নির্ধারিত হয় না। এটি সামাজিকভাবে সৃষ্ট। তাই একে সামাজিক লিঙ্গ বলা হয়। সমাজ নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে শেখায়। জেন্ডার সমাজ গঠনের কেন্দ্রীয় নীতি যা প্রতিনিয়ত উৎপাদন, প্রজনন, ভোগ, বণ্টন, সামাজিক অবস্থান ও সুযোগকে নিয়ন্ত্রণ করে। জেন্ডার নারী ও পুরুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অবস্থান ও বৈষম্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে। তাই জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

জেন্ডার কী ?

ইংরেজি জেন্ডার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সামাজিক লিঙ্গ। এই শব্দটি সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী পুরুষের সম্পর্কের ধারণা নিয়ে ব্যাখা করতে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার হলো সামাজিকভাবে সৃষ্ট ও নির্দিষ্ট যা নারী পুরুষের সম্পর্ককে দিক নির্দেশ করে। জেন্ডার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে নারী পুরুষের অবস্থান বোঝা সম্ভব হয়। জেন্ডার হলো লিঙ্গ বা সেক্সের সামাজিক গঠন এবং এর মাধ্যমে নারী পুরুষের অবস্থানের গুনগত ও পরস্পর নির্ভরশীল চরিত্র প্রকাশিত হয়।

জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য

সেক্স হলো নারী পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজন আর জেন্ডার হলো নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট পার্থক্য।

সেক্স বা জৈব লিঙ্গ	জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ
প্রাকৃতিকভাবে তৈরি/সৃষ্ট	সামাজিকভাবে তৈরি/সৃষ্ট
অপরিবর্তনশীল	পরিবর্তনশীল
জন্মগত	অর্জিত/আরোপিত
পার্থক্যমূলক	বৈষম্যমূলক
সর্বজনীন	দেশ, সমাজ, পরিবার ভেদে ভিন্ন

জেন্ডারের ভূমিকা ও জেন্ডার সম্পর্ক

জেন্ডারের ভূমিকা হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক সংজ্ঞা যা সমাজ সংস্কৃতি, শ্রেণী, বয়স এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ও পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। জেন্ডার ভূমিকা ও দায়িত্ব, খানা (Household)-এর কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সম্পদের অধিকার, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়, যেমন– সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জেন্ডার সম্পর্ক হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যার ভিত্তিতে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ পরিবারে ও সমাজে তাদের ভূমিকা, অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। সামাজিকভাবে নিরূপিত তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকার জন্য নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। সেজন্য তাদের জ্ঞান, উপলব্ধি এবং প্রয়োজনও আলাদা হয়ে পড়ে।

শোভা ও সুমন ভাইবোন। শোভার বয়স ৪ বছর। সে স্কুলে যায় না। সুমন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সুমন ফুটবল খেলতে পছন্দ করে। তাই তার বাবা তার জন্য একটি ফুটবল কিনে দেয়। শোভা সুমন যা করে তাই করতে চায়। সে সুমনকে অনুকরণ করে ও তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়। তাই সেও ফুটবল চায় কিন্তু তাকে তার বাবা খেলনা হাড়ি-পাতিল কিনে দেয়। সে খুব কান্নাকাটি করে কিন্তু তার মা তাকে বলে মেয়েদের ফুটবল খেলা ভালো নয়। কিছুদিন পর সুমনকে একটি সাইকেল কিনে দেয়া হয়। শোভা এবারও সাইকেল চায় কিন্তু তাকে কিনে দেয়া হয় পুতুল। শোভা শিশু হিসেবে তার ভাই যা করে তাই করতে চায় কিন্তু তার মা বাবা ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমাজ নির্ধারিত ধারণাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সামাজিক এসকল ধারণা কন্যা শিশুর জন্য বৈষম্যমূলক কিনা, এতে শোভার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা এবং ভবিষ্যতে পরিবারে ও সমাজে শোভার ভূমিকাকে প্রভাবিত করবে কিনা?

গ্রাম আদালত পরিচালনায় জেন্ডার কেন গুরুত্বপূর্ণ

- সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ আইনি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে বেশি। উপেক্ষিত হয় নারী। বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডারের ধারণা তাই গুরুত্বপূর্ণ।
- জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন;
- জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালত কার্যকর ও অর্থবহ হবে না; এবং
- গ্রাম আদালতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও নারীদের জন্য বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করতে জেন্ডার ধারণা অপরিহার্য;

নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা

নারীর আত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ও সক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। একজন মানুষ হিসেবে সমাজে আত্মমর্যাদা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা, সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনকেই ক্ষমতায়ন বলা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতিরেকে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়।

> জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগ মানুষকে উন্নয়ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।
> Helen Clark, Administrator, UNDP

নারীর প্রতি বৈষম্য ও সংঘটিত অপরাধ

নারীরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক এবং পৃথিবীর মোট শ্রম ঘন্টার প্রায় দুই তৃতীয়াংশে সম্পাদন করে। মজুরি পায় দশ ভাগের এক ভাগ এবং সম্পত্তির অধিকার পায় একশ ভাগের এক ভাগ।... জাতিসংঘ প্রতিবেদন

সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য নেই। অনুন্নত পরিবেশে নারী খাবার গ্রহণ থেকে সম্পত্তির অধিকার প্রতিটি বিষয়ে বঞ্চিত হয়। স্বচ্ছল পরিবারেও নারী নিগৃহীত, কারণ তার কাজকে অর্থমূল্যে বিবেচনা করা হয় না। কর্মজীবী নারীকে বৈষম্য থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত মনে করা হয়, যার বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। কারণ তার কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনেক বেশি। তাকে কর্মস্থলের কাজ শেষ করে ঘরের গৃহস্থালি ও সংসার গোছানো, স্বামী সন্তানের যত্ন ইত্যাদি করতে হয়, যা তার কাজের পরিমানকে আরো বাড়িয়ে দেয়। নারীর সকল অবদান সত্ত্বেও সম্পদে তার অধিকার অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। পরিবারে ও সমাজে নারীর এ অধস্তন, অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান নারীর প্রতি অপরাধ সংঘটনে উৎসাহিত করে। পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তারতম্যের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা পরিবর্তিত হয়। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে নারীর অবস্থানও জ্যামিতিক হারে অবনত হয়। এজন্য বলা হয় নারী ও শিশুরা দুরবস্থা ও দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যে সমাজে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা বেশি সে সমাজে নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধও বেশি এবং তুচ্ছ কারণে নারীকে প্রতিনিয়ত অমানবিকতার শিকার হতে হয়।

সমাজে নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধের ধরনসমূহ

১. পারিবারিক ও সামাজিক নিপীড়ন
২. শারীরিক সহিংসতা
৩. সম্ভ্রমহানি
৪. যৌন হয়রানি ইত্যাদি।

নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ ও গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালতে বিচার্য বিরোধসমূহের ধরন ও ধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধসমূহের বেশির ভাগই গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। নারীর প্রতি গুরুতর অপরাধের সূচনা হয় অনেক সময় মৌখিকভাবে লাঞ্ছিত করা। যেকোনো অপরাধই ছোট পর্যায়ে দমন করা গেলে তা গুরুতর অপরাধে

পর্যবসিত হয় না। নারীর প্রতি সংঘটিত গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ অনেক সময় থানা অথবা আদালতে যায়। প্রচলিত আদালতে নারীর সাক্ষ্য প্রদানের সময় প্রতিপক্ষের উকিলের জেরা ও প্রশ্নের ধরন আদালতে নারীকে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনুৎসাহিত করে। গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ আইনত নিষিদ্ধ। তাই নারীর জন্য এ ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা সেখানে নেই।

নাসরিন দু'সন্তানের জননী। গ্রামের এক প্রান্তে তাদের ছোট্ট বসতি। তার স্বামী বেলাল ইট ভাটায় কাজ করে। বাড়ির সামনে তাদের ৪ (চার) শতক ভিটি জমি আছে। উক্ত ভিটিতে নাসরিন এ বছর আলু চাষ করেছে। আলুক্ষেতে প্রতিবেশী সেলিমের গরু প্রবেশ করে ফসল নষ্ট করে। সেলিম অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। নাসরিন বাধা দিলে এ নিয়ে বাক বিতণ্ডা হয়। সেলিম ক্ষুব্ধ হয়ে নাসরিনকে মারধর করে ...

এ ধরনের ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে? নাসরিনের বিচার প্রাপ্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা কতটুকু? সমাজ ও বিচারিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে এ ঘটনা মূল্যায়ন করবে এবং কী ধরনের সাড়া দেবে? নাসরিনের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান কী?

নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১. পরিবারে নিগৃহীত হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রীতি নারীর বিচার প্রার্থনার বিষয়কে অনুৎসাহিত করে।

২. পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তার বিচার প্রার্থনার বিষয়টি পরিবারের সম্মানের জন্য স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নিগৃহীত হলে এটিকে সামাজিকভাবে স্বামীর অধিকার হিসেবেও দেখা হয়। বলা হয় স্ত্রীকে শাসনের অধিকার স্বামীর আছে।

৪. পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তাকে সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয় নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থান বিচার প্রাপ্তির সুযোগকে সঙ্কুচিত করে।

৬. সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে নারী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

৭. বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল নয়।

৮. এক বিচার প্রার্থনা পরিবারের মধ্যে অন্য ধরনের সমস্যা ও বঞ্চনার সূচনা করতে পারে।

৯. বিচার প্রার্থনার জন্য অপবাদ সৃষ্টি হতে পারে যা নারীকে বিচার প্রার্থনা থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা নারীর প্রতি ক্রমাগতভাবে অমানবিকতা বাড়িয়ে দেয় এবং এক পর্যায়ে তা চরম নিষ্ঠুরতা বা অপরাধে পর্যবসিত হতে পারে।

কেন গ্রাম আদালত নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচারের জন্য একটি আদর্শ ক্ষেত্র?

১. গ্রাম আদালতে নারী সহজে যেতে পারে;

২. গ্রাম আদালতে খরচ কম;

৩. বিচার প্রক্রিয়ায় সময় কম ব্যয় হয়;

৪. বিচারকগণ স্থানীয় ও পরিচিত;

৫. গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সহজ;

৬. প্রতিপক্ষ কর্তৃক গ্রাম আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান দুরূহ। কারণ স্থানীয়ভাবে ঘটনা সবাই অবগত হয়;

৭. গ্রাম আদালতে নারী তার পছন্দমতো নারী প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে;

৮. গ্রাম আদালতের বিচার নিষ্পত্তির মাধ্যমে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে ও পুনর্মিলন ঘটায়– যা নারীকে ভবিষ্যতে বিরোধ থেকে রক্ষা করে।

গ্রাম আদালতে নারী যে সকল বিরোধের প্রতিকার চাইতে পারে

১. নারীকে শারীরিক আঘাত
২. নারীর জানমালের ক্ষতিসাধন
৩. নারীর সম্পত্তিতে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ
৪. কলহ বা মারামারির প্রতিকার
৫. বৈধ কাজে অন্যায়ভাবে বাধা প্রদান
৬. অন্যায়ভাবে আটক রাখা
৭. শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান
৮. অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন
৯. শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ
১০. অস্থাবর সম্পত্তি চুরি
১১. অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ
১২. প্রতারণা
১৩. অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা এর অধিক ক্ষতিসাধন
১৪. দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্ট সাধন
১৫. যেকোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধন
১৬. গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধা দান বা জোরপূর্বক উদ্ধার
১৭. যখন দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ বা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয় তখন
১৮. কোনো চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়
১৯. কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা মূল্য আদায়
২০. স্থাবর সম্পত্তি এক বছরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধার
২১. কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়
২২. গবাদিপশু অনাধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়
২৩. কৃষি কাজের মজুরি আদায়

গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে

১. গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির পরিবেশ আছে কিনা? যেমন– গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে ইউপি নারী সদস্য এবং নারী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া হয় কিনা?
২. নারীর প্রতি অমানবিকতাকে কীভাবে দেখা হয়?
৩. নারীরা গ্রাম আদালতের বিষয় জানে কিনা?
৪. জেন্ডার বান্ধব হিসেবে নারীদের কাছে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা?
৫. না জানলে তাদের জানাতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?
৬. গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী সদস্যগণের জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর বিরুদ্ধে অমানবিকতা রোধের বিষয়ে ধারণা আছে কিনা?
৭. সংঘটিত অপরাধ গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত কিনা?

নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি?

- পরিবারে ও সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসামান্য অবদান;
- নারীর প্রতি অমানবিকতার ফলে পরিবারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে;
- নারী নির্যাতন সন্তানদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মারাত্মক অন্তরায়;
- নারীর প্রতি অমানবিকতার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ফলাফল অনেক ভয়াবহ;
- নারীর প্রতি অমানবিকতা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার ফলে শিক্ষার হার কমে যায়;
- পরিবারে নারীর দুর্বল অবস্থান দেখে সামাজিক পর্যায়ে নারীকে একইভাবে বিবেচনা করা হয়, যার ফলে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অমানবিকতা বেড়ে যায়;
- অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারীদের প্রতি সংঘটিত অমানবিকতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ না করা হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়;
- সামাজিক ন্যায্যতা সৃষ্টির জন্য;
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য; এবং
- নারীর প্রতি অবিচার প্রতিরোধে আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, সিডওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জাতীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

মূল বিষয়সমূহ

১. ভৌগোলিক অবস্থান, দল, মত, বর্ণ, শ্রেণী বা ধর্ম নির্বিশেষে আইন দ্বারা স্বীকৃত কোনো ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কোন কাজ করা, কথা বলা, কোথাও গমন করা, কোন সুযোগ গ্রহণ করা বা কোনো ন্যায্য দাবি করাকে অধিকার বলে ।

২. মানবাধিকার হলো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এমন আচরণ বা কাজের বিরুদ্ধে সার্বজনীন আইনি সুরক্ষা ।

৩. মানবাধিকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

৪. মানবাধিকারের কিছু উদাহরণ–

(ক) জীবনের অধিকার

(খ) নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক শাস্তি থেকে মুক্তি

(গ) স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার ও আটকাবস্থা থেকে মুক্তি

(ঘ) ন্যায্য বিচার পাবার অধিকার

(ঙ) বৈষম্য থেকে মুক্তি

(চ) আইনগত সমান নিরাপত্তা পাবার অধিকার

(ছ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসস্থান ও যোগাযোগের ওপর স্বেচ্ছাচারী অনধিকার চর্চা থেকে মুক্তি;

(জ) সংগঠন, মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও আন্দোলনের স্বাধীনতা;

(ঝ) আশ্রয় গ্রহণ এবং আশ্রয়ে অবস্থানের অধিকার;

(ঞ) জাতীয়তার অধিকার;

(ট) চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা;

(ঠ) ভোট প্রদান ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার;

(ড) উপযুক্ত কর্ম লাভের অধিকার;

(ঢ) প্রয়োজনীয় খাবার, আশ্রয়, পোশাক এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;

(ণ) স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার;

(ত) শিক্ষার অধিকার;

(থ) সম্পদের অধিকার;

(দ) সাংস্কৃতিক আচরণের অধিকার এবং

(ধ) উন্নয়নের অধিকার ।

৫. গ্রাম আদালত আইন দ্বারা গঠিত । এর লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয়ভাবে মানবাধিকার রক্ষা তথা মানুষকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা ।

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে মানবাধিকারের বিষয়সমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে ।

৭. মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয় :

(ক) প্রতিদিনের কাজে মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে;

(খ) মানবাধিকার চর্চা করতে হবে, যাতে তা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়;

(গ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে;

(ঘ) মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় সেজন্য স্থানীয়ভাবে জনমত ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;

(ঙ) এ ধরনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয় তাহলে তার যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে হবে;

(ছ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বা এর খবরকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়;

(জ) 'মানবাধিকার রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'-এ শ্লোগানের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে এবং গ্রাম আদালতসহ ইউপির দৈনন্দিন কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং শ্লোগানটি দর্শনীয় স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে;

(ঝ) এ প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইউপি'র বিভিন্ন সভা ও স্থানীয়ভাবে আলোচনা করতে হবে ।

৮. একজন মানুষের আইনত যে সকল অধিকার রয়েছে মানুষ হিসেবে নারীর সেসব অধিকারই রয়েছে । তাছাড়া নারী হিসেবে তার রয়েছে কিছু বিশেষ অধিকার ।

৯. নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে জেন্ডার নির্ধারিত হয় না । এটি সামাজিকভাবে সৃষ্ট । তাই একে সামাজিক লিঙ্গ বলা হয় । নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ব্যাখ্যা হল জেন্ডার ।

১০. নারীর আত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং সক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন ।

১১. সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজমান ।

১২. নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থান তার বিচার প্রাপ্তির সুযোগকে সংকুচিত করে ।

১৩. বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নারীর প্রতি সংবেদী নয় ।

১৪. গ্রাম আদালত নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচারের জন্য একটি আদর্শ ক্ষেত্র হতে পারে ।

১৫. গ্রাম আদালতে নারী আঘাত, ক্ষতিপূরণ, শ্লীলতাহানিসহ অনেক বিষয়ের প্রতিকার পেতে পারে ।

গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে

১. গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির পরিবেশ আছে কিনা? যেমন– গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে ইউপি নারী সদস্য এবং গণ্যমান্য নারীগণকে মনোনয়ন দেয়া হয় কিনা?

২. নারীর প্রতি অমানবিকতাকে কীভাবে দেখা হয়?

৩. নারীরা গ্রাম আদালতের বিষয় জানে কিনা? না জানলে তাদের জানাতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?

৪. জেন্ডার বান্ধব হিসেবে নারীদের কাছে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা?

৫. গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী সদস্যগণের জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর বিরুদ্ধে অমানবিকতা রোধের ধারণা আছে কিনা?

৬. সংঘটিত অপরাধ গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত কিনা?

৭. পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থে নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি।

নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি?

- পরিবারে ও সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসামান্য অবদান;
- নারীর প্রতি অমানবিকতার ফলে পরিবারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে;
- নারী নির্যাতন সন্তানদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মারাত্মক অন্তরায়;
- নারীর প্রতি অমানবিকতার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ফলাফল অনেক ভয়াবহ;
- নারীর প্রতি অমানবিকতা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যার ফলে শিক্ষার হার কমে যায়;
- পুরুষ পরিবারে নারীর দুর্বল অবস্থান দেখে সামাজিক পর্যায়ে নারীকে একইভাবে বিবেচনা করে যার ফলে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অমানবিকতার বেড়ে যায় তাই পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য;
- অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারীদের প্রতি সংঘটিত অমানবিকতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ না করা হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়;
- সামাজিক ন্যায্যতা সৃষ্টির জন্য;
- ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য; এবং
- নারীর প্রতি অবিচার প্রতিরোধে আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, সিডও সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জাতীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ সহায়িকা- ১

ছবি ও চিত্র ১-৬

১

২

৩

৪

৫

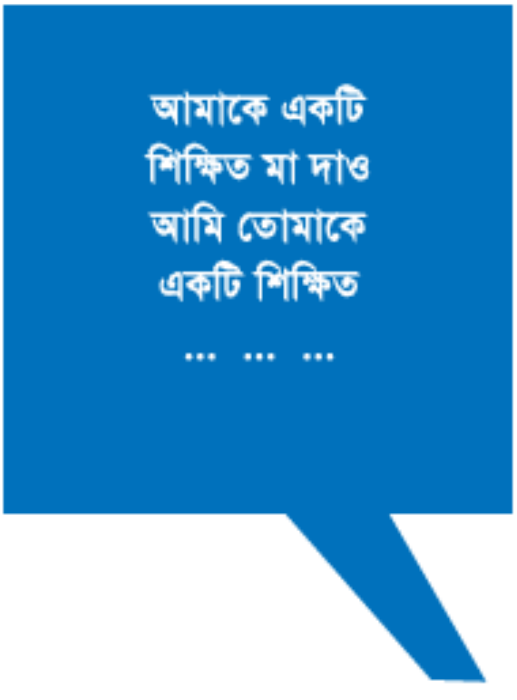

৬

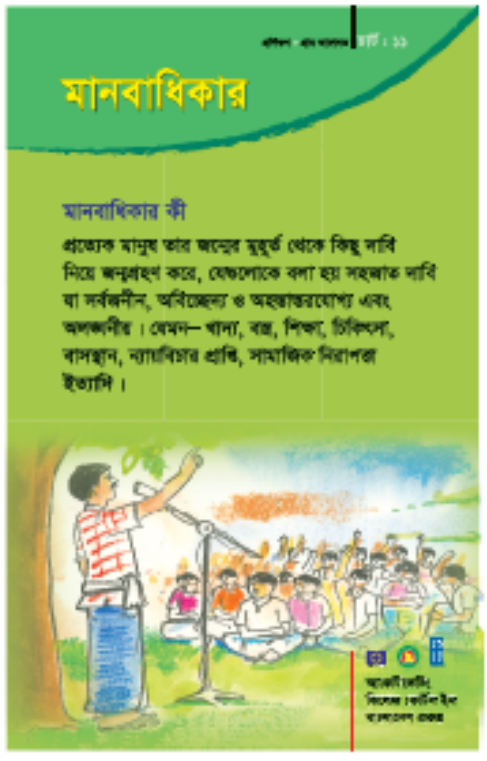
মানবাধিকার
মানবাধিকার কী
প্রত্যেক মানুষ তার জন্মের মুহূর্ত থেকে কিছু দাবি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যেগুলোকে বলা হয় সহজাত দাবি যা সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয়। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

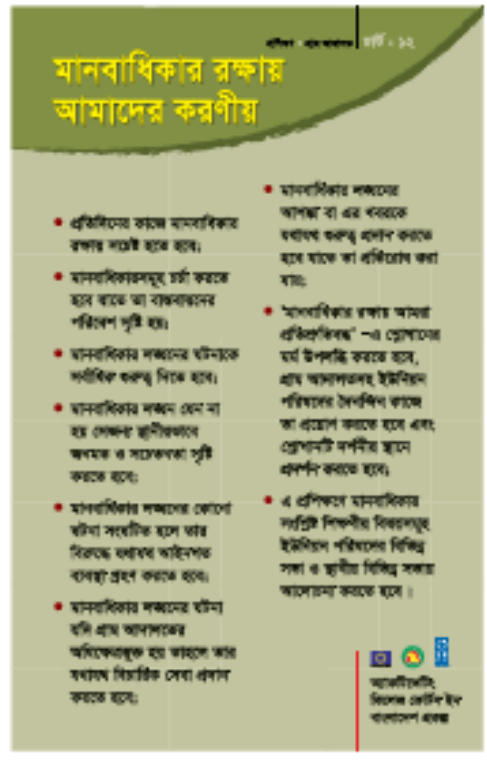
মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের করণীয়
• প্রতিটিমেয়ে কাজে মানবাধিকার রক্ষার শপথ হাতে হবে।
• মানবাধিকারসমূহ চর্চা করতে হবে যাতে তা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
• মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে গতীরিক গুরুত্ব দিতে হবে।
• মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় সেজন্য স্থানীয়ভাবে জনমত ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
• মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
• মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যদি গ্রাম আদালতের অভিক্ষেত্রভুক্ত হয় তাহলে তার যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করতে হবে;
• মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বা এর ঝুঁকিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়;
• 'মানবাধিকার রক্ষায় আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' —এ স্লোগানের ব্যাপক প্রচার করতে হবে, গ্রাম আদালতসহ ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং স্লোগানটি বর্ণনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;
• এ প্রেক্ষিতে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভা ও স্থানীয় বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে হবে।

জেন্ডার কী? জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য
জেন্ডার কী?
ইংরেজি জেন্ডার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সামাজিক লিঙ্গ। এটি সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা 'নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণা' ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্টি ও নির্ধারিত নারী-পুরুষের সম্পর্কতে নির্দেশ করে। জেন্ডার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান বোঝা সম্ভব হয়। জেন্ডার হলো লিঙ্গ বা সেক্সের সামাজিক গঠন যা নারী-পুরুষের অবস্থানের ধরণের ও পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।
জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য
সেক্স হলো নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজন আর জেন্ডার হলো নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে সৃষ্ট পার্থক্য।

গ্রাম আদালত পরিচালনায়
জেন্ডার ধারণা কেন গুরুত্বপূর্ণ
আমাদের সমাজে জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। সুতরাং ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।
সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ আইনি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে বেশি। উপেক্ষিত হয় নারী। বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডার ধারণা তাই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রাচীন সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্যায়, অবিচার ও অপরাধ নারীর প্রতি সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই জেন্ডারের সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া গ্রাম আদালত কার্যকর ও অর্থবহ হবে না।
গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীদের জন্য বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করতে জেন্ডার ধারণা ও এর সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য।
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সমাজে নারী-পুরুষের
অবস্থা ও অবস্থান
অবস্থা (Condition)
অবস্থান (Position)
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সমাজে নারী-পুরুষের
অবস্থা ও অবস্থান
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

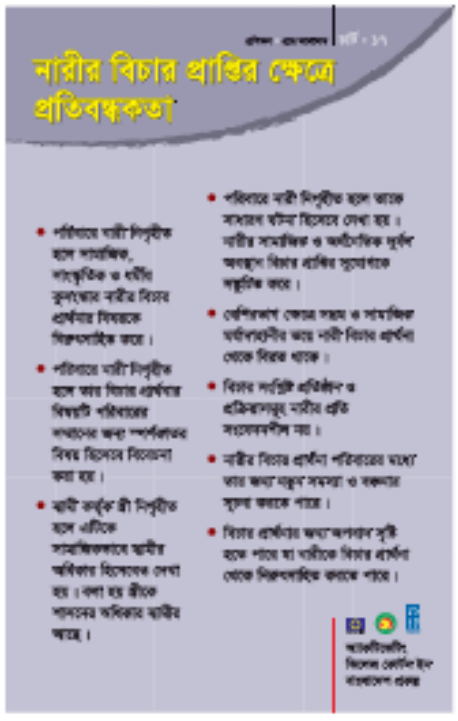
নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা
• পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার নারীর বিচার প্রার্থনার বিষয়কে নিরুৎসাহিত করে।
• পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তার বিচার প্রার্থনার বিষয়টি পরিবারের সম্মানের জন্য স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
• স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নিগৃহীত হলে এটিকে সামাজিকভাবে স্বামীর স্বাধীকার হিসেবেও দেখা হয়। বলা হয় স্ত্রীকে শাসনের অধিকার স্বামীর আছে।
• পরিবারে নারী নিগৃহীত হলে তাকে সম্মানহানি হিসেবে দেখা হয়। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থান বিচার প্রার্থির সুযোগকে সংকুচিত করে।
• বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজ ও সামাজিক মর্যাদাবানীরা তাকে নারী বিচার প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে।
• বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল নয়।
• নারীর বিচার প্রার্থনা পরিবারের মধ্যে তার জন্য নতুন সমস্যা ও বঞ্চনার সৃষ্টি করতে পারে।
• বিচার প্রার্থনার জন্য অপরাধ সৃষ্টি হতে পারে যা নারীকে বিচার প্রার্থনা থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।
অ্যাকটিভেটিং, ডিসেন্স কোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেচনাসমূহ
• গ্রাম আদালতে নারীর বিচার প্রাপ্তির পরিবেশ আছে কিনা।
• গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য এবং এলাকার নারীদের মতামতকে দেওয়া হচ্ছে কিনা।
• নারীর প্রতি অমানবিকতাকে কীভাবে দেখা হয়?
• নারীগণ গ্রাম আদালতের বিষয়টি জানেন কিনা।
• যে আবেদন আসার আগামে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?
• জেলেজ-সাজন হিসেবে নারীদের কাছে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা।
• গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের জেন্ডার বৈষম্য, নারীর অবমাননা ও নারীর বিরুদ্ধে অমানবিকতা রোধের গুরুত্ব বিষয়ে ধারণা আছে কিনা?
• নারীর প্রতি সংবেদীল বিচার আচরণে গ্রাম আদালতের একটিভাবমূক কিনা?
অ্যাকটিভেটিং, ডিসেন্স কোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

নারীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা কেন জরুরি
• পরিবারে ও সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান অসামান্য
• নারীর প্রতি অমানবিকতার ফলে পরিবারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়
• নারী নির্যাতন সন্তানদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর
• নারীর প্রতি অমানবিকতার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ফলাফল ভয়াবহ
• নারীর প্রতি অমানবিকতা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যার ফলে শিক্ষার হার কমে যায়
• নারীর প্রতি সংঘটিত পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য
• নারীর প্রতি সংঘটিত অমানবিকতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ না করা হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়
• সামাজিক ন্যায্যতা সৃষ্টি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য
• নারীর প্রতি অমানবিকতা প্রতিরোধে আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ও সিডও সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
অ্যাকটিভেটিং, ডিসেন্স কোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে নারীর জন্য প্রতিবিধান

গ্রাম আদালতে নারী যে সকল বিরোধের প্রতিকার চাইতে পারে

- কেউ আঘাত করলে, অন্যায়ভাবে আটক ও বাধাগ্রস্ত করলে
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করলে
- শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করলে
- প্রতারণা ও অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করলে
- শ্লীলতাহানীর উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা এ ধরনের কোনো কাজ করলে
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, চুরি ও অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরুপ করলে
- অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা তার অধিক ক্ষতিসাধন করলে
- দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধন করলে
- যেকোনো মূল্যের গবাদিপশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধনের ঘটনা ঘটলে
- গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধাদান বা জোরপূর্বক উদ্ধারের ঘটনা ঘটলে
- কোনো চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটলে
- কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা মূল্য আদায়ের ঘটনা ঘটলে
- স্থাবর সম্পত্তি এক বৎসরের মধ্যে দখল পুনরুদ্ধারের ঘটনা ঘটলে

দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ বা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/অর্থ/স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হতে হবে

অ্যাকটিভেটিং রিসেন্ড কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে নারীর বিচারের সুযোগ সৃষ্টিতে করণীয়

- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গ্রাম আদালতে নারীদের বিচারিক সেবা প্রদানের জন্য নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা
- জেন্ডার, নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা সৃষ্টি করা
- সংশ্লিষ্ট সকল কাজে জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপসহীন নীতি অবলম্বন করা
- গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ইউনিয়ন পরিষদের নারী নির্যাতন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় রাখা
- নারী নির্যাতন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে নারীর প্রতি সংঘটিত ছোট ছোট নির্যাতন, যেমন- মারধর, যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়সমূহ যেন গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য আসে
- গ্রাম আদালতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য ও স্থানীয় নারীদের নিয়মিত বিচারক প্যানেলে মনোনয়ন দেওয়া
- নারী নির্যাতনের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে বিচার্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধসমূহের বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা

অ্যাকটিভেটিং রিসেন্ড কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ৪

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের গুণাবলি

সহ বিষয়সমূহ

- মূল্যবোধ কী
- বিচারিক মূল্যবোধ
- বিচারকদের আচরণবিধি
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের গুণাবলি
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সুবিচার প্রাপ্তিতে বিচারকদের দায়িত্ব
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের গুণাবলি সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- মূল্যবোধ এবং আচরণবিধি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বিচারিক মূল্যবোধ এবং বিচারকদের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের গুণাবলি সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করবেন

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, ছোট দলে আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, মস্তিষ্ক ঝড়, বাজ দল

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার প্রদর্শন,

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১৫ মি.	- মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা - মূল্যবোধের সংজ্ঞা - মূল্যবোধের উদাহরণ	মূল্যবোধ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি। মূল্যবোধ কী তা বলতে পারবেন। উদাহরণ দিয়ে মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	প্যাড, কলম ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	দলীয় কাজ, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	**ধাপ-১** প্রশিক্ষণার্থীদের দু'টি দলে ভাগ হয়ে দু'টি পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলুন। একটি পরিবেশ হচ্ছে চায়ের স্টল এবং অন্যটি হচ্ছে গ্রাম আদালত। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকারী দলকে ১ম ও ২য় হিসেবে নির্বাচিত করা হবে বলে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহিত করুন। পরিবেশ তৈরি শেষ হলে দু'টি পরিবেশের মধ্যে পার্থক্যসমূহ আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে প্রশিক্ষণার্থীদের উপনীত হতে সাহায্য করুন এবং বলুন যে, আইন ও বিধি ছাড়াও মানুষ অনেক নিয়ম ও মূল্যবোধ মেনে চলে। অংশগ্রহণকারীদের মূল্যবোধ ও আচরণবিধি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে মূল্যবোধ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে ধারণা পরিষ্কার করুন। এবার ফ্লিপ চার্ট- ২২ (পৃ: ৭২) বা পিপিটি প্রদর্শন করে সেশনের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন।
১৫ মি.	গ্রাম আদালতের বিচারকদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ	- গ্রাম আদালতের বিচারকদের জন্য মূল্যবোধ সমূহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন। -শিখন অগ্রগতি যাচাই	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড প্রশ্নমালা লাল কলম	ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, অংশগ্রহণ মূলক অগ্রগতি যাচাই	**ধাপ-২ (১০ মি.)** এ পর্যায়ে বিচার কাজের সাথে কী কী মূল্যবোধ জড়িত আছে তা বোঝানোর জন্য ফ্লিপ চার্ট - ২৩ (পৃ: ৭২) বা পিপিটি প্রদর্শন করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন। উপস্থাপনা শেষের পর এভাবে আলোচনা শুরু করুন যে, আমরা যা আলোচনা করলাম গ্রাম আদালতের বিচারকগণ তা প্রতিপালন করেন কিনা? সমাজে গ্রাম আদালতের বিচারকদের 'অবস্থান' সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। বলুন, দু'ধরনের বিচারক আছেন– যারা মূল্যবোধ মেনে চলেন আর যারা মেনে চলেন না। প্রশ্ন করুন, আমরা কাকে অনুসরণ করব? সম্ভাব্য উত্তর হবে, আমরা ভালোদের অনুসরণ করব। **ধাপ-৩ (৫ মি.)** অতঃপর গ্রাম আদালতের বিচারকদের জন্য মূল্যবোধ সম্পর্কিত পূর্বেই তৈরি করা একটি প্রশ্নমালা (যাতে টিক মার্কের ১০টি প্রশ্ন থাকবে) অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রদান করে তা পূরণ করতে দিন। তারপর তাদের লাল কলম সরবরাহ করুন ও সঠিক উত্তরসমূহ বলে দিন ও তাদের উত্তরপত্র সংশোধন করতে বলুন এবং নিজেদের নম্বর দিতে বলুন। তারপর উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	সারসংক্ষেপ ও ধন্যবাদ	অধিবেশনের মূল বিষয়াবলি সংক্ষেপে তুলে ধরা	অধিবেশনের মূল বিষয়াবলি পোস্টার কাগজ ও মার্কার	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, দলীয় কাজ	**ধাপ-৪ (৩ মি.)** এ পর্যায়ে অধিবেশনের মূল বিষয়াবলি সংক্ষেপে তুলে ধরুন। **ধাপ-৫ (৭ মি.)** অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করে 'গ্রাম আদালতে আমরা কী কী মূল্যবোধ মানব, কেন মানব' এর উপর দলীয় কাজ দিয়ে তা পোস্টারে লিখে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দিতে বলুন। সেরা দলের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করুন।
০৫ মি.	গ্রাম আদালতের বিচারকদের ওপর জনগণের প্রত্যাশা বিষয়ে বাড়ির কাজ	অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালতের বিচারকদের ওপর জনগণের প্রত্যাশা জানানো	পোস্টার কাগজ ও মার্কার	হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট দলীয় উপস্থাপনা	অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করে পূর্ব নির্ধারিত বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রেরণ করে হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট পদ্ধতিতে গ্রাম আদালতের বিচারকদের মূল্যবোধ ও আচরণ বিধি সম্পর্কে স্থানীয় জনগনের ধারণা ও প্রত্যাশার একটি তালিকা তৈরি করে তা পোস্টার পেপারে লিখে পরদিন দেয়ালে লাগাতে ও উপস্থাপন করতে বলুন। যে দলের তালিকা বড় ও যথার্থ হবে তাদের পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করুন। হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট পদ্ধতির নিয়ম বলে দিন। তারপর তাদের কাছ থেকে শুনে নিন। **সতর্কতা :** (১) সাধারণ অধিবেশনের সময়ের বাইরে এ কাজ পরিচালনা করতে হবে, যাতে অধিবেশনের সময় নষ্ট না হয়। (২) অংশগ্রহণকারীদের পরিচিত এলাকায় তাদের পাঠানো উচিত নয়। তাই সহায়ক গ্রাম বা এলাকার নাম দলসমূহের জন্য নির্ধারণ করবেন (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আশপাশের এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে তালিকা তৈরি করতে বলুন। কারণ, শহরেও গ্রামের লোক পাওয়া যায়)।

অধিবেশন বিষয়াবলি

মূল্যবোধ কী?

মূল্যবোধ হচ্ছে সত্যবোধ– আবুল ফজল

মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের দর্শন, বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ড যার আলোকে ব্যক্তি ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য বিচার করে। অন্য কথায় বলা যায়, মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস যা আমাদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করে এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রা প্রণালীকে প্রভাবিত করে। মানুষের/ব্যক্তির মূল্যবোধ তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

মূল্যবোধের কিছু উদাহরণ

ইতিবাচক মূল্যবোধ

জীবন দর্শন, ভালোবাসা, গণতান্ত্রিক চেতনা, সংবেদনশীলতা, অংশগ্রহণের প্রতি বিশ্বাস, পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সততা, বিজ্ঞানমনস্কতা, একতা, ভাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব।

গ্রাম আদালতে বিচারকগণের জন্য মূল্যবোধ বা আচরণবিধি কেন জরুরি?

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য বিচারকগণ স্থানীয় অধিবাসী বিধায় তাদের ওপর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব থাকতে পারে এবং তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ হতে পারেন। কিন্তু গ্রাম আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের কিছু নিয়ম মেনে চলা বা মূল্যবোধ চর্চা করা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। এ মূল্যবোধ ও আচরণবিধি আইন বা বিধি দ্বারা স্বীকৃত না হলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম আদালতের নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী বিচারকদের কাছে তা প্রত্যাশা করে।

গ্রাম আদালতের বিচারকদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ বা আচরণবিধিসমূহ :

১. বিচারক আদালতের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখবেন।

২. চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিচারক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।

৩. সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে বিচারক নির্ভীকভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন।

৪. বিচারকের পেশা বা কাজ বিচারকাজের নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৫. বিচারকাজে বিচারককে ব্যক্তি স্বার্থ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারককে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অন্যের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

আলোচনা

১. বিচারক আদালতের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখবেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের পবিত্রতা ও স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিচার বিভাগ ও আদালতকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বিচারক কোনো প্রকার প্রভাবের বশবর্তী না হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাই একজন বিচারককে বিচার বিভাগের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হলেন ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ ইউপি সদস্য ও স্থানীয় নাগরিক। তাঁরা যখন গ্রাম আদালতে বিচারকের আসনে বসবেন তখন তাঁরা আদালতকে একটি পবিত্র

স্থান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এর পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। সবসময় তাঁদের এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, বিচার বিভাগ তথা গ্রাম আদালত গ্রামীণ মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এবং তাঁরা যেন ব্যক্তিগত কারণে এর স্বাধীনতা ও পবিত্রতা নষ্ট না করেন। কোনো ব্যক্তি যখন আদালতে বসেন তখন তিনি আর সাধারণ মানুষ থাকেন না। আদালতের সত্তার সাথে তিনি একিভূত হয়ে যান। তাই ব্যক্তি বিচারক নিজেও আদালতের স্বাধীনতা ও পবিত্রতা রক্ষায় দায়বদ্ধ হয়ে যান ।

২. চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিচারক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।

এর দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমত : এটি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ তাঁরা ইউপি'র দায়িত্ব পালনকালে গ্রাম আদালতের বিচারকের কাজ করে থাকেন। সুতরাং তাঁদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কর্তব্য। তাঁরা কোনো কাজ বা পেশায় নিয়োজিত হবেন না– যাতে তাঁদের গ্রাম আদালতের বিচারক হিসেবে মনোনীত করতে বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষ বিব্রতবোধ করেন। অন্যদিকে গ্রাম আদালতে স্থানীয় গণ্যমান্য সদস্য মনোনয়নের সময় ইউপি চেয়ারম্যান খতিয়ে দেখবেন– যাতে তাঁরা কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা কাজের সাথে জড়িত না থাকেন। এতে গ্রাম আদালতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে। একই সাথে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় একটি সৎ ও দক্ষ বিচারক প্যানেলের সৃষ্টি হবে।

৩. সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে বিচারক নির্ভীকভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন।

বিচার ও সততা একে অন্যের পরিপূরক। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা না থাকে তাহলে তিনি বিচারক হতে পারবেন না । এ বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করা যায়। যেমন : মানুষের মনে যেন এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, জনৈক ব্যক্তি বিচার কাজে তাঁর সততা বজায় রাখেন। সততা ছাড়া বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। বিচারক কোনো ব্যক্তি বিশেষের ঘনিষ্ট হতে পারেন। কিন্তু তিনি যেন বিচার কাজ পরিচালনার সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য বিচারক সততা ও নিষ্ঠা সহকারে নিরপেক্ষতার সাথে বিচার কাজ পরিচালনা করবেন। বিচার কাজে মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে রাগ বা অনুরাগ ত্যাগ করে নির্ভীকভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে। বিচার কাজে পক্ষপাতিত্ব ও সততার অভাবে দু'ধরনের নেতিবাচক ফলাফল দেখা দিতে পারে। প্রথমত : এর মাধ্যমে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অধিকতর গুরুতর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত : এর মাধ্যমে গ্রাম আদালতসহ বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের অনাস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে– যার শিকার বিচারক নিজেও হতে পারেন। সুচারুভাবে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য বিচারককে গ্রাম আদালতের আইন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ঘটনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। দক্ষতার সাথে বিচার কাজ পরিচালনা না করা হলে বিচার কাজে ভুলের জন্য জনমনে বিচারক ও আদালত সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। বিচারককে নির্ভীক হতে হবে। কারণ অনেক সময়ে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হতে পারে যে, সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালী বা পেশি শক্তির অধিকারী হতে পারে। বিচারক যদি সাহসের সাথে বিচার কাজ পরিচালনা করতে না পারেন তাহলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং বিচারক ও বিচার কাজ প্রহসনে পরিণত হবে। ফলে বিচারক ও বিচার কাজের প্রতি মানুষের কোনো আস্থা থাকবে না।

৪. বিচারকের পেশা বা কাজ বিচারকাজের নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

গ্রাম আদালতের বিচারকগণ যেহেতু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই নির্বাচনের কারণে তাঁদের একটি পক্ষ ও একটি প্রতিপক্ষ থাকে। এছাড়া তাঁরা যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দা সেহেতু তাঁদের ঘনিষ্ঠজন থাকা স্বাভাবিক। তাই গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের বিচার পরিচালনার সময় যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের নিরপেক্ষতার নজির আছে। তাই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এ সংস্কৃতি সকলকে বজায় রাখতে হবে– যাতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাম আদালতের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা যায়। গ্রাম আদালতের বিচারক যেকোনো পেশা গ্রহণ করতে পারবেন– যা আইন বা সামাজিকভাবে বৈধ। বিচার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এমন কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে– যার বিষয়ে সমাজে নেতীবাচক ধারণা রয়েছে এবং সমাজে যাকে অসম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। এমন কিছু পেশা বা কাজ আছে– যা বিচারকের সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের পেশা বা কাজ গ্রহণের সময় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন, ব্যবসা পরিচালনার সময় পণ্যের গুণগত মান ঠিক রাখা, নকল পণ্য বিক্রি না করা, ওজনে কম না দেয়া এবং মজুতদারি থেকে বিরত থাকা। যতই লাভজনক হোক না কেন অনুমোদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় না করা। যেসব পেশার প্রতি মানুষের বিরূপ ধারণা রয়েছে সেগুলো পরিহার করা। যেমন, বাজারে গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করা।

৫. বিচারকাজে বিচারককে ব্যক্তি স্বার্থ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

বর্তমানে রাজনীতি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা স্বত্তেও অনেক ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিরপেক্ষতার সুনাম রয়েছে। বিচার কাজে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিচারককে কলুষিত করে। তাই সংশ্লিষ্ট বিচারকদের বিচার কাজে নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনসহ বাইরের রাজনৈতিক প্রভাবকে উপেক্ষা করতে হবে। বিচারক নিজের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা স্বত্তেও যদি তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করেন তাহলে নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে– যা জনমনে গ্রাম আদালত সম্পর্কে আস্থার সৃষ্টি করবে। যদি গ্রাম আদালতের বিচারকগণ স্থানীয়ভাবে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন যে, গ্রাম আদালত নিরপেক্ষ তাহলে বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ কমবে এবং এক পর্যায়ে তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে।

৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারককে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অন্যের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

গ্রাম আদালত একটি গণতান্ত্রিক ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত, অসহায় এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও নারীদের জন্য বিচারিক সেবা নিশ্চিতকরণ এ আদালতের প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রামীণ জনপদের হাজার বছরের ঐতিহ্য সালিশি প্রক্রিয়ার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হলো গ্রাম আদালত। সেজন্য গ্রাম আদালতে একক বিচারকের পরিবর্তে ৫ জন বিচারকের প্যানেল গঠনের বিধান করা হয়েছে– যাতে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে আদালতের চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা একটি অপরিহার্য বিষয়। গ্রাম আদালতের বিচারকদের প্রথমত চেষ্টা করতে হবে যাতে সকলে মিলে একটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা যায়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধটির স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। যদি কোনো সদস্য বা পক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন তাহলে তাঁর বা তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। গ্রাম আদালত পরিচালনায় তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। তা নাহলে আদালতে ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

মূল বিষয়সমূহ

- কোনো কাজ বা দায়িত্ব পালনের সময় যে নিয়ম, নীতি বা রীতি মেনে চললে কাজের মান ও সৌন্দর্য বজায় থাকে তাকে মূল্যবোধ বলে। কিছু মূল্যবোধের সমষ্টি হচ্ছে আচরণবিধি।
- কোন আইনি বিধান বা নির্দেশ ছাড়াই মানুষ নিজেদের স্বার্থেই সাধারণত পরিবারে ও সমাজে কিছু মূল্যবোধ মেনে চলে ও অন্যের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করে।
- যে সমাজের মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ কম সে সমাজে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা বেশি– যা সব মানুষকেই কষ্ট দেয়।
- গ্রাম আদালতের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রাম আদালতের নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য মূল্যবোধ বা আচরণ বিধি গুরুত্বপূর্ণ।
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ বা আচরণ বিধিসমূহ :
  - ক. বিচারক বিচার বিভাগের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত করবেন।
  - খ. জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারক স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন এবং অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টিকারীর কাজ বর্জন করবেন।
  - গ. বিচারক সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে নির্ভীকভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করবেন।
  - ঘ. বিচারকের পেশা বা কাজ বিচার কাজের নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
  - ঙ. বিচারককে বিচার কাজে রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পৃক্ততা থেকে বিরত থাকতে হবে।
  - চ. বিচারককে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অন্য বিচারকদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

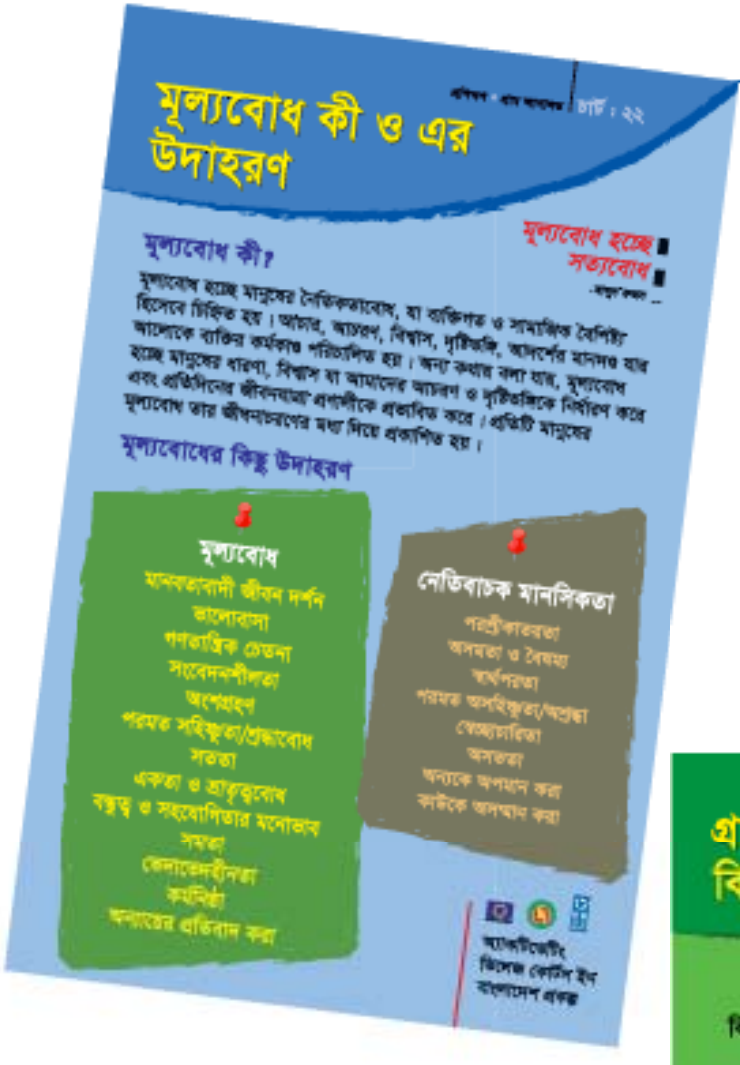
মূল্যবোধ কী ও এর উদাহরণ
চার্ট : ২২
মূল্যবোধ কী?
মূল্যবোধ হচ্ছে সত্যবোধ
মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের নৈতিকতাবোধ, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। আচার, আচরণ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শের মানদণ্ড যার আলোকে ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ধারণা, বিশ্বাস বা আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করে এবং প্রতিটি দেশের জীবনযাত্রা প্রণালীকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি মানুষের মূল্যবোধ তার জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।
মূল্যবোধের কিছু উদাহরণ
মূল্যবোধ
মানবতাবাদী জীবন দর্শন
ভালোবাসা
গণতান্ত্রিক চেতনা
সংবেদনশীলতা
অংশগ্রহণ
পরমত সহিষ্ণুতা/শ্রদ্ধাবোধ
সততা
একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ
বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব
সমতা
দেশপ্রেমিকতা
কর্তব্যনিষ্ঠা
অন্যায়ের প্রতিবাদ করা
নেতিবাচক মানসিকতা
পরশ্রীকাতরতা
অসততা ও বৈষম্য
স্বার্থপরতা
পরমত অসহিষ্ণুতা/অশ্রদ্ধা
বেপরোয়াভাব
অসততা
অন্যকে অপমান করা
নিজেকে অপমান করা
অ্যাকটিভেট্রিং সিনেজ কোর্টিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

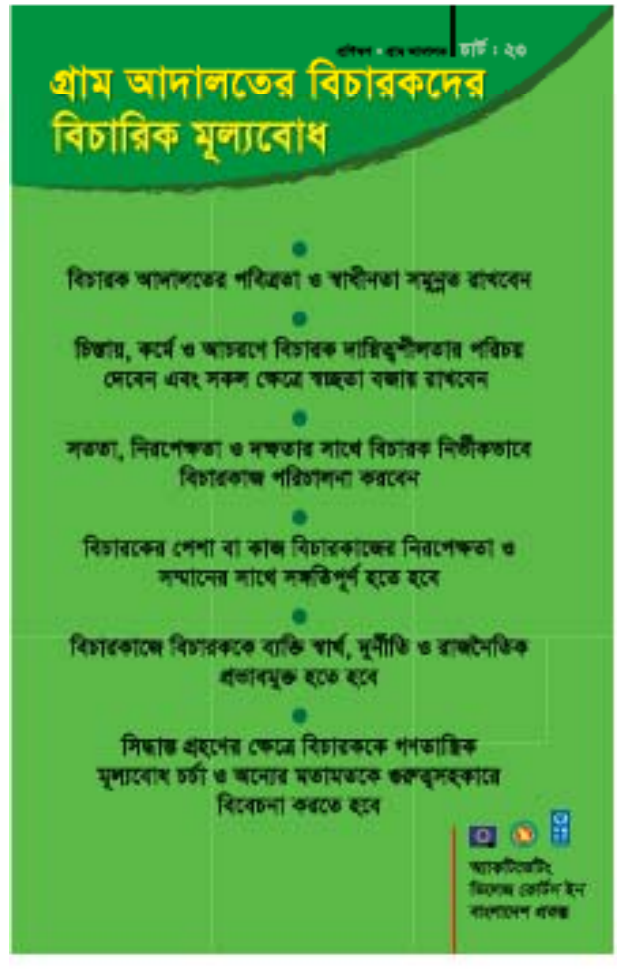
চার্ট : ২৩
গ্রাম আদালতের বিচারকদের বিচারিক মূল্যবোধ
বিচারক আদালতের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখবেন
চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিচারক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন
সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে বিচারক নিষ্ঠাসহকারে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন
বিচারকের পেশা বা কাজ বিচারকাজের নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে
বিচারকাজে বিচারককে ব্যক্তি স্বার্থ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারককে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অন্যের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে
অ্যাকটিভেট্রিং সিনেজ কোর্টিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

ম ডি উ ল ২

গ্রাম আদালত আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ : সংজ্ঞা, আবেদন গ্রহণ, আবেদনের শর্তাবলি, আবেদন যাচাই ও বিচারিক এখতিয়ার

গ্রাম আদালতে বিচার্য বিষয়

মামলা নিষ্পত্তি এবং বিচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আপিল ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ফরম্যাট পরিচিতি

গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ব্যবহারিক কাজ

অধিবেশন ৫

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ : সংজ্ঞা, আবেদন গ্রহণ, আবেদনের শর্তাবলি, আবেদন যাচাই ও বিচারিক এখতিয়ার

সহ বিষয়সমূহ

- সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য
- আবেদন গ্রহণ
- আবেদনের শর্তাবলি
- আবেদনপত্র বাছাই
- প্রতিবাদী কর্তৃক বিবাদ স্বীকার করা
- আবেদনপত্র নাকচ ও আপিল
- গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, আবেদন গ্রহণ, আবেদনের শর্তাবলি, আবেদনপত্র বাছাই, আবেদনপত্র নাকচ ও আপিল ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- আদালত গঠন পদ্ধতি ও গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন

সময় : ১ ঘন্টা ০৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, মস্তিষ্ক ঝড়, প্রশ্ন-উত্তর, দলীয় অনুশীলন

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, মাসকিন টেপ

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	- গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য, - গ্রাম আদালত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও এখতিয়ারভুক্ত এলাকা	- গ্রাম আদালত কাকে বলে এবং এর উদ্দেশ্য কী তা বলতে পারবেন - গ্রাম আদালত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও এখতিয়ারভুক্ত এলাকা জানবেন	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড ফ্লিপচার্ট	মতবিনিময় মুক্ত চিন্তার ঝড়, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের নিকট সেশনের আলোচ্য বিষয় কী জেনে নিন এবং তা ভিপকার্ডে লিখে বোর্ডে বা দেয়ালে লাগিয়ে রাখুন। **ধাপ-২** অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে তাদের ইউপিতে গ্রাম আদালত কার্যক্রম চলমান আছে কি না জেনে নিন। চলমান থাকলে কী অবস্থায় আছে? এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সহজবোধ্য করুন। কারণ, আইন ও বিধি সম্পর্কিত আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জটিল প্রতীয়মান হতে পারে। ফলে তাদের আগ্রহ কমে যেতে পারে। তাই হাসিমুখে তাদের বলুন যে, গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে সহজে বিচারিক সেবা প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর আইন ও প্রক্রিয়া খুবই সহজ। **ধাপ-৩** অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে গ্রাম আদালত কী এ সম্পর্কে বলতে বলুন এবং তা বোর্ডে লিখুন। **ধাপ-৪** গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, গ্রাম আদালত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও এখতিয়ারভুক্ত এলাকা পিপিটি স্লাইড বা **ফ্লিপচার্ট- ২৪** (পৃ: ৮২) প্রদর্শন এর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করুন। প্রশিক্ষার্থীদের দিয়ে পুনরাবৃত্তি করান।
১০ মি.	গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ	গ্রাম আদালতের দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, পিপিটি স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন	গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট- ২৫ (পৃ: ৮২) প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করুন।
৩৫ মি.	- আবেদন গ্রহণ - আবেদনের শর্তাবলি - আবেদনপত্র বাছাই - প্রতিবাদী কর্তৃক বিবাদ স্বীকার করা	আবেদন গ্রহণ ও আবেদনের শর্তাবলি সম্পর্কে জানবেন এবং আবেদনপত্র বাছাই করতে পারবেন, প্রতিবাদী বিবাদ স্বীকার করলে কী হবে তা জানবেন।	ঘটনা বিবরণী আবেদন ছক পোস্টার পেপার ও মার্কার, ভিপ কার্ড, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	দলীয় অনুশীলন, অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, প্রদর্শন	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে কাল্পনিক কোনো ইউনিয়নের নাম গ্রহণ করতে বলুন। একটি করে কেইস স্টাডি ও আবেদন ছক (সংযুক্ত ১ ও ২) প্রদান করুন। তারপর প্রতিটি দলকে ঘটনা বিবরণী ভালো করে পড়ে আবেদন ছক পূরণ করতে বলুন। (১০ মি.) **ধাপ-২** এবার তাদের একটি আবেদনে কী কী তথ্য থাকবে তা ফ্লিপ চার্ট- ২৬ (পৃ: ৮৩) বা পিপিটি স্লাইড দেখিয়ে তাদের আবেদনে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে বলুন। (০৫ মি.) বিষয়টি প্রশিক্ষার্থীদের দিয়ে বার কয়েক পুনরাবৃত্তি করান।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					ধাপ-৩ এবার প্রতিটি দলকে তাদের আবেদন অন্য একটি দলকে প্রদান করতে বলুন। প্রতিটি দলকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে তাতে তথ্যসমূহ ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে সংক্ষেপে বলতে বলুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে কোন তথ্য বাদ পড়লে তা ধরিয়ে দিন। (১৭ মি.) **ধাপ-৪** প্রতিবাদী বিবাদ স্বীকার করলে কী হবে তা প্রশ্ন করুন। তারপর বলুন, সমন অনুযায়ী অথবা অন্য কোনোভাবে প্রতিবাদী হাজির হলে এবং দাবি বা বিবাদ স্বীকার করলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবি পূরণ করলে, বিধি ৩৩ মতে গ্রাম আদালত গঠন করা হবে না। (০৩ মিনিট)
১৫ মি.	- আবেদনপত্র নাকচ ও আপিল - গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা	কী কী কারণে আবেদন নাকচ হয় তা জানবেন এবং নাকচের বিরুদ্ধে কোথায় কিভাবে আপিল করতে হয় তা বলতে পারবেন। গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা জানবেন।	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড পূর্বের দলীয় কাজের আবেদন হোয়াইট বোর্ড, মার্কার বা ফ্লিপ শিট	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	**ধাপ-১** আবেদন নাকচের কারণসমূহ **ফ্লিপ চার্ট- ২৭** (পৃ: ৮৩) বা পিপিটি স্লাইডে দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন। (০৫ মি.) **ধাপ-২** এবার পূর্বের দলীয় কাজের আবেদনগুলো দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করতে বলুন এবং কোন আবেদনটি নাকচ হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করুন। কোনো আবেদন নাকচ হলে তা কেন নাকচ হবে বলতে বলুন। আবেদনের বাইরে কী কী বিষয়ের জন্য নাকচ হতে পারে আলোচনা করুন। (০৫ মি.) **ধাপ-৩** গ্রাম আদালতের গঠন পদ্ধতি ও এখতিয়ার কী তা জানতে চান। ২/৩টি উত্তর হোয়াইট বোর্ড বা ফ্লিপ শিটে লিখুন এবং **ফ্লিপ চার্ট- ২৮** (পৃ: ৮৩) বা পিপিটি স্লাইডে গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা কী কী তা দেখান এবং ধারণা দিন। (০৫ মি.)
০৫ মি.	সারসংক্ষেপ	শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া ও অধিবেশনের সারসংক্ষেপ আলোচনা	হ্যান্ড আউট	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কী কী বিষয় ভালো লেগেছে তা জানতে চান। তারপর এভাবে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ টানুন এবং বলুন আমরা এ অধিবেশনে আবেদনে যেসব তথ্য থাকতে হবে এবং কেন আবেদন নাকচ হয় জানলাম এবং নাকচ হলে সহকারী জজ আদালতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে তাও জানলাম।

সংযুক্ত :

১. ঘটনা বিবরণী

২. আবেদন ছক

৩. ফ্লিপ চার্ট : ২৪-২৮

সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা :

আইন বিষয়ক আলোচনা তাই যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং নিজে নিজে কমপক্ষে ৩ বার চর্চা করুন, অধিবেশনকে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণমূলক এবং আনন্দদায়ক করতে অন্য যে কোনো উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

অধিবেশন বিষয়াবলি

ভূমিকা

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সালের ১৯ নম্বর আইন। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠনকল্পে এ আইন প্রণীত হয়। এতে মোট ধারার সংখ্যা ২১টি। এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারা ১-৭ সংশ্লিষ্ট ।

গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়?

ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি বা মীমাংসার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যে আদালত গঠিত হয় তাকে গ্রাম আদালত বলে।

গ্রাম আদালতের উদ্দেশ্য

১. কম সময়ে, অল্প খরচে স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা;

২. দরিদ্র, অনগ্রসর, নারী, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্টির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

৩. বিবদমান পক্ষসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

৪. বিরোধ নিষ্পত্তির পর বিরোধীয় পক্ষসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি;

৫. স্থায়ীভাবে বিরোধ নিরসন;

৬. উচ্চ আদালতে মামলার চাপ কমানো ও

৭. সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন সৃষ্টি।

আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও এখতিয়ারভুক্ত এলাকা *ধারা ১*

এ আইন গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হবে। এটা কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

আইনের সংজ্ঞাসমূহ *ধারা ২*

(ক) "আমলযোগ্য অপরাধ" অর্থ ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত ধর্তব্য অপরাধ (Cognizable Offence); **আমলযোগ্য অপরাধ হলো এমন অপরাধ– যার জন্য পুলিশ অফিসার বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।**

(খ) "ইউনিয়ন" অর্থ The Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 1 of 1983)-এর section 2-এর clause (26)-এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন ; **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ -এর ধারা ১১-এর অধীন ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষিত পল্লি এলাকা এবং বিদ্যমান ইউনিয়নসমূহ।**

(গ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983 (Ordinance No. L1 of 1983)-এর section 2-এর clause (27)-এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ; **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০-এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ।**

(ঘ) "এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ" অর্থ যে সহকারী জজের সীমানার মধ্যে ইউনিয়নটি অবস্থিত সেই সহকারী জজ এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক সহকারী জজ রয়েছেন সেক্ষেত্রে অনুরূপ কনিষ্ঠতম সহকারী জজ;

(ঙ) "গ্রাম আদালত" অর্থ ধারা ৫-এর অধীন গ্রাম আদালত;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এ আইনের তফসিল;

(জ) দণ্ডবিধি অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XL V of 1860);

(ঝ) "দেওয়ানি কার্যবিধি অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No V of 1908);

(ঞ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) "পক্ষ" অর্থে এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে– যার উপস্থিতি কোনো বিবাদের সঠিক মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় এবং গ্রাম আদালত যাকে অনুরূপ বিবাদের একটি পক্ষ হিসেবে সংযুক্ত করে;

(ঠ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ড) "বিধি" অর্থ এ আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) "সিদ্ধান্ত" অর্থ গ্রাম আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত ।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা *ধারা ৩*

(১) ফৌজদারি কার্যবিধি এবং দেওয়ানি কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলি সম্পর্কিত ফৌজদারি মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলি সম্পর্কিত দেওয়ানি মামলা, অতঃপর ভিন্ন রকম বিধান না থাকলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে এবং কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ কোনো মামলা বা মোকদ্দমার বিচারের এখতিয়ার থাকবে না ।

(২) গ্রাম আদালত কর্তৃক তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোনো অপরাধের সাথে কোনো মামলা বিচার্য হবে না যদি উক্ত মামলায় আমলযোগ্য কোনো অপরাধের দায়ে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়ে ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে না, যদি-

(ক) উক্ত মামলায় কোনো নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;

(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোনো সরকারি কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোনো পক্ষ হয় ।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়েছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠার এর জন্য বা এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)-এর বিধানবলি প্রযোজ্য হবে না ।

- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা বা মোকদ্দমা অন্য কোনো আদালতের বিচার করার এখতিয়ার নেই ।
- স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার বা দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানি আদালতে যেতে পারবে ।

গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন *ধারা ২*

(১) যেক্ষেত্রে এ আইনের অধীন কোনো মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে বিরোধের যেকোনো পক্ষ উক্ত মামলা বিচারের নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান লিখিত কারণ দর্শিয়ে উক্ত আবেদনটি নাকচ না করলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করতে পারবেন ।

আবেদনপত্রের ফিস *বিধি ৩ (৩)*

তফসিলের প্রথম ভাগের সাথে সম্পর্কিত হলে দুই টাকা এবং দ্বিতীয় ভাগের সাথে সম্পর্কিত হলে আবেদনপত্রের সাথে চার টাকা ফিস জমা দিতে হবে।

নাকচ আবেদন না-মঞ্জুরের আদেশসহ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান *বিধি-৪*

যে ক্ষেত্রে ৪ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদন নাকচ হয় সেক্ষেত্রে তা উক্ত না-মঞ্জুরের আদেশ সমেত আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিতে হবে।

আবেদন না-মঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন/আপিল *বিধি ৫ (১)*

আবেদন না-মঞ্জুরের হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে ৪ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক পুনঃবিচারের জন্য তা যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ-এর নিকট দাখিল করতে হবে।

আবেদনে কী কী তথ্য থাকতে হবে? *বিধি ৫। (২)*

আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য ও বিবরণ থাকতে হবে :

১. যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা;

২. আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

৩. প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

৪. যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা মামলার কারণ সৃষ্টি হয়েছে তার নাম;

৫. ঘটনা সৃষ্টির কারণ, ঘটনার স্থান, ইউনিয়নের নাম, ঘটনার তারিখ ও সময়;

৬. অভিযোগ বা দাবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রকৃতি ও ক্ষতির পরিমাণ;

৭. প্রার্থিত প্রতিকার।

আবেদনপত্র পাবার পর চেয়ারম্যান কী করবেন?

আবেদনপত্রটি পাবার পর ইউপি চেয়ারম্যান তা পরীক্ষা করে গ্রহণ করবেন। আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিবাদীকে হাজির হতে সমন দেবেন এবং বাদীকে হাজির হতে নির্দেশ দেবেন। মামলার পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

আবেদনটি অসম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে অথবা এখতিয়ার বহির্ভূত হলে তিনি তা নাকচ করতে পারবেন। তবে কী কারণে আবেদনটি নাকচ করা হলো তা অবশ্যই আবেদনপত্রের উপর লিখতে হবে।

প্রতিবাদী দাবি বা বিবাদ স্বীকার করলে গ্রাম আদালত গঠন করা হবে না *বিধি ৩৩*

সমন অনুযায়ী অথবা প্রকারান্তরে প্রতিবাদী হাজির হলে এবং দাবি বা বিবাদ স্বীকার করলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবি পূরণ করলে গ্রাম-আদালত গঠন করা হবে না।

কী কী কারণে আবেদন নাকচ করা যাবে?

১. আবেদনের ফিস জমা না দিলে;

২. এখতিয়ার বহির্ভূত হলে;

৩. অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদন হলে;

৪. আবেদন অসম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ আবেদনকারী, প্রতিবাদী, সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয় না থাকলে;

৫. ঘটনা, ঘটনা সৃষ্টির কারণ, ঘটনার স্থান-সময়-তারিখ, ক্ষতির পরিমাণ, প্রার্থীত প্রতিকার, ইত্যাদি উল্লেখ না থাকলে;

৬. ব্যক্তি আদালতগ্রাহ্য কারণে পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হলে;

৭. নাবালকের স্বার্থের পরিপন্থি হলে;

৮. বিরোধটি নিয়ে সালিশীর চুক্তি হলে;

৯. সরকার বা স্থানীয় কর্তৃকপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোনো সরকারি কর্মচারী দেওয়ানী মামলার কোনো পক্ষ হয়।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি *ধারা-৬*

(১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংগঠিত হবে বা মামালার কারণ উদ্ভব হবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণত সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে, উপ-ধারা (২)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হবে এবং অনুরূপ মামলার বিচারের এখতিয়ার গ্রাম আদালতের থাকবে।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, বিবাদের এক পক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে এবং অপর পক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হবে ; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করলে নিজ ইউনিয়ন হতে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবে।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা *ধারা-৭*

৭। (১) এ আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে , গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারি অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করতে পারবে।

(২) গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানি বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা এর দখল প্রত্যার্পণের জন্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

কেইস স্টাডি

টাকা হাওলাত দেয়ার ফল পেল কাদের শেখ

নাটোর জেলার আটঘরিয়া থানার ফুলপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের সিরাজ মাতব্বর ও কাদের শেখের বাড়ি। দু'জনের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক। কাদের শেখ পেশায় জেলে কিন্তু এখন আর খাল-বিলে মাছ নেই। তাই পুকুরের মাছ বাজারে বিক্রি করে। সিরাজ মাতব্বর একসময় পালা গঠন করত। এখন কৃষিকাজ নিয়ে সময় কাটায়। অবসর সময় তারা একসাথে গ্রামের বাজারে চা খায়, গল্প গুজব করে। সব কিছু তাদের ভালোই চলছিল। একদিন সিরাজ মাতব্বর আলু চাষের জন্য টাকা হাওলাত চায় কাদের শেখের কাছে। কাদের শেখ ভালো সম্পর্কের সুবাদে করিমপুর বাজারে আক্কেল আলীর চায়ের দোকানে ২৩ মে ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিরাজ মাতব্বরকে একই গ্রামের আজিম উদ্দীন ও শামীম খলিফার সামনে আট হাজার টাকা ধার দেয়। টাকা নেয়ার সময় শর্ত ছিল যে, সিরাজ মাতব্বর এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবে এবং আলু ওঠার পর আশি (৮০) কেজি আলু দেবে। মাসের পর মাস পার হয়, সিরাজ মাতব্বর টাকা ও আলু কোনোটাই দেয় না। সিরাজ মাতব্বরের বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে কাদের ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাছের ব্যবসাও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কাদের শেখ সিরাজের বাড়িতে টাকা চাইতে যায়। সিরাজ মাতব্বর সাফ জানিয়ে দেয় যে, সে কোনো টাকা নেয়নি। কাদের বলল, এত বড় মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারলা, মাতব্বর? বন্ধুত্বের দাবি নিয়া টাকা ধার নিলা আর এখন তা অস্বীকার করলা! সিরাজ মাতব্বর কাদেরকে জাইলা ছোটলোক বলে গালাগালি করে এবং বলে, "জাইলা আমার বন্ধু হইল কবে?" কাদের বলল, 'সাবধানে কথা বলো মিয়া। লজ্জা নাই তোমার, টাকা হাওলাত নেও জাইলার কাছ থেকে? এক কথা দু'কথার পর হঠাৎ সিরাজ মাতব্বর জুতো দিয়ে কাদের শেখকে আঘাত করে। এ ঘটনা কাদের গ্রামের গণ্যমান্যদের কাছে জানিয়েও কোনো ফল পায় নি। অবশেষে সে ইউনিয়ন পরিষদে মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আবেদন ছক

বরাবর
চেয়ারম্যান

বিষয় :

ঘটনা সৃষ্টির কারণ :.....

ঘটনার স্থান : .....

তারিখ : .....

দাবি : .....

বাদী	প্রতিবাদী	সাক্ষী

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: .....

.....

.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)

চার্ট : ২৪
গ্রাম আদালত কী, কেন এবং আইনের শিরোনাম
গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়?
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যে আদালত গঠিত হয় তাকে গ্রাম আদালত বলে।
গ্রাম আদালতের উদ্দেশ্য
কম সময়ে, অল্প খরচে স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
নারী, অনগ্রসর, নারী, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;
বিবদমান পক্ষসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
বিরোধ নিষ্পত্তির পর বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করা;
স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিরসন করা;
উচ্চ আদালতে মামলার চাপ কমানো এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন সৃষ্টি করা।
গ্রাম আদালত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
এই আইন 'গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬' নামে অভিহিত হবে। এটি কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হবে।
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠিত হবে
স্থানীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের (চেয়ারম্যান, মেম্বার) দায়িত্ব পালন
স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব গ্রাম আদালতকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় পরিণত করেছে
গ্রাম আদালত উপজেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সমন্বিত একটি কার্যকর স্থানীয় বিরোধ মীমাংসা ব্যবস্থা
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

চার্ট : ২৬
আবেদনে কী কী তথ্য থাকতে হবে?
১. যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হয়েছে তার নাম
২. আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়
৩. প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়
৪. যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা মামলার কারণ সৃষ্টি হয়েছে তার নাম
৫. অভিযোগ বা দাবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রকৃতি ও ক্ষতির পরিমাণ
৬. প্রার্থিত প্রতিকার
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

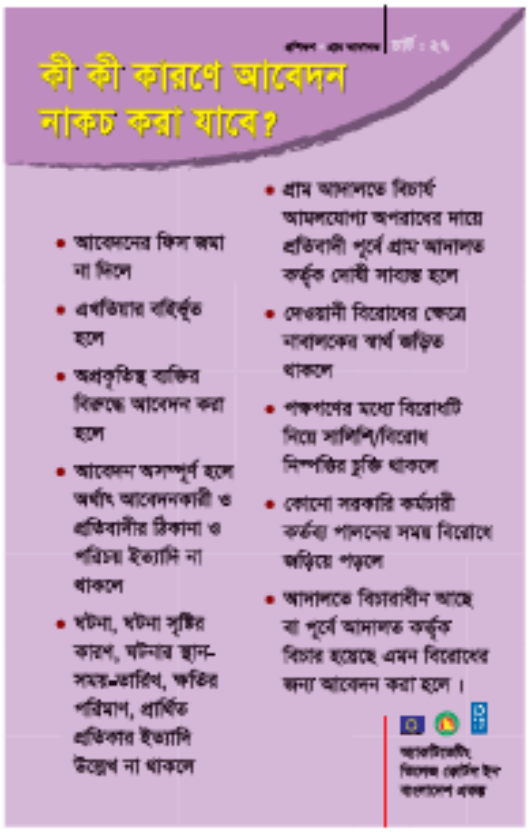
চার্ট : ২৭
কী কী কারণে আবেদন নাকচ করা যাবে?
• আবেদনের ফিস জমা না দিলে
• এখতিয়ার বহির্ভূত হলে
• অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদন করা হলে
• আবেদন অসম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর ঠিকানা ও পরিচয় ইত্যাদি না থাকলে
• ঘটনা, ঘটনা সৃষ্টির কারণ, ঘটনার স্থান-সময়-তারিখ, ক্ষতির পরিমাণ, প্রার্থিত প্রতিকার ইত্যাদি উল্লেখ না থাকলে
• গ্রাম আদালতে বিচার্য আমলযোগ্য অপরাধের দায়ে প্রতিবাদী পূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে
• দেওয়ানী বিরোধের ক্ষেত্রে নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকলে
• পক্ষগণের মধ্যে বিরোধটি নিয়ে সালিশি/বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তি থাকলে
• কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তব্য পালনের সময় বিরোধে জড়িয়ে পড়লে
• আদালতে বিচারাধীন আছে বা পূর্বে আদালত কর্তৃক বিচার হয়েছে এমন বিরোধের জন্য আবেদন করা হলে।
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

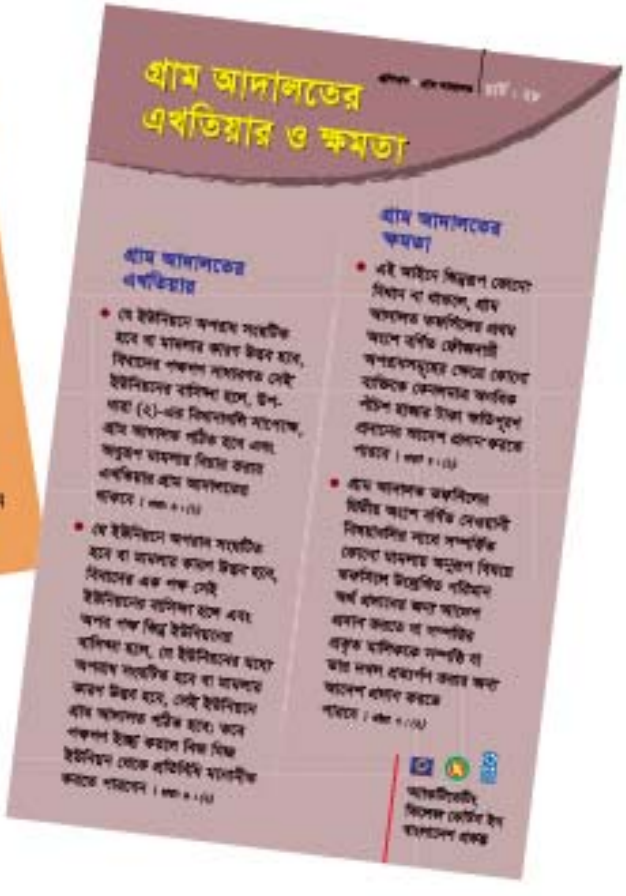
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার
গ্রাম আদালতের ক্ষমতা
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ৬

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

গ্রাম আদালতে বিচার্য বিষয়

সহ-বিষয়সমূহ

- গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তিযোগ্য বিরোধসমূহ
- মামলার সংজ্ঞা
- দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার সংজ্ঞা
- ফৌজদারি প্রকৃতির মামলার সংজ্ঞা
- দেওয়ানি বিচার্য বিষয় : বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা, অপরাধের ক্ষতিপূরণ
- ফৌজদারি বিচার্য বিষয় : বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা, অপরাধের জন্য শাস্তি

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তিযোগ্য বিরোধসমূহ, মামলার সংজ্ঞা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দেওয়ানি বিচার্য বিষয় তথা বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা, অপরাধের ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারি বিচার্য বিষয় তথা বিভিন্ন ধারা, ধারার উপাদান, ব্যাখ্যা, অপরাধের জন্য শাস্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন ও তা গ্রাম আদালতে বিচার পরিচালনার সময় ব্যবহার করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২৫ মি.	গ্রাম আদালত বিচার্য বিষয়	গ্রাম আদালতের এখতিয়ার/ বিচার্য বিষয়সমূহ জানতে পারবে।	প্রস্তুতকৃত ফ্লিপ চার্ট	ধারণা যাচাই, বক্তৃতা, আলোচনা, পিপিটি বা ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন	• সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ২/১ জনের কাছে মামলার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা এবং থাকলে সেটি কোনো কী এবং কোন ধরনের মামলা তা জানতে চান। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে বলুন যে, মামলা দু'ধরনের-দেওয়ানি ও ফৌজদারি। • এরপর প্রস্তুতকৃত ফ্লিপচার্টটি প্রদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত আলোচনা করুন। সহায়ক প্রথমে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয় কী তা পিপিটি বা ফ্লিপচার্ট-২৯ (পৃ: ৯৩) প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করবেন। • এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে কি না? অংশগ্রহণকারীদের মতামত শোনার পর সহায়ক ব্যাখ্যা করবেন ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী সকল দেওয়ানি ফৌজদারি বিষয় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না। শুধুমাত্র ২৫,০০০/= মধ্যে আইনে নির্ধারিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়সমূহ। • তারপর বলবেন ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলার মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে গ্রাম আদালত মামলা নিষ্পত্তি করবে তা আমরা এখন আলোচনা করব।
৪৫ মি.	গ্রাম আদালত বিচার্য বিষয় : দেওয়ানি ও ফৌজদারি	বিচার্য বিষয়ের ধরন (দেওয়ানি ও ফৌজদারি, ধারা) এবং বিষয় সম্পর্কে অবগত হবে	দেওয়ানি ও ফৌজদারি ধারা এবং বিষয় সম্পর্কিত স্লাইড	বক্তৃতা, আলোচনা, পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	• গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর আওতায় ১ম ও ২য় তফসিল-এ বর্ণিত ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিষয়সমূহের স্লাইড একটি একটি করে ব্যাখ্যা করবেন। • প্রথমে ফৌজদারি এখতিয়ারের বিষয়গুলি (১ম তফসিল) ব্যাখ্যা করুন এজন্য স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট ৩০-৩৭ (পৃ: ৯৩,৯৪,৯৫)-এ বর্ণিত ফৌজদারি বিষয়ের ধারায় ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করবেন। • সহায়ক ফৌজদারি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা এরপর দেওয়ানি এখতিয়ারের বিষয়গুলি (২য় তফসিল) স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট ৩৮ (পৃ: ৯৫) প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিষয় সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন আছে কি না জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীগণ কোনো প্রশ্ন করলে সহায়ক সেগুলোর উত্তর প্রদানের মাধ্যমে উপস্থাপনা শেষ করবেন। • অতঃপর প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের বিচার্য বিষয়সমূহ পুনরায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১৫ মি.	গ্রাম আদালতে বিচার্য ধারাসমূহ	গ্রাম আদালতে বিচার্য ধারাসমূহের উপর শিখন স্থায়ী করা	বড় ভিপ কার্ডে লিখিত ধারা কার্ড ও ধারার বর্ণনা	খেলার মাধ্যমে দলীয় অনুশীলন	প্রশিক্ষণার্থীদের দু'টি দলে ভাগ করে তাদের মুখোমুখি দাঁড় করান এবং পূর্বে প্রস্তুতকৃত দু'সেট ধারা কার্ড ও ধারার বর্ণনা দিন। তারপর দু'টি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করুন এভাবে– একটি দলকে বলুন একটি ধারা কার্ড দেখাতে এবং অন্য দল তার বর্ণনা দেখাবে। এতে দলটি এক পয়েন্ট পাবে। ১০ সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিপক্ষ দলকে উত্তর বলতে বলুন। এতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দু'জনকে সহ-সহায়ক নির্বাচিত করুন এবং তাদের স্কোর লিখতে বলুন। কোন দল বিজয়ী হয়েছে তা ঘোষণা করতে বলুন । কোন দল কেন বিজয়ী হলো তা বলতে বলুন। যেমন : কোন দল কটি ভুল করেছে এবং কী ভুল করেছে তা সহ সহায়কের নোট নিয়ে বলতে বলুন। খেলার নিয়ম ভালো করে বুঝিয়ে দিন।
১০ মি.	সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ প্রদান	আলোচনা, বিষয় রিভিউ করা ও ধন্যবাদ প্রদান করা	বোর্ড, মার্কার	প্রশ্নোত্তর ও মতামত বিনিময়	• সারসংক্ষেপ উপস্থাপনে এসে প্রশ্ন করুন যে, আমরা এ সেশন থেকে কী কী শিখলাম? অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। অতঃপর বলুন, আমরা এ সেশন থেকে শিখলাম : • গ্রাম আদালতের বিচার্য বিষয় কী? ফৌজদারি মামলার ধারা ও বিষয় এবং দেওয়ানি মামলার ধারা ও বিষয়। • পরবর্তী সেশন থেকে আমরা জানতে পারব, গ্রাম আদালতের বিচার পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আপিল পদ্ধতি। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সংযুক্ত :

- ফ্লিপচার্ট (নম্বর- ২৯) : ফৌজদারি মামলার সংজ্ঞা
- ফ্লিপচার্ট (নম্বর- ২৯) : দেওয়ানি মামলার সংজ্ঞা
- ফ্লিপচাট (নম্বর- ৩০-৩৭) : গ্রাম আদালত-এর ফৌজদারি বিচার্য বিষয় (ধারা ও বিষয়বস্তুসহ)
- ফ্লিপচাট (নম্বর- ৩৮) : গ্রাম আদালত-এর দেওয়ানি বিচার্য বিষয় (বিরোধ ও বিষয়বস্তুসহ)
- ধারা কার্ডের নমুনা

অধিবেশন বিষয়াবলি

গ্রাম আদালত কী কী বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর তফসিলে বর্ণিত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা মূল্যমানের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করতে পারে।

মামলা কী?

দেওয়ানি বা ফৌজদারি কোনো বিরোধ নিয়ে আদালত বা থানায় অভিযোগ দাখিল করা হলে অভিযোগটি যখন থানা বা আদালত গ্রহণ করে তখন তাকে মামলা বলে।

ফৌজদারি বিরোধ কী?

কোনো আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করা বা আইন নির্দেশিত কোনো কাজ না করাকে ফৌজদারী বিরোধ বরে। যেমনঃ চুরি, মারামারি, প্রতারণা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা না করা ইত্যাদি।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য ফৌজদারি বিরোধের ধারাসমূহ

দণ্ডবিধি- ১৮৬০-এর ধারা ১৪১, ১৪৩, ১৪৭, ১৬০, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৫২, ৩৫৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭, ৪২০, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৪৭, ৫০৪, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯ ও ৫১০। গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশ আইন ১৮৭১-এর ধারা ২৪, ২৫, ২৬।

দেওয়ানি বিরোধ কী?

সম্পত্তি ও কর্মের অধিকার সংক্রান্ত সকল প্রকার বিরোধকে দেওয়ানী বিরোধ বলে। সম্পত্তির স্বত্ত্ব নিয়ে বিরোধ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তার মূল্য আদায়, দখল পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত বিরোধ, ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার, বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ হলো দেওয়ানী বিরোধ।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য দেওয়ানি বিরোধসমূহ

কোনো লিখিত চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য মামলা।

কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা এর মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।

কোনো অস্থাবর সম্পত্তি জবর দখল বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে এর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা।

গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।

কৃষি শ্রমিকের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬-এর তফসিল

তফসিলের প্রথম অংশে ফৌজদারি মামলাসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশে দেওয়ানি মামলাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ : ফৌজদারি মামলাসমূহ

- দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩, ১৬০, ১৪৭, ১৪১, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৮, ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১, ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭, ৪২০, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮ ও ৪২৯, ৪৪৭, ৫০৪, ৫০৬ (প্রথম অংশ) ৫০৮, ৫০৯, ৫১০ কিছু বিধান বা শর্তে গ্রাম আদালতে বিচার্য।
- Cattle Trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871)-এর Section 24, 26, 27
- উপরিউক্ত যেকোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা তা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

দ্বিতীয় অংশ : দেওয়ানি মামলাসমূহ

কোনো চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়, কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা তার মূল্য আদায়, স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে তার দখল পুনরুদ্ধার, কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ ও কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা যখন দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

দণ্ডবিধি আইন ১৮৬০-এর ধারাসমূহ

ধারা-৩২৩

স্বেচ্ছায় আঘাত করবার শাস্তি ⊢ যদি কেহ ৩৩৪ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাহাকেও আঘাত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৩৩৪

প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা ⊢ যদি মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্বক কাহাকেও আঘাত করেন, যদি যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছেন তাহাকে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আঘাতের ইচ্ছা পোষণ না করে থাকেন, বা যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আঘাত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার জানা না থাকে, তাহা হইলে আঘাতকারী এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৪২৬

ক্ষতি সাধনের শাস্তি ⊢ যদি কোনো ব্যক্তি কাহারো ক্ষতিসাধন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৪৪৭

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি ⊢ যদি কেহ অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-১৪৩

বেআইনি সমাবেশে যোগদান-এর শাস্তি ঃ- যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনি সমাবেশে যোগদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ছয় মাস মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-১৪৭

দাঙ্গা-এর শাস্তি ঃ- কোনো ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-১৪১

বেআইনি সমাবেশ ঃ- পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে "বেআইনি সমাবেশ" বলা হয়, যদি উক্ত সমাবেশের ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়-

তৃতীয় : কোনো অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থ : কোনো ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোনো সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোনো ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ হতে বঞ্চিত করা কিংবা পানি ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা তাহাকে তাহার ভোগদখলে থাকা অন্য কোনো অশরীরি অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা কোনো অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা- ১৬০

কলহ বা মারামারির শাস্তি ঃ- কেহ কলহ বা মারামারির অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য তিনি এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা একশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৩৪১

অন্যায় বাধাগ্রস্ত-এর শাস্তি ঃ- যদি কেহ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত করেন, তাহা হইলে তিনি এক মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা -৩৪২

অন্যায় আটকের শাস্তি ঃ- যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও আটক রাখেন, তাহা হইলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা-৩৫২

গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ কিংবা অপরাধজনক বলপ্রোয়োগের শাস্তি ঃ- মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনা ব্যতীত যদি কেহ কাহাকেও আঘাত করেন বা তাহার উপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেন তাহা হইলে- তিনি তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা : মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনা-এ ধারা অনুসারে কোনো অপরাধের জন্য বিহীত দণ্ড লাঘব করিবে না যদি- প্ররোচনাটি অপরাধী অজুহাতস্বরূপ স্বয়ং করিয়া থাকে বা স্বেচ্ছায় এর উস্কানি দিয়া থাকে, কিংবা প্ররোচনাটি মান্য করে অনুষ্ঠিত কোনো কার্যের ফলে অথবা কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনানুসারে উক্ত সরকারি কর্মচারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুষ্ঠিত কোনো কার্যের ফলে ঘটিয়া থাকে, কিংবা আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইন সম্মত প্রয়োগ করে কৃত কোন কার্যের ফলে প্ররোচনাটি ঘটিয়া থাকে।

প্ররোচনাটি এমন মারাত্মক ও আকস্মিক ছিল কিনা যাহার ফলে দণ্ড লাঘব হইতে পারে, তাহা ঘটনাগত প্রশ্ন।

ধারা-৩৫৮

মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা ঃ- যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করেন কিংবা তাহার উপর অপরাধজনকভাবে বলপ্রয়োগ

করেন, তাহা হইলে– তিনি এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা : উপরের ধারাটি ৩৫২ ধারার অনুরূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

ধারা-৫০৪

শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা।– যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোনো ব্যক্তিকে অপমান করেন এবং তদ্বারা তাহাকে প্ররোচনা দান করেন এবং অনুরূপ প্ররোচনার ফলে যাহাতে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ করেন, তদুদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ প্ররোচনার ফলে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিতে পারেন বা অন্য কোনো অপরাধ করতে পারেন বলিয়া জানা সত্ত্বেও যদি তাহা করেন তাহা হইলে–

সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৫০৬ (প্রথম অংশ)

অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের *শাস্তি*।– যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শন করেন, তাহা হইলে- সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৫০৮

কোনো ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করানোর শাস্তি।- যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও এরূপ বিশ্বাস করায় যে, সে যে কার্যটি করতে আইনত বাধ্য নয়, সে কার্যটি যদি সে না করে, কিংবা যে কার্য করতে আইনত বাধ্য সে কার্যটি করা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বীয় কোনো কার্য দ্বারা তাহাকে বা যাহার সাথে স্বার্থসিদ্ধান্ত, এমন অন্য কাহাকেও বিধাতার রোষানলে পতিত হইবে এবং ইচ্ছাপূর্বক এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়া উদ্দিষ্ট কার্যটি করায় বা করা হইতে বিরত রাখে কিংবা করাইবার বা করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৫০৯

কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ এর শাস্তি।– যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শুনিতে পায় এভাবে কোনো কথা বলেন বা শব্দ করেন কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এভাবে কোনো অঙ্গভঙ্গি করেন বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করেন, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৫১০

মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণের শাস্তি।– যদি কোনো ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কোনো প্রকাশ্য স্থানে গমন করেন, বা কোনো স্থানে অনধিকার প্রবেশ করেন এবং এমন আচরণ করেন, যাহার ফলে কাহারও বিরক্তি ঘটে, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি চবিশ ঘন্টা পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দশ টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৩৭৯

চুরির শাস্তি।– যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৩৮০

বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করে, যে গৃহ, তাঁবু বা জলযান মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে– তিনি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডে উভয় দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা- ৩৮১

কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডে উভয় দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা- ৪০৩

অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরূপের শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি অসাধুভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি তসরূপ করেন কিংবা উহা তাহার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা- ৪০৬

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেন, তাহা হইলে– তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা- ৪১৭

প্রতারণার শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা- ৪২০

প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করতে প্রবৃত্ত-এর শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করেন এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত করেন, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান জামানতের সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোনো স্বাক্ষরিত বা সীল মোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করেন তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা- ৪২৭

অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা এর অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি অনিষ্টসাধন করেন এবং তদ্দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের ক্ষতি করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা-৪২৮

দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি ।– যদি কোনো ব্যক্তি দশ টাকা বা তদুর্দ্ধ মূল্যের কোনো একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে– তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা-৪২৯

যেকোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের *শাস্তি* ।– যদি কোনো ব্যক্তি যেকোনো মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ ষাঁড়, গাভি বা গরু, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অন্য কোনো পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্টসাধন করেন, তাহা হইলে– সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবেন ।

গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন ১৮৭১-এর গ্রাম আদালতে বিচার্য ধারাসমূহ

ধারা-২৪

গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধাদান বা জোরপূর্বক তা উদ্ধারের *শাস্তি* ।– এ আইনের অধীন গাবাদিপশু জব্দের ক্ষেত্রে কেহ বলপূর্বক বাধাদান করিলে এবং গবাদিপশু খোঁয়াড় হইতে অথবা এ আইনের ক্ষমতাবলে জব্দ করিয়া খোঁয়াড়ে নেওয়ার সময় কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্বক তাহ উদ্ধার করিলে সেই ব্যক্তি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা-২৬

শুকর দ্বারা ভূমি, শষ্যাদি বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত-এর *শাস্তি* ।– শুকরের কোনো মালিক বা রক্ষকের অবহেলা বা অন্যবিধভাবে কোনো ভূমি বা শস্য বা ভূমির ফসল বা জনসাধারনের কোনো রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করেন বা শুকরের অনধিকার প্রবেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করান তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনধিক দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ব্যাখ্যা : সময় সময় সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তাতে উল্লেখিত স্থানীয় কোনো এলাকায় এ ধারার উপরিউক্ত অংশ শুকরের পরিবর্তে সাধারণত গবাদিপশু বা কোনো প্রকার গবাদিপশুর বেলায় প্রযোজ্য হবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে দশ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা প্রতিস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে অথবা উভয়ই প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা-২৭

***খোঁয়াড় রক্ষকের কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি* ।–** ধারা ১৯ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো খোঁয়াড় রক্ষক কোনো গবাদিপশু অবমুক্ত বা হস্তান্তর বা ক্রয় করিলে বা খোঁয়াড়ের কোনো গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত খাবার এবং পানি সরবরাহ না করিলে বা এ আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে অন্য যে কোন শাস্তির অতিরিক্ত অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অর্থদণ্ড তাহার বেতন হইতে কর্তনপূর্বক আদায় করা হইবে ।

ফ্লিপ চার্ট ২৯-৩৮

ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ
ফৌজদারী বিরোধ কী?
কোনো আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করা বা আইন নির্দেশিত কোনো কাজ না করাকে ফৌজদারী বিরোধ বলে। যেমন: চুরি, মারামারি, প্রতারণা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা না করা ইত্যাদি।
দেওয়ানী বিরোধ কী?
সম্পত্তি ও কর্মের অধিকার সংক্রান্ত সকল প্রকার বিরোধকে দেওয়ানী বিরোধ বলে। সম্পত্তির স্বত্ব নিয়ে বিরোধ, ঋণের ও অন্যান্য সম্পত্তি অথবা তার মূল্য আদায়, লাভ লোকসানের সম্পর্কিত বিরোধ, অংশীদারি কারবার অবিলাস, বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ হলো দেওয়ানী বিরোধ।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩৪৩
প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা
ধারা-৩৪৭
শাস্তা করিবার শাস্তি
ধারা-৩৪৮
বেআইনি সমাবেশ যোগদান করার শাস্তি
ধারা-৩৪৯
বেআইনি সমাবেশ
আরটিসেটি, বিলেজ কোর্টিস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩৪১
অন্যায় নিরুদ্ধকরণ শাস্তি
ধারা-৩৪৩
স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি
ধারা-৩৪২
অন্যায় প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ দিয়ে অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তি
ধারা-৩৪৫
ফলহ বা মারামারি শাস্তি
ধারা-৩৭৯
চুরির শাস্তি
আরটিসেটি, বিলেজ কোর্টিস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩৪৪
ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে চুরি
ধারা-৩৪৫
কোনো ব্যক্তিকে বিধাতায় বিশ্বাসভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করাণোর শাস্তি
ধারা-৩৪৬
পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপপ্রচার করা
আরটিসেটি, বিলেজ কোর্টিস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩২
অন্যায় আটকের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তবের অটক রাখে, তাহা হইলে সে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত মেয়াদের পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৫
দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অথিটসাধনের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোনো একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অথিটি সাধন করে, তাহা হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১
কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের সম্পদযুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি
যদি কোনো চাকর, কর্মচারী বা কৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা কৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের সম্পদযুক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩৩
অনাধুভাবে সম্পত্তি তলাশের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি অনাধুভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি তলাশ করে কিংবা উহা তাহার নিজের দখলে রাখে বা আটক করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
অ্যাকটিভেটিং; বিশেষ ফোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

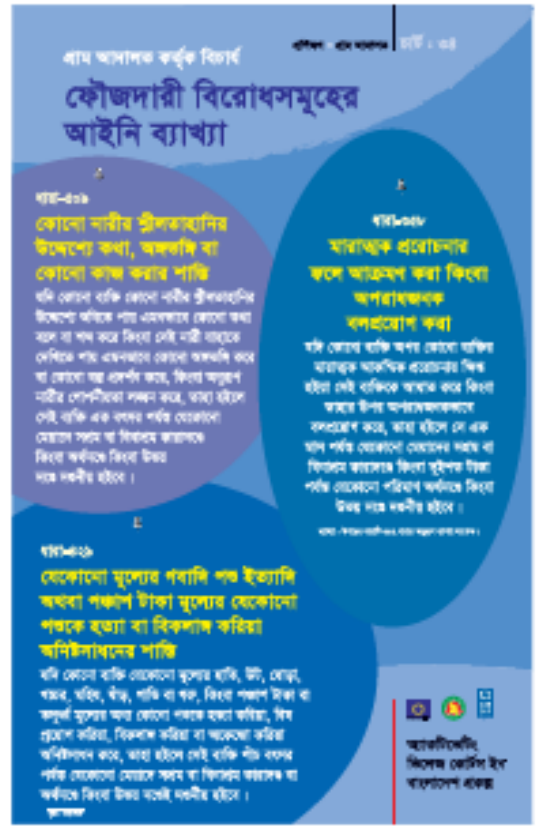
গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩১৯
কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে অথিতে পায় এমনভাবে কোনো কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোনো অঙ্গভঙ্গি করে বা কোনো কাজ করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৮
মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা
যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনার ফিল হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করে কিংবা তাহার উপর আক্রমণাত্মকভাবে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা সুবিধত টাকা পর্যন্ত মেয়াদের পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৯
যেকোনো মূল্যের পথাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অথিটসাধনের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি যেকোনো মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া, গরুর, মহিষ, ষাঁড়, গাধি বা খচর, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অন্য কোনো পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অথিটসাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
অ্যাকটিভেটিং; বিশেষ ফোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩১৭
অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি
যদি কেহ আধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত মেয়াদের পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১০
আদালত ব্যক্তির প্রকাশ্যে অপদাধবংসের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি সেশনের আদালত কোনো প্রকাশ্য স্থানে গান করে, বা কোনো স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং এমন আচরণ করে, যাহাতে কোন আইনের বিধিত ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিনশত টাকা পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদের পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৯
প্রলোভণা ও অনাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি প্রবঞ্চণা করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অনাধুভাবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অনাধুভাবে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে কোনো মূল্যবান কাগজের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রস্তুত বা পরিবর্তন বা বিনাশসাধন প্রবৃত্ত করে, কিংবা অনাধুভাবে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে স্বাক্ষরদান হিসাবে গণ্যকরণযোগ্য কোনো আলমারিক বা লিপ-সোনেযুক্ত বস্তুর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রস্তুত, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
অ্যাকটিভেটিং; বিশেষ ফোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য
ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা
ধারা-৩১৭
প্রকাশনার শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি প্রকাশনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৬
অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৬
অথি সাধনের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া অথি সাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৬ (প্রথম অংশ)
অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
ধারা-৩১৭
অথি করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক অভিসাধনের শাস্তি
যদি কোনো ব্যক্তি অথি সাধন করে এবং পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের অথি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
অ্যাকটিভেটিং; বিশেষ ফোর্সিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

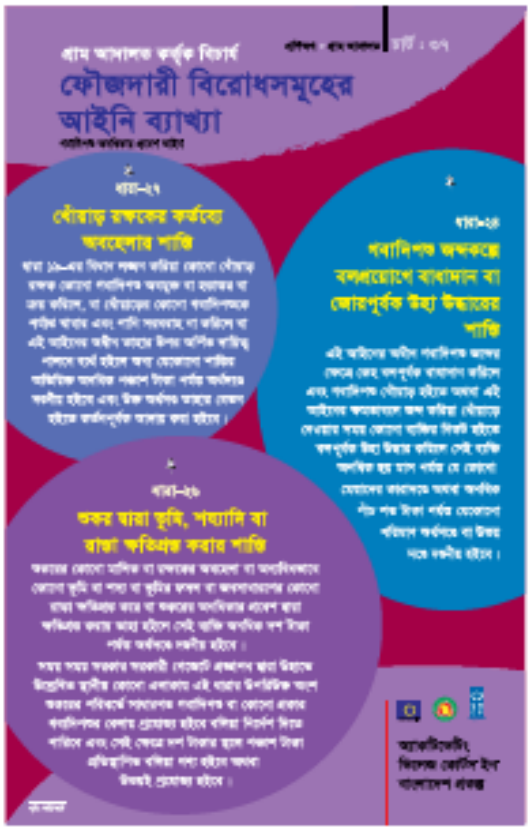

পাঠ সহায়িকা- ২

ধারা কার্ড (নমুনা)

ধারা - ৩২৩

স্বেচ্ছায় আঘাতের শাস্তি

এক বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ড

ধারা - ৩৩৪

প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা

এক মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ড

ধারা - ৪৪৭

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ড

ধারা - ৫০৯

কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজের শাস্তি

এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ড

অধিবেশন ৭

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

মামলা নিষ্পত্তি এবং বিচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

সহ বিষয়সমূহ

- মামলা রেজিস্টারভুক্তকরণ
- প্রতিবাদীকে সমন
- প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ
- প্রতিনিধি মনোনয়ন
- আদালত গঠন
- আপত্তি দাখিল
- তদন্ত
- শুনানি
- হলফ

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- আবেদন গ্রহণ ও বাছাই, মামলা রেজিস্টারভুক্তকরণ, প্রতিবাদীকে সমন, প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ, প্রতিনিধি মনোনয়ন, আদালত গঠন, আপত্তি দাখিল, তদন্ত, শুনানি, হলফ গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
০৫ মি.	মামলা রেজিস্টার-ভুক্তকরণ	গ্রাম আদালতে মামলা রেজিস্টার-ভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, 'আবেদন গৃহীত হলে চেয়ারম্যান কী করবেন?' কীভাবে চেয়ারম্যান মামলাটির নম্বর প্রদান করবেন? দু'একটি উত্তর গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট - ৩৯ (পৃ: ১০৪) প্রদর্শন করুন এবং বলুন, যখন কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হয়, তার বিবরণ গ্রাম আদালত বিধিমালা ১৯৭৬-এর বিধি ৭(১) মতে ১ নম্বর ফরমের রেজিস্টার বইতে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্টার বই অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সন আবেদনপত্রের উপর লিখতে হবে।
১৫ মি.	- প্রতিবাদীকে সমন - প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ - প্রতিনিধি মনোনয়ন ও আদালত গঠন	-	বোর্ড/ পোস্টার পেপার, মার্কার ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	- বক্তৃতা -আলোচনা - প্রদর্শন	**ধাপ-১** এবার বলুন মামলা রেজিস্টারভুক্ত করার পর প্রতিবাদীকে বিধি ৮ (১) অনুযায়ী সমন দিতে হবে। তারপর প্রশ্ন করুন সমন কী? উত্তর নেবার পর তাঁদের কাছ থেকে শুনতে চান, সমন বলতে আমরা কী বুঝি? দু'একজনের কাছ থেকে শুনে বলুন, কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য যে নোটিশ প্রদান করা হয় তাকে সমন বলে, তারপর বলুন, আবেদনপত্র ৭ বিধি মোতাবেক রেজিস্টারভুক্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিবেন এবং প্রতিবাদীকেও জবাব দাখিলের জন্য অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হওয়ার জন্য সমন দিবেন। **ধাপ-২** প্রতিবাদীকে সমন দেয়ার পর চেয়ারম্যান কী করবেন জিজ্ঞেস করুন। তারপর বলুন প্রতিবাদীকে নোটিশ দেয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পক্ষদ্বয়কে ২ জন (১ জন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি) করে সদস্য মনোনয়নের জন্য নোটিশ দিবেন এবং এরূপে মনোনীত ৪ জন সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হবে। তারপর গ্রাম আদালত গঠন কাঠামো পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট - ৪০ (পৃ: ১০৪) প্রদর্শন করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের ধারণা পরিষ্কার করুন ও কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।
৪০ মি.	- আপত্তি দাখিল - তদন্ত - শুনানি - হলফ - বিচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	-	ফ্লিপ কার্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট হ্যান্ড আউট,	আলোচনা মতামত বিনিময় ও ব্যবহারিক কাজ	এবার বলুন প্রতিবাদী কর্তৃক আপত্তি দাখিল করা হলে মামলার তদন্ত ও শুনানি হবে। শুনানির জন্য দিন-তারিখ আদালত ঘোষণা করবে। সাক্ষ্য গ্রহণ বা শুনানির শুরুতে হলফ গ্রহণ করতে হবে। তারপর সংশ্লিষ্ট পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট - ৪১ ও ৪২ (পৃ: ১০৫) দেখান ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে হ্যান্ড আউট প্রদান করুন এবং পোস্টারে বা ফ্লিপ শিটে সেশনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ লিখে উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট বলে দিন। উপস্থাপনার জন্য প্রত্যেক দল ৫ মিনিট করে সময় পাবে তাও বলে দিন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে তারা কোনো বিষয় বাদ দিলে তা বলে দিন।
২৫ মি.	মামলা রেজিস্টারভুক্ত-করণ থেকে শুনানি গ্রহণ-এর ওপর ভূমিকা অভিনয়	মামলা রেজিস্টারভুক্ত-করণ থেকে শুনানি গ্রহণ-এর ওপর ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান	হ্যান্ড আউট, আবেদন পত্র	ভূমিকা অভিনয়	অংশগ্রহণকারীদের দু'টি বড় দলে ভাগ করে ভূমিকা অভিনয়ের নিয়ম বলে দিন। সংযুক্ত পাঠ সহায়িকা-১ ও হ্যান্ড আউট ব্যবহার করে একটি ঘটনা সাজাতে বলুন- যাতে দেখা যাবে একজন আবেদনকারী আবেদনসহ ইউপিতে বিচার প্রার্থনার জন্য এসেছে। চেয়ারম্যান আবেদন গ্রহণ করে তা যাচাই করে গ্রহণ করে রেজিস্টারভুক্ত করেছেন। তারপর প্রতিবাদীকে সমন দিয়েছেন এবং প্রতিবাদী সমন প্রাপ্তির পর পঞ্চায়েতে ৭ দিনের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনীত করতে বলেছেন। প্রতিনিধি মনোনয়ের পর গ্রাম আদালত গঠিত হয়েছে এবং প্রতিবাদী আপত্তি দাখিল করেছে। স্থানীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিকা অভিনয়ের প্রস্তুতি ও দায়িত্ব ভাগের জন্য সময় দিন ১০ মিনিট। তারপর ভূমিকা অভিনয়ের জন্য সময় দিন ১০ মিনিট। দল দু'টিকে দায়িত্ব ভাগ ও দলীয় কাজে সহায়তা করুন।
০৫ মি.	সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ প্রদান	আলোচনার বিষয় রিভিউ ও ধন্যবাদ প্রদান		প্রশ্নোত্তর ও মুক্তালোচনা	সকলের উদ্দেশ্যে বলুন, আমরা এ আলোচনা ও ভূমিকা অভিনয় থেকে কী কী জানলাম । জানা বা বোঝার ক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা ধরিয়ে দিন অথবা কারো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্তি :

১. পাঠ সহায়িকা - ১ গ্রাম আদালতের আবেদন ও আদেশপত্র

২. পাঠ সহায়িকা - ২ পিপিটি স্লাইড

৩. পাঠ সহায়িকা - ফ্লিপ চার্ট ৩৯ ও ৪০

অধিবেশন বিষয়াবলি

মামলা রেজিস্টারভুক্তকরণ *বিধি ৭/ (১)*

যখন কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হয়, তার বিবরণ ১নম্বর ফরমের রেজিস্টার বইতে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্টার বই অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সন আবেদনপত্রের উপর লিখতে হবে।

প্রতিবাদীকে সমন *বিধি ৮ । (১)*

আবেদনপত্র ৭ বিধি মোতাবেক রেজিস্টারভুক্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ এবং প্রতিবাদীকে জবাব দাখিলের জন্য অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হওয়ার জন্য সমন দিবেন।

সমন কী?

কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বিধিমোতাবেক যে লিখিত নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকে সমন বলে।

গ্রাম আদালত গঠনের জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন ও আদালত গঠন *ধারা-৫ ও ৬, বিধি-১০*

প্রতিবাদীকে নোটিশ দেয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পক্ষদ্বয়কে ২ জন (একজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি) করে সদস্য মনোনয়নের জন্য নোটিশ দিবেন এবং এরূপে মনোনীত ৪ জন সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হবে।

গ্রাম আদালত গঠন

১ জন চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়

বাদী পক্ষের ২ জন সদস্য ১ জন ইউপি সদস্য এবং ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	প্রতিবাদী পক্ষের ২ জন সদস্য ১ জন ইউপি সদস্য এবং ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি

কোথায় এ আদালত বসবে? *ধারা-৬*

যে ইউনিয়নে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা বিরোধের কারণ উদ্ভব হয়েছে সে ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে। পক্ষগণের বসবাস একই ইউনিয়নে হলে সে ইউনিয়নেও গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদন করা যাবে।

চেয়ারম্যান অসমর্থ হলে বা নিরপেক্ষ না হলে কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন? *ধারা ৫(২) ও বিধি ১২ ।(১)*

গ্রাম-আদালত রায় প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময়ে যদি কোনো কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন বা বিবদমান কোনো পক্ষ তাঁকে নিরপেক্ষ বলে মনে না করে, তাহলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় বিরোধের

ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি শুনানি করে যাঁদেরকে ইতোমধ্যে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যেকোনো সদস্যকে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন।

বিবাদের কোনো পক্ষে একাধিক ব্যক্তি থাকলে *ধারা-৫(৩)*

বিবাদের কোনো পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাঁদের পক্ষের জন্য দু'জন সদস্য মনোনীত করতে আহ্বান জানাবেন এবং যদি তাঁরা অনুরূপ মনোনয়নদানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে সদস্য মনোনয়নের জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং সে অনুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করবেন।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন *ধারা-৫(৪)*

বিবাদের কোনো পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনীত করা সম্ভব না হলে *ধারা-৫(৫)*

যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনীত করা সম্ভব না হয়, তবে অনুরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই গ্রাম আদালত গঠিত হবে এবং তা বৈধভাবে তার কার্যক্রম চালাতে পারবে।

আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ *ধারা-১৪*

গ্রাম আদালতে উকিল নিয়োগ করা যাবে না। তবে পর্দানশীন নারী বা সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করে বিনা খরচে কোনো ব্যক্তিকে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

সদস্যগণের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা *বিধি-১১*

সদস্যগণের নাম প্রাপ্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ১ নম্বর ফরমের রেজিস্টারের সিদ্ধান্ত কলামে সদস্যগণের নাম লিপিবদ্ধ করবেন।

প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও পক্ষগণের সাক্ষ্য দাখিল *বিধি-১৩*

গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে ৩ দিনের মধ্যে আবেদনের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত আপত্তি দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। পক্ষগণকে তাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন।

সাক্ষীর সমন দেয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা *ধারা-১০(১) ক ও খ*

গ্রাম আদালত যেকোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হতে এবং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অথবা কোনো দলিল দাখিল করার জন্য সমন দিতে পারবে। তবে দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৩৩-এর উপ-ধারা (১)-এ যে ব্যক্তিকে স্ব-শরীরে আদালতে হাজির হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া যাবে না। অহেতুক বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধার জন্য কোনো সাক্ষীকে সমন দিতে বা সমন কার্যকর করতে আদালত অগ্রাহ্য করতে পারবে।

সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আবেদনকারীর খরচ প্রদান *ধারা-১০(গ)*

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির ভ্রমণ ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ বাবদ, আদালতের বিবেচনামতে, পর্যাপ্ত অর্থ তাকে প্রদানের জন্য আদালতে জমা দেয়া না হলে, গ্রাম আদালত ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেয়ার অথবা কোনো দলিল দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করবে না।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয় দলিল ও বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি *ধারা-১০(ঘ)*

গ্রাম আদালত রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি সম্পর্কিত কোনো গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারি রেকর্ড দাখিলের জন্য কোনো

ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করবে না বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারি রেকর্ড হতে আহরিত কোনো সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করা যাবে না।

সমন অবমাননা করলে কত টাকা জরিমানা করা যাবে? *ধারা-১০(২)*

ধারা ১০-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে জারিকৃত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করলে অবমাননাকারীকে বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

শুনানি মুলতুবি রাখা যায় কিনা? *বিধি ১৪(১)*

সাধারণত গ্রাম আদালত নির্ধারিত দিনে মামলার শুনানি করবে। পর্যাপ্ত কারণ থাকলে শুনানি মুলতুবি করা যাবে। তবে কোনোক্রমে ৭ দিনের বেশি শুনানি মুলতুবি রাখা যাবে না।

ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান *বিধি ১৪(২) ও হলফনামা আইন, ১৮৭৩ ধারা*

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্মতঃ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক বিবৃতি প্রদান করতে নির্দেশ দেবেন এবং এর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবেন।

শপথের নমুনা

'আমি .....ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করছি যে, আমি যা বলব সত্য বলব, সত্য বৈ মিথ্যা বলব না'

প্রথমে কে সাক্ষ্য দেবেন?

প্রথমে বাদী এবং তার সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেবেন। পরে প্রতিবাদী এবং তাঁর সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেবেন।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় সাক্ষী ব্যতীত অন্যান্যদের আদালতের কক্ষের মধ্যে রাখা যাবে কিনা?

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় সাক্ষ্যরত সাক্ষী ব্যতীত সংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীদেরকে গ্রাম আদালতের কক্ষের মধ্যে রাখা যাবে না।

স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান *বিধি ১৪(৩)*

গ্রাম আদালত মামলার যেকোনো পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের যেকোনো বিষয় সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করতে পারে।

শুনানি চলাকালেন আবেদনকারী অনুপস্থিত হলে কী হবে? *বিধি ১৫ (১ ও ২)*

আবেদনকারী অনুপস্থিত হলে সময় প্রদান করা যাবে অথবা মামলা খারিজ করা যাবে। গ্রাম আদালত কর্তৃক মামলা খারিজ হলে যুক্তিসংগত কারণ দর্শিয়ে ১০ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট তা পুনর্জীবিত করার জন্য আবেদন করা যাবে। চেয়ারম্যান আবেদনটি পুনর্বহাল করতে এবং এর শুনানির তারিখ পুনঃধার্য করতে পারেন।

শুনানি চলাকালীন প্রতিবাদী অনুপস্থিত হলে কী হবে? *বিধি ১৬ (১ ও ২)*

প্রতিবাদী অনুপস্থিত হলে সময় প্রদান করা যাবে অথবা একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাবে। সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলার পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশ দিনের মধ্যে প্রতিবাদী গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবেন। যদি চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ ছিল এবং তিনি অবহেলাবশত ঐরূপ কাজ করেননি, তাহলে চেয়ারম্যান মামলাটি পুনর্বহাল করবেন এবং এর পুনঃ শুনানির জন্য তারিখ ধার্য করবেন।

আদালত চলাকালীন গ্রাম আদালত থেকে মামলা স্থানান্তর করা যাবে কী? *ধারা ১৬ / (১ ও ২*

ফৌজদারি মামলা গ্রাম আদালতে চলাকালীন সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন, তিনি শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন মনে করলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত মামলা কোনো ফৌজদারি আদালতে স্থানান্তর করতে পারবেন। গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোনো ফৌজদারি মামলায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত তাহলে গ্রাম আদালত মামলাটির বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য ফৌজদারি আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারবে।

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস প্রজেক্ট ফরম নম্বর ১

মামলার নম্বর :

দাখিলের তারিখ :

মামলার আবেদন

চেয়ারম্যান
ফুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : আটঘরিয়া
জেলা : নাটোর

বিষয় : গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন এবং দাবি ও অভিযোগের বিবরণ।

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা	সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা
কাদের শেখ গ্রাম : করিমপুর ইউনিয়ন : ফুলপুর থানা : আটঘরিয়া জেলা : নাটোর	সিরাজ মাতুব্বর গ্রাম : করিমপুর ইউনিয়ন : ফুলপুর থানা : আটঘরিয়া জেলা : নাটোর	আজিম উদ্দীন ও শামীম খলিফা গ্রাম : করিমপুর ইউনিয়ন : ফুলপুর থানা : আটঘরিয়া জেলা : নাটোর

ঘটনার স্থান :
প্রথম ঘটনা–
আক্কেল আলীর চায়ের দোকান
করিমপুর বাজার

দ্বিতীয় ঘটনা–
সিরাজের বাড়ি

তারিখ :
প্রথম ঘটনা–
২৩ মে ২০০৮

দ্বিতীয় ঘটনা–
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

সময় :
প্রথম ঘটনা–
সন্ধ্যা ৭টা

দ্বিতীয় ঘটনা–
সকাল ১০টা

নিবেদন এই যে,
নাটোর জেলার আটঘরিয়া থানার ফুলপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের সিরাজ মাতুব্বর ২৩ মে ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৭টার দিকে করিমপুর বাজারে আক্কেল আলীর চায়ের দোকানে একই গ্রামের আজিম উদ্দীন ও শামীম খলিফার সামনে আলু চাষের জন্য আট হাজার টাকা ধার নেয়। টাকা নেয়ার সময় শর্ত ছিল যে, সিরাজ মাতুব্বর এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ দেবে এবং আলু ওঠার পর দুই মন আলু দেবে। মাসের পর মাস পার হলেও, সিরাজ মাতুব্বর টাকা ও আলু কোনোটাই দেয়নি। সিরাজ মাতুব্বরের বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে আমি এখন ক্লান্ত। মাছের ব্যবসাও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সিরাজের বাড়িতে টাকা চাইতে যাই। সিরাজ মাতুব্বর সাফ জানিয়ে দেয় সে কোনো টাকা নেয়নি। আমি বললাম, এত বড় মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারলা মাতব্বর? বন্ধুত্বের দাবি নিয়া টাকা ধার নিলা আর এখন তা অস্বীকার করলা! সিরাজ মাতুব্বর আমাকে জাইল্লা ও ছোটলোক বলে গালাগালি করে। বলে, জাইল্লা আমার বন্ধু হইল কবে? আমি তাকে সাবধানে কথা বলতে বললাম। এক কথা দু'কথার পর হঠাৎ সিরাজ মাতুব্বর আমাকে জুতো দিয়ে আঘাত করে। এ ঘটনা তাদের গ্রামের গণ্যমান্যদের কাছে জানিয়ে কোনো ফল পাইনি।
অতএব মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা, গ্রাম আদালত গঠন করে আমার পাওনা টাকা উদ্ধার এবং আমাকে অপমান ও মারধর-এর বিচার প্রদান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

তপসিল

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস প্রজেক্ট ফরম নম্বর

মামলার আবেদন আদেশনামা

..... ইউনিয়ন পরিষদ/ গ্রাম আদালত

মামলা নম্বর : ..... মামলার ধরন : .....

বাদী : ..... প্রতিবাদী : .....

আদেশ নম্বর ও তারিখ	আদেশের বিবরণ	চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

মামলা রেজিস্ট্রারভুক্তকরণ
যখন কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হয়, তার বিবরণ গ্রাম আদালত বিধিমালা, ১৯৭৬-এর বিধি ৭ (১) মতে ১ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রার বইতে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্ট্রার বই অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সন আবেদনপত্রের উপর লিখতে হবে।

গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিনিধি মনোনয়ন
প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়কে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ২ জন (১ জন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি) করে সদস্য মনোনয়নের জন্য বলবেন এবং এইরূপে মনোনীত ৪ জন সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়।
গ্রাম আদালত গঠন
১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ (চার) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়।
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
বাদী পক্ষের ২ জন সদস্য
১ জন ইউপি মেম্বার এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি
প্রতিবাদী পক্ষের ২ জন সদস্য
১ জন ইউপি মেম্বার এবং ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি

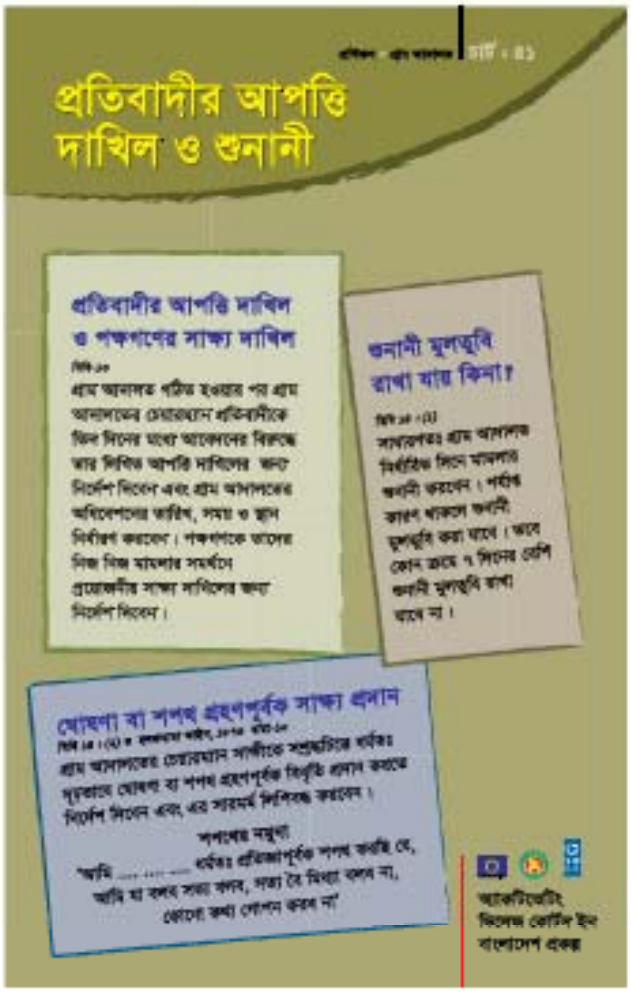
প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও শুনানী
প্রতিবাদীর আপত্তি দাখিল ও পক্ষগণের সাক্ষ্য দাখিল
ধারা ১৮
গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে তিন দিনের মধ্যে অভিযোগের বিরুদ্ধে তার লিখিত আপত্তি দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। পক্ষগণকে তাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দাখিলের জন্য নির্দেশ দিবেন।
শুনানী মুলতুবি রাখা যায় কিনা?
ধারা ১৮ (৩)
সাধারণতঃ গ্রাম আদালত নির্ধারিত দিনে মামলার শুনানী করবেন। পর্যাপ্ত কারণ থাকলে শুনানী মুলতুবি করা যাবে। তবে কোন ক্রমে ৭ দিনের বেশি শুনানী মুলতুবি রাখা যাবে না।
ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ
ধারা ১৮ (২) ও তফসিল ফরম-১০ ও ফরম-১১
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। সুবিধামত ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক বিবৃতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিবেন এবং এর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবেন।
শপথবাক্য নমুনা
"আমি ..... পিতা/স্বামী ..... বয়স ..... পেশা ..... ধর্মের প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করছি যে, আমি যা বলব সত্য বলব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না, কোনো কথা গোপন করব না"
অ্যাকটিভেটিং জিনিয়াস কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া
বিবাদের পক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর পেশ করা
আবেদনপত্র গৃহীত হলে তার বিবরণ রেজিস্ট্রারে লেখা, আবেদনপত্রের উপর আদালতে পক্ষের ও সন লেখা, আবেদনপত্র বাতিল হলে লিখিত আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান
গ্রাম আদালতের সকল কাগজ ও রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা
নির্ধারিত তারিখে প্রতিবাদীকে ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করার জন্য সমন; প্রতিবাদী আবেদনকারীর বাড়ি যেখান নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়ে না
উভয় পক্ষকে ৭ দিনের মধ্যে ২ জন করে সদস্য (একজন ইউপি সদস্য ও একজন ভাগীয় ব্যক্তি) আবেদনের নির্দেশ প্রদান করা
পক্ষগণের মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যানের (ইউপি চেয়ারম্যান), গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিবাদী পক্ষকে ৩ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করার নির্দেশ দেয়া
অতঃপর নির্ধ পক্ষদ্বয়কে আদালতে সাক্ষীসহ উপস্থিতির নির্দেশ গ্রাম আদালতে আইনজীবি নিয়োগ করা যাবে না
অতঃপর তিন পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়ে তার সারমর্ম লেখা। বিবাদের বিষয় বেশিরভাগে রায়ঘোষণার জন্য দিন
সালিসের মোটরি মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশ্য আদালতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা
সিদ্ধান্ত আপিলযোগ্য না হলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা
অ্যাকটিভেটিং জিনিয়াস কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ৮

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আপিল ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সহ বিষয়সমূহ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- সিদ্ধান্ত ঘোষণা
- আপিল
- জরিমানা
- পুনর্বিচার
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন
- মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপিল, জরিমানা, পুনর্বিচার ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময় : ১ ঘন্টা ২০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, দলীয় অনুশীলন, প্রশ্ন-উত্তর

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার প্রদর্শন

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
৩০ মি.	- সিদ্ধান্ত গ্রহণ - সিদ্ধান্ত ঘোষণা	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত ও আদেশ লেখার কৌশলসমূহ এবং সিদ্ধান্তের কাঠামো সম্পর্কে জানবেন। - গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত ঘোষণার নিয়ম জানবেন।	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড হ্যান্ড আউট, কাগজ, কলম, আবেদন ও আদেশনামা	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা, দলীয় অনুশীলন ও ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের পূর্ববর্তী অধিবেশনের শুনানির সূত্র ধরে জানতে চান যে, শুনানি শেষে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং এর কৌশলসমূহ কী কী ? সিদ্ধান্তের কাঠামো কী ধরনের হতে পারে? কীভাবে একটি ভালো সিদ্ধান্ত লেখা যায়? এরপর বলুন যে, কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা সৃষ্টি হয়। মামলার অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ কম। কিন্তু সিদ্ধান্তে কী লেখা হলো বা কী বলা হলো তাতে বাদী প্রতিবাদী ও সাধারণ মানুষ সবার সীমাহীন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এবার প্রশ্ন করুন তাহলে আমরা ভালোভাবে সিদ্ধান্ত লেখার বিষয়টি জানব কি না। সম্ভাব্য উত্তর হবে, হ্যাঁ অবশ্যই। তারপর বলুন, তাহলে এখন আমরা দেখব সিদ্ধান্তের কাঠামো ও সিদ্ধান্ত লেখার কৌশল। তারপর সংশ্লিষ্ট ফ্লিপ চার্ট- ৪৩ (পৃ: ১১২) বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করুন। **ধাপ-২** পাশাপাশি বসা দু'জনকে নিয়ে হাম দল গঠন করুন এবং তাদেরকে পূর্বে দেয়া আবেদনপত্র-এর উপর সম্ভাব্য শুনানি, তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত লিখতে বলুন। সিদ্ধান্ত লেখার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। তারপর সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করে তার মধ্য থেকে ২/৩টি পড়ে মতামত দিন। কী কী তথ্য বাদ পড়েছে তা জানান। সিদ্ধান্তসমূহ ভালোভাবে লেখা হলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। সিদ্ধান্তের উপর পরবর্তীতে মতামত লিখে পরদিন সবাইকে তাদের ফেরত দিন ও রিভিউ সেশনে তা নিয়ে আলোচনা করুন। সিদ্ধান্ত ঘোষণার নিয়ম বলুন এভাবে যে, বিধি ১৮ মতে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান উক্ত আদালতের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করবেন।
১৫ মি.	- আপিল - জরিমানা - পুন র্বিচার	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল-এর নিয়ম জানবেন। সমন বা আদালত অবমাননার জরিমানা করা ও তা আদায়ের প্রক্রিয়া জানবেন। মামলা আপিল বা একতরফা সিদ্ধান্তের পর পুনর্বিচার প্রক্রিয়া জানবেন।	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা ও ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	কখন এবং কোথায় গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে, কখন কেন জরিমানা করা যায় এবং গ্রাম আদালতে পুনর্বিচারের বিধান কী তা আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট ফ্লিপ চার্ট - ৪৪ (পৃ: ১১২) বা পিপিটি স্লাইডসমূহ প্রদর্শন করুন। তার ভিত্তিতে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জানবেন ও বলতে পারবেন।	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা ও ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজ নাকি জটিল? অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে, গ্রাম আদালতকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হয়নি– ইত্যাদি বিষয়ে মতামত নিন। যাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি বিতর্কের মনোভাব সৃষ্টি হয়। তারপর বলুন তাহলে আমরা দেখি গ্রাম আদালত আইনে কী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ফ্লিপ চার্ট- ৪৫ (পৃ: ১১৩) বা পিপিটি স্লাইডসমূহ প্রদর্শন করুন। তার ভিত্তিতে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তত দু'জনকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বলতে বলুন। তাদের উত্তর শোনার পর অপর অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান যে, তারা কোনো তথ্য বাদ দিয়েছে কি ? এভাবে যতদূর সম্ভব সবাইকে আলোচনায় সম্পৃক্তের চেষ্টা করুন।
২০ মি.	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ধাপসমূহ চিহ্নিত করন	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ধাপসমূহ চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।	হ্যান্ড আউট, পোস্টার বা ফ্লিপ শিট, মার্কার, নোট ও কলম	ব্যক্তিগত ও দলীয় অনুশীলন	অংশগ্রহণকারীদের হ্যান্ড আউট প্রদান করে প্রত্যেককে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ধাপসমূহ চিহ্নিত করতে বলুন এবং তা নোট করতে বলুন। তারপর তাদের দুটি বড় দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেকের ধাপসমূহ শেয়ার করে একজনকে তা পোস্টার বা ফ্লিপ শিটে লিখে উপস্থাপনা করতে বলুন। সময় ব্যক্তিগত কাজের জন্য ৫ মিনিট, দলীয় কাজের জন্য ৫ মিনিট এবং উপস্থাপনার জন্য ৫ মিনিট। উপস্থাপনা শুনে কোনো পয়েন্ট বাদ পড়লে তা ধরিয়ে দিন। বলুন আমরা গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম এবং পরবর্তী সেশনে আমরা গ্রাম আদালতের ফরমস ও ফরমেট ব্যবহার সম্পর্কে জানব। ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা : গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

২. ফ্লিপ চার্ট : ৪৩-৪৫

অধিবেশন বিষয়াবলি

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে করণীয়

- আবেদন ভালো করে পড়া
- ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা
- বিরোধীয় বিষয় বা অপরাধের মাত্রা, ধারা এবং দাবি বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পর্যালোচনা করা
- সাক্ষীদের বক্তব্য ভালো করে শোনা ও লেখা
- পুরো বিষয়টি একত্রে পর্যালোচনা করা
- সদস্যদের সাথে পুরো বিষয়টি আলোচনা করা
- সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্য সদস্যদের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া
- সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখা

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গ্রাম আদালত কর্তৃক মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর গৃহীত পদক্ষেপ :

১. গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ১ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রারে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করবেন। [বিধি ১৭(৩)]

২. উল্লিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করার সময় প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে কিনা, এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাত উল্লেখ করতে হবে। [বিধি ১৭(২)]

৩. গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান উহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করবেন। (বিধি ১৮)

৪. প্রত্যেক মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ৪ নম্বর ফরমে একটি ডিক্রী প্রদান করতে হবে যা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। (বিধি ২০)

৫. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ৪ নম্বর ফরমের ডিক্রী রেজিস্ট্রারে উক্ত ডিক্রী লিপিবদ্ধ করবেন। [বিধি ২১ (১)]

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাধ্যকর হওয়া *ধারা ৮। (১)*

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা চার-এক(৪:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক(৩:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য এবং এ আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকর হবে ।

গ্রাম আদালতের ৫ সদস্যের মধ্যে ২ জনের অনুপস্থিতিতে ৩-০ (সর্বসম্মত) সিদ্ধান্ত হয় কী না?

গ্রাম আদালতের ০৫ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত গ্রাম আদালতের ০২ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে এবং বাকি ৩ জন সদস্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করলে উক্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হয় না। (২৮ ডি.এল.আর. পৃষ্ঠা ৩০১)

আপিল *ধারা ৮ (২)*

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন : দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপিল করতে পারবে। আপিলের ক্ষেত্রে উল্লেখিত আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উচ্চতর কোনো আদালতে আর আপিল করা যাবে না।

গ্রাম আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া *ধারা ৮ (৪)*

অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এ আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী গ্রাম আদালত কর্তৃক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা অন্য গ্রাম আদালতসহ অন্য কোনো আদালতে বিচার্য হবে না।

পুনর্বিচার *ধারা ৮*

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন ঃ দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবার ফলে আপিলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাতে পারবে।

পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে

আপিলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে আদালত পুনরায় মামলাটি নতুন মামলা হিসেবে রেজিস্টারভুক্ত করে পক্ষদ্বয়কে শুনানির জন্য নোটিশ প্রদান করবে ও শুনানির পর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে মামলা নিষ্পত্তি করবে।

ডিক্রি বা আদেশ সংশোধন *বিধি ২১(২)*

ক্ষেত্রমতো ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সহকারী জজ কর্তৃক ৮ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত কোনো আদেশ যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানাতে হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তদনুযায়ী উক্ত ডিক্রি বা আদেশ সংশোধন করবেন এবং ৫ নম্বর ফরমে ডিক্রি রেজিস্টারেও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেই মর্মে লিপিবদ্ধ করবেন।

ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান *বিধি ২২*

গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করবেন সেই মেয়াদের মধ্যে ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে, কিন্তু কোনোক্রমে তা চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ছয় মাসের অধিক হবে না।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদ্ধতি

ক্ষতিপূরণ প্রদান বা সম্পত্তি বা এর দখল প্রত্যর্পন করা *ধারা ৯ (১) বিধি ১৭ (১ ও ২)*

গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা সম্পত্তি বা এর দখল প্রত্যর্পনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদানসহ তা ১ নম্বর ফরমের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে।

দাবি মিটানো বাবদ কোনো অর্থ প্রদান বা কোনো সম্পত্তি অর্পণ করা হলে *ধারা ৯ (২)*

গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবি মিটানো বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করা হলে অথবা কোনো সম্পত্তি অর্পণ করা হলে গ্রাম আদালত উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্যের রেজিস্টার লিপিবদ্ধ করবে।

অর্থ প্রদান করা না হলে *ধারা ৯ (৩)*

যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1930)-এর অধীন আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য সহকারী জজ আদালতে প্রেরণ *ধারা ৯ (৪)*

যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্য কোনো প্রকারে দাবি মিটানো সম্ভব, সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য বিষয়টি এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে এবং অনুরূপ আদালত এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ *ধারা ৯(৫)*

গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে।

ক্ষতিপূরণের টাকা কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে?

ক্ষতিপূরণের টাকা কত কিস্তিতে, কত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে তা সিদ্ধান্তের মধ্যে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। সিদ্ধান্তে তা লেখা না থাকলেও গ্রাম আদালত কর্তৃক ক্ষতিপূরণের টাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

গ্রাম আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানা করতে পারে?

১. গ্রাম আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।

২. সমন অবমাননা করলে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।

গ্রাম আদালত অবমাননা বলতে কী বুঝায়?

আইনসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি –

১. গ্রাম আদালত বা এর কোনো সদস্যকে আদালত চলাকালে অশালীন কথা বললে, ভয়ভীতি দেখালে, আক্রমণাত্মক বা অন্য কোনো আচরণ দ্বারা কোনো প্রকার অপমান করলে; বা

২. গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে কোনোরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে; বা

৩. গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও কোনো দলিল দাখিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর না করলে; বা

৪. গ্রাম আদালতের যে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য, সেরকম কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলে; বা

৫. সত্য কথা বলার শপথ গ্রহণ করে বা গ্রাম আদালতের নির্দেশমতো প্রদত্ত জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে গ্রাম আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হবেন।

সমন বা কোর্ট অবমাননার জরিমানার টাকা গ্রাম আদালত কর্তৃক আদায় সম্ভব না হলে করণীয়? *ধারা ১২ (১ ও ২)*

জরিমানার টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা আদায়ের জন্য প্রেরণ করবেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তা আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন এবং উক্ত অর্থ আদায় করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে তা প্রেরণ করবেন। জরিমানা অনাদায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করতে পারবে।

জমাকৃত অর্থ প্রদানের সময় *বিধি ৩৪*

গ্রাম আদালত বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কোনো পক্ষকে প্রদেয় কোনো অর্থ প্রাপ্ত হলে তা আবেদনের তারিখ হতে যথাসম্ভব সাত দিনের মধ্যে উক্ত পক্ষকে প্রদান করতে হবে।

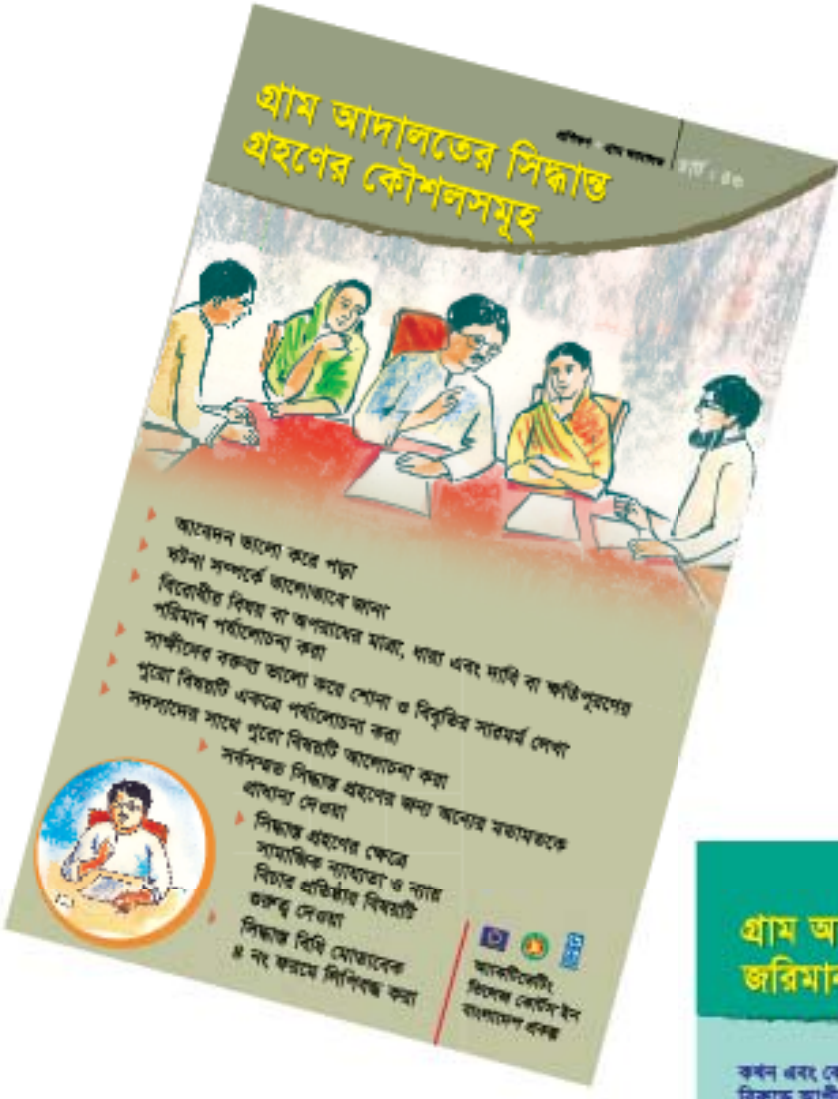
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলসমূহ
আবেদন ভালো করে পড়া
ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা
বিরোধীর বিষয় বা অপরাধের মাত্রা, ধারা এবং দাবি বা ক্ষতিপূরণের পরিমান পর্যালোচনা করা
সাক্ষীদের বক্তব্য ভালো করে শোনা ও বিবৃতির সারমর্ম লেখা
পুরো বিষয়টি একত্রে পর্যালোচনা করা
সদস্যদের সাথে পুরো বিষয়টি আলোচনা করা
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া
সিদ্ধান্ত বিধি মোতাবেক ৪ নং ফরমে লিপিবদ্ধ করা
অ্যাকটিভেটিং ডিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে আপীল, জরিমানা, পুনর্বিচার
কখন এবং কোথায় গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) বা এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল করতে পারবেন। আপীলের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উচ্চতর কোনো আদালতে আর আপীল করা যাবে না।
গ্রাম আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানা করতে পারে?
গ্রাম আদালত ইহার অবমাননার অপরাধের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।
সমন অমান্য করলে গ্রাম আদালত ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারে।
গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার বিধান
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩:২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হওয়ার ফলে আপীলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাতে পারবে।
পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে
আপীলের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠালে আদালত পুনরায় মামলাটি নূতন মামলা হিসেবে রেজিস্ট্রারভুক্ত করে পক্ষদ্বয়কে শুনানীর জন্য নোটিশ প্রদান করবে ও শুনানী শেষে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে মামলা নিষ্পত্তি করবে।
অ্যাকটিভেটিং ডিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

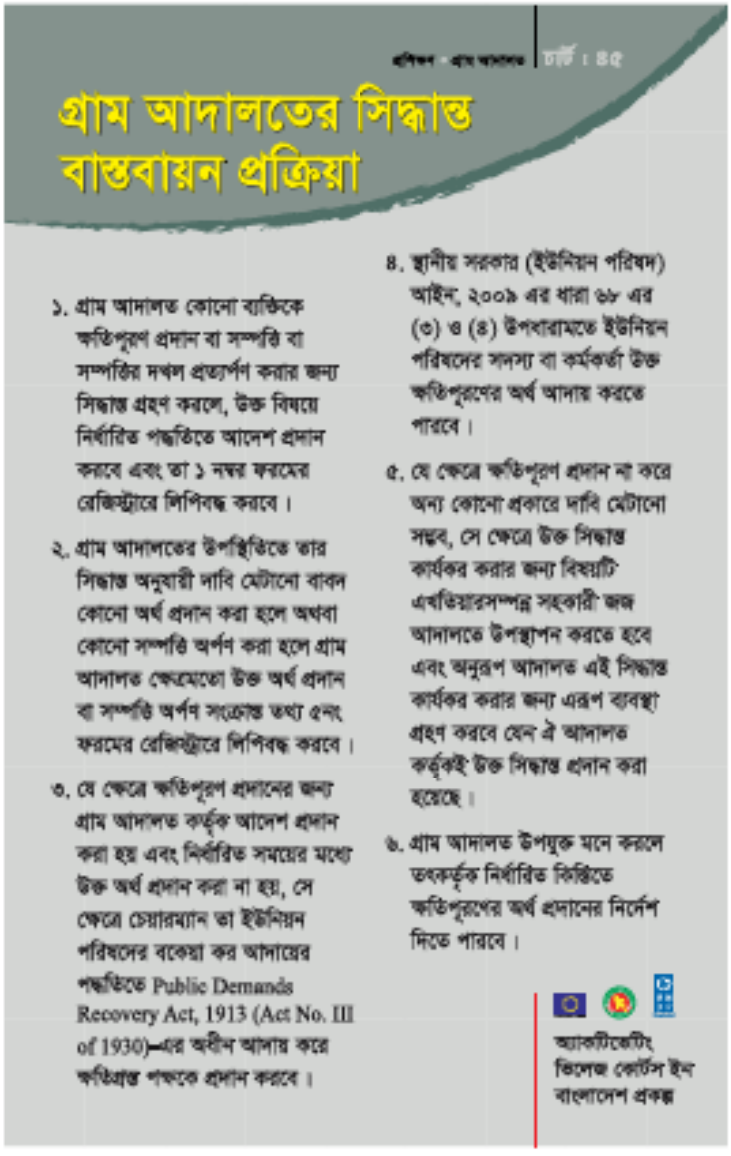
চার্ট : ৪৫
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
১. গ্রাম আদালত কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা সম্পত্তি বা সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করবে এবং তা ১ নম্বর ফরমের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে।
২. গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবি মেটানো বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করা হলে অথবা কোনো সম্পত্তি অর্পণ করা হলে গ্রাম আদালত ক্ষেত্রমতো উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্য ৫নং ফরমের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে।
৩. যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1930)-এর অধীন আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবে।
৪. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর (৩) ও (৪) উপধারামতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা কর্মকর্তা উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারবে।
৫. যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্য কোনো প্রকারে দাবি মেটানো সম্ভব, সে ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিষয়টি এবডিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে এবং অনুরূপ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।
৬. গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে।
অ্যাকটিভেটিং, ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ৯

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ফরম্যাট পরিচিতি

সহ বিষয়সমূহ

- ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা
- গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট (মামলার আবেদনপত্র, আদেশনামা, সমন, মামলার রেজিস্টার ..) পরিচিতি ও প্রদর্শন
- কী কাজে এবং কেন ব্যবহার করা হয়

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা কী তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট, যেমন– মামলার আবেদনপত্র, আদেশনামা, সমন, মামলার রেজিস্টার ইত্যাদির সাথে পরিচিত হবেন ও তা কী কাজে এবং কেন ব্যবহার করা হয় জানবেন ও ব্যবহার করতে পারবেন।

সময় : ৫৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, দলীয় অনুশীলন, প্রশ্ন-উত্তর

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার প্রদর্শন

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২০ মি.	- ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা - গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট (মামলার আবেদনপত্র, আদেশনামা, সমন, মামলার রেজিস্টার ..) পরিচিতি	- ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা কী বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন - গ্রাম আদালতে ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবেন	ডকুমেন্টেশন বিষয়ক গল্প, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	ডকুমেন্টেশনের এর প্রয়োজনীয়তাসমূহ স্লাইডে প্রদর্শন, বড় দলে আলোচনা	প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের পাঠ সহায়িকা- ১ এ দেয়া : ডকুমেন্টেশন বিষয়ক গল্পটি প্রদান করুন ও বলুন। তাদের গল্পটি পড়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলুন। গল্প পড়ার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। কেন ঘটনাটি ঘটেছে আর দু'টি পরিবার পথে বসেছে মাত্র ৪৬০ টাকার জন্য, তার কারণ বলতে বলুন। আলোচনা শুনে বলুন, শুধুমাত্র লিখিত হিসাব না রাখার জন্য এত বড় সর্বনাশ হলো দুটো পরিবারের। ডকুমেন্টেশন কী ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এভাবে বলুন, যেকোনো দাপ্তরিক বা বিচারিক কাজ বা প্রক্রিয়া লিখিত আকারে নির্দিষ্ট নিয়মে সংরক্ষণ করা হলে তাকে ডকুমেন্টেশন বলে। ডকুমেন্টেশনের ফলে দাপ্তরিক বা বিচারিক কাজ বা প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব হয় এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তারপর ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তাসমূহ স্লাইডে বা ফ্লিপ চার্ট- ৪৬ (পৃ: ১৪১) প্রদর্শন করুন ও ব্যাখ্যা করুন।
২৫ মি.	- গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরমেটের কাজ এবং ব্যবহার	- গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাটের সাথে পরিচিত হবেন এবং তা কী কাজে ব্যবহার হয় তা জানতে পারবেন	গ্রাম আদালতের ফরমস ও ফরম্যাট, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	বিভিন্ন ফরম্যাটের স্লাইড প্রদর্শন, আলোচনা	প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ফরমস ও ফরম্যাটের একটি সেট প্রদান করুন। অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী অধিবেশনে ব্যবহারের জন্য ফরমস ও ফরম্যাটসমূহে কিছু না লিখে খালি রাখতে বলুন। তারপর পিপিটি স্লাইডে বা ফ্লিপ চার্ট- ৪৭ ও ৪৮ (পৃ: ১৪১)-এর একটি একটি করে দেখান এবং কোন ফরমস বা ফরম্যাট কী কাজে ব্যবহৃত হয় তা বলুন। এভাবে প্রত্যেকটি ফরমেট দেখিয়ে তা কোন কাজে ব্যবহৃত হবে তা বিস্তারিত আলোচনা করুন ও সেশন শেষ করুন।
২০ মি.	আদেশনামা লিখার কৌশল ও নমুনা আদেশনামা	- আদেশনামা লিখার কৌশল বলতে পারবেন - আদেশনামার নমুনা সম্পর্কে জানতে পারবেন		আলোচনা, ফ্লিপ চার্ট বা স্লাইড প্রর্দশন	আদেশনামা লেখার কৌশলসমূহ স্লাইডে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন। সহায়ক গ্রাম আদালতের আদেশনামা কী ও কেন তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন এবং তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নমুনা আদেশনামা প্রদর্শনের মাধ্যমে উদাহরণ সহকারে উপস্থাপন করুন। গ্রাম আদালতের সদস্যদের আদেশনামা লেখার কৌশল জানা যে খুব জরুরি তা বুঝিয়ে বলুন এবং ফ্লিপ চার্ট ৪৯-৫৩ (পৃ: ১৪২-১৪৩) প্রদর্শন করুন যাতে নমুনা আদেশনামা বর্ণিত আছে।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা– ১ : ডকুমেন্টেশন বিষয়ক গল্প

২. পাঠ সহায়িকা– ২ : গ্রাম আদালতের বিধি নির্দেশিত ফরমসমূহ

৩. পাঠ সহায়িকা– ৩ : গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ফরমসমূহ

৪. ফ্লিপ চার্ট– ৪৬-৫৩

অধিবেশন বিষয়াবলি

ডকুমেন্টেশন ও এর প্রয়োজনীয়তা কী?

যেকোনো দাপ্তরিক বা বিচারিক কাজ বা প্রক্রিয়া লিখিত আকারে নির্দিষ্ট নিয়মে সংরক্ষণ করা হলে তাকে ডকুমেন্টেশন বলে। ডকুমেন্টেশনের ফলে দাপ্তরিক বা বিচারিক কাজ বা প্রক্রিয়া স্থায়ী হয় এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। গ্রাম আদালত বা অন্য কোন আদালতের কার্যক্রম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। কারণ এতে বিচারিক কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। বিরোধীয় পক্ষগণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা আদালত মামলা চলাকালীন বা মামলার পরবর্তী সময় কোনো তথ্য জানতে চাইলে তা প্রদান করা সহজ হয়। এতে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আইনি সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়।

নিম্নলিখিত কারণে ডকুমেন্টেশন করা প্রয়োজন

১. মামলার প্রক্রিয়া, অগ্রগতি ও বিভিন্ন ধাপ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য

২. মামলার আদেশ, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ, সিদ্ধান্ত/রায় ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণের জন্য

৩. গ্রাম আদালতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তদারকি নিশ্চিতকরণের জন্য

৪. আপিলের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন আদালতকে মামলার তথ্য প্রদানের জন্য

৫. দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য

৬. গ্রাম আদালতের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য

৭. ভবিষ্যতে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য

৮. মামলা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের জন্য

৯. ডকুমেন্টেশনের অভাবে জটিলতা পরিহার করার জন্য

১০. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য

গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন ও এর প্রয়োজনীয়তার কিছু উদাহরণ

বিবাদের পক্ষদ্বয়কে গ্রাম আদালতের বিবাদী সম্পর্কিত নথিপত্র পরিদর্শনের অনুমতি *বিধি ২৩*

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ কোনো আদালত না থাকলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে পঁচাত্তর পয়সা ফিস প্রদানের পর গ্রাম আদালতের বিবাদ সম্পর্কিত নথিপত্র পরিদর্শনের অনুমতি দিবেন।

নথিপত্র অথবা কোনো রেজিস্টারে লিপিভুক্ত বিষয় বা এর অংশবিশেষের নকল সরবরাহের অনুমতি *বিধি ২৪*

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ আদালত না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে প্রতি একশত শব্দ বা এর অংশবিশেষের জন্য পঞ্চাশ পয়সা হারে ফিস প্রদানের পর সিদ্ধান্ত নথিপত্র অথবা এ বিধিমালা মোতাবেক রক্ষিত কোনো রেজিস্টারে লিপিভুক্ত বিষয় বা এর অংশবিশেষের নকল সরবারহ করবেন।

গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত ফরমস্ ও ফরম্যাটসমূহ

বিধি নির্দেশিত ফরমসসমূহ

১. মামলার রেজিস্টার [৭ বিধি দ্রষ্টব্য]
২. প্রতিবাদীর প্রতি সমন [৯(১) বিধি দ্রষ্টব্য]
৩. সাক্ষীর প্রতি সমন [৯(২) বিধি দ্রষ্টব্য]
৪. ডিক্রি বা আদেশের ফরম [২০ বিধি দ্রষ্টব্য]
৫. ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টার [২১ বিধি দ্রষ্টব্য]
৬. ফিস বা জরিমানা রসিদ [২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]
৭. ফিস বা জরিমানার রেজিস্টার [২৫(২) বিধি দ্রষ্টব্য]
৮. অর্থ আদায় [২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]
৯. জরিমানা আদায় [২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]
১০. গ্রাম আদালতের যান্মাসিক রিটার্ণ [৩১ বিধি দ্রষ্টব্য]
১১. ফৌজদারি আদালতে মামলা হস্তান্তর [৩২ বিধি দ্রষ্টব্য]

বিধি নির্দেশিত নয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ফরমস্ ও ফরম্যাটসমূহ

১. মামলার আবেদন
২. আদেশনামা
৩. সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা
৪. সদস্য মনোনয়ন ফরম
৫. সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র
৬. মামলার হাজিরা
৭. মামলার স্লিপ
৮. আপসনামা
৯. ডাক রেজিস্টার
১০. গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার
১১. বিরোধ নিস্পত্তির বিবরণী

গল্প

৪৬০ টাকার জন্য সর্বস্বান্ত হলো দু'পরিবার

মাহতাব সাহেব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তাঁর অফিস ঢাকায় কিন্তু তাঁর পরিবার দিনাজপুরের বিরলে বসবাস করে। তাঁর স্ত্রী ফরিদা শিমুলতলার লালুর দোকান থেকে বাকিতে মালপত্র কেনাকাটা করেন। মাস শেষে তাঁর স্বামী টাকা পাঠালে তিনি বাকির টাকা শোধ করেন। একবার মুদি দোকানের হিসাব নিয়ে দোকানি লালুর সাথে সামান্য ঝগড়া হয়। লালু লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তার হিসেব রাখার তারিফ করে সবাই। কিন্তু ফরিদা অনড় তার হিসাবে– সেও মুখে মুখে হিসাব রাখে। তার হিসাবে কখনও ভুল হয় না। মাহতাব সাহেব আসার পর এ নিয়ে লালুর সাথে ঝগড়া হয়। মাহতাব সাহেব বললেন, 'দশ-বিশ টাকা হলে কথা। একেবারে ৪৬০ টাকার গরমিল। লালুর নিশ্চয় লোভ হয়েছে, তাই সে হিসাবে গোলমাল করেছে।' লালু এ কথায় খুব রেগে গেল সে মাহতাব সাহেবকেও শুনিয়ে দিল, 'কেরানির চাকরি করেন, লম্বা কথা বলেন কেন? আপনার কয় টাকা আছে যে, আমি লোভ করব?' মাহতাব সাহেবের বড় ছেলে সুমন কারমাইকেল কলেজে পড়ে। সে লালুকে মারতে উদ্যত হলে লালুর সাথে এ নিয়ে ধস্তাধস্তি হয়। স্থানীয়ভাবে বিচার বসে কিন্তু কেউ বিচার মানেনি। কারণ বিচার করা লালুকে ৪৬০ টাকা দাবি না করার জন্য বলেন। কিন্তু লালু নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'পাওনা টাকা আমি মাফ করতে পারবো না।' তারপর মাহতাব সাহেব তার দারোগা বন্ধুকে বিষয়টি জানালে সে থানায় মামলা করতে বলে। লালুকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সে এক সপ্তাহ হাজত খাটে। এ নিয়ে লালুও পরে মামলা করে। মাহতাব সাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে মামলার পিছনে ছোটেন। গ্রামের মানুষ এ নিয়ে দু'ভাগ হয়ে যায়। লালুর ব্যবসাও লাটে ওঠে। লালুর মামলা যখন বিচারে ওঠে তখন আদালতে সাক্ষ্য-প্রদানের সময় মূল তথ্য বের হয় যে, সুমন দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করেছে– যা তার মা জানে না। লালুও সেটা আলাদা করে হিসাব রাখেনি। কারণ সুমন প্রায়ই এটা সেটা দোকান থেকে নেয় এবং মাস শেষে তার মা তা পরিশোধ করে। পরে লালুই স্থানীয় চেয়ারম্যানকে মামলাটি স্থানীয়ভাবে আপস করতে বলেন। শেষে উভয় পক্ষের আপস মীমাংসা হয়।

১ নম্বর ফরম

মামলার রেজিষ্টার

[৭ বিধি দ্রষ্টব্য]

বছর	মামলার নম্বর	মামলা গ্রহণের তারিখ	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়	প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়	আবেদনকারীর সদস্যগণের নাম	প্রতিবাদীর সদস্যগণের নাম	গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নাম	বিরোধের আদালতের মূল্যায়ন	প্রতিবাদীর আপত্তি থাকলে এর সারাংশ	সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত কীনা এবং তা না হলে সংখ্যা গরিষ্ঠতার অনুপাত	এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজের কোনো আদেশ থাকলে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

২ নম্বর ফরম

প্রতিবাদীর প্রতি সমন

[৯ (১) বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবর .....

.....

যেহেতু..... এর.....সংক্রান্ত অভিযোগ/ দাবি সম্পর্কে তাঁর আবেদনপত্রের জবাব দেয়ার জন্য আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন; সেহেতু, এতদ্বারা আপনাকে ২০১০.

সালের..... মাসের ..... তারিখ..... টার সময় আমার নিকট হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হলো।

তাং.....

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ইউনিয়ন পরিষদ

সীলমোহর.....

সাক্ষীর প্রতি সমন

[৯ (২) বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম– আদালতের..... নম্বর মামলায়
..... আবেদনকারী বনাম.....

বরাবরে .....

.....

যেহেতু উল্লিখিত মামলায় আবেদনকারী/প্রতিবাদীর পক্ষে কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়া এবং/অথবা নিম্নে বর্ণিত দলিলপত্র পেশের জন্য আপনার উপস্থিতি আবশ্যক, সেহেতু এতদ্বারা আপনাকে ২০১০ সালের ..... মাসের ..... তারিখে ব্যক্তিগতভাবে এ আদালতে হাজির হবার এবং নিম্নলিখিত দলিলপত্র সঙ্গে আনয়নের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো :

১. .....

২. .....

৩. .....

আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আপনি যদি এ আদেশ পালনে ব্যর্থ হন, তা হলে ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইনের বিধানবলি মোতাবেক অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

২০..... সালের..... মাসের..... তারিখ।

সিলমোহর.....

.....
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ডিক্রি বা আদেশের ফরম

[২০ বিধি দ্রষ্টব্য]

.....ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে

..... নম্বর ফরমের..... নম্বর মামলা.....

..... আবেদনকারী ।

বনাম

..... প্রতিবাদী

..... এর দাবি

অদ্য আবেদনপত্রখানি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অত্র গ্রাম আদালতসমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে/..... জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আদেশ প্রদান করছি যে,

.....

.....

.....

.....

তারিখ .....

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর .....

ডিক্রি বা আদেশের ফরম

[২০ বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বৎসর	ক্রমিক নম্বর	১নম্বর ফরমের মামলার নম্বর এবং বছর	আবেদনকারীর নাম	প্রতিবাদীর নাম	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ	ডিক্রি বা আদেশের বিবরণ	গ্রাম আদালতের সম্মুখে দাবি মেটানো হয়েছে কিনা	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী জজ কোনো আদেশ প্রদান করলে তা	যে তারিখে পূর্বে ডিক্রির দাবি মেটাতে হবে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে তা	দাবি মেটানোর তারিখ	যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ডিক্রির দাবি মেটানো অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় তাহলে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

ফিস বা জরিমানা রসিদ

ফিস বা জরিমানা রসিদ [২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]	ফিস বা জরিমানা রসিদ [২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]
নম্বর.....	নম্বর.....
১. ইউনিয়ন পরিষদের নাম	১. ইউনিয়ন পরিষদের নাম .....
২. প্রদানকারীর নাম.....	২. প্রদানকারীর নাম.....
৩. প্রদত্ত ফিস বা জরিমানার পরিমাণ	৩. প্রদত্ত ফিস বা জরিমানার পরিমাণ .....
৪. বিবরণ	৪. বিবরণ .....
৫. প্রদানের তারিখ.....	৫. প্রদানের তারিখ.....
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
সিলমোহর	সিলমোহর

ফিস বা জরিমানার রেজিষ্টার

[২৫(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নম্বর	প্রদানকারীর নাম	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	বিবরণ	প্রাপ্তির তারিখ	৭ নম্বর ফরমে রসিদের নম্বর	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

অর্থআদায়

[২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবরে ..... উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

.....

.....

যেহেতু ১৯ ..... সালের ..... নম্বর মামলা সংক্রান্ত ..... টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইনের ৯ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক .....
এর নিকট হইতে উক্ত অর্থ আপনি আদায় করিবেন এবং তাহা ..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ.....

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর

জরিমানা আদায়

[২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবরে .....

.....

(নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট).....

যেহেতু ..... (ঠিকানার) নাম..... এর উপর ..... টাকা জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে এবং তাহা আদায় হয় নাই; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইনের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক আপনি উক্ত জরিমানা আদায় করিবেন এবং তাহা ..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ.....

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর.....

১০ নম্বর ফরম

গ্রাম আদালতের ষান্মাসিক রিটার্ন

[৩১ বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ

১. বৎসর.....

২. দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা.....

৩. নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা .....

৪. বিচারাধীন মামলার সংখ্যা .....

৫. যে সকল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে তাদের সংখ্যা.....

৬. আদায়কৃত ফিস .....

৭. ধার্যকৃত জরিমানা .....

৮. আদায়কৃত জরিমানা .....

তারিখ.....

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর.....

১১ নম্বর ফরম

ফৌজদারি আদালতে মামলা হস্তান্তর

[৩২ বিধি দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদে

বরাবরে .....

(ফৌজদারি আদালত).....

যেহেতু গ্রাম আদালতের মতে এতদসংলগ্ন আবেদন সম্পর্কিত ব্যাপারে সুবিচারের উদ্দেশ্যে ..... অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত; সেইহেতু আমরা এতদ্বারা মামলাটি আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আপনার আদালতে ইহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

তারিখ.....

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর.....

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প ফরম নং ১

মামলার আবেদন

মামলার নম্বর :

দায়েরের তারিখ :

মামলার ধরন :

চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:.....

জেলা:.....

বিষয় : গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন ও অভিযোগ/দাবীর বিবরণ ।

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা

ঘটনার স্থান :

নিবেদন এই যে,

তারিখ :

সময় :

তফসিল :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

জাতীয় পরিচয়পত্র নং.....

(প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)

আদেশ নামা

..... ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলা:..... জেলা:.....

মামলা নম্বর :..... মামলার ধরন :.....

আবেদনকারী :..... প্রতিবাদী :.....

আদেশ নম্বর ও তারিখ	আদেশের বিবরণ	চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

অ. পৃ. ল.

গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা

মামলার নম্বর:
দায়েরের তারিখ:
মামলার ধরন:

..... ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা :..... জেলা :.....

বরাবর

নাম:.....

পিতা/স্বামীর নাম:.....

গ্রাম:..... ডাকঘর:.....

ইউনিয়ন:.....উপজেলা:.....জেলা:.....

(আবেদনকারী/প্রতিবাদী)

বিষয় : গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের নির্দেশ ।

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ...

বনাম প্রতিবাদী.....

ধরণ.....

সংক্রান্ত দরখাস্ত/ নালিশের প্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত গঠন করা আবশ্যক ।

উক্ত গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য দুইজন সদস্য (একজন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার ও অন্যজন স্থানীয় ব্যক্তি) মনোনীত করিয়া তাহাদের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে হাতে হাতে অথবা রেজিঃ ডাকযোগে প্রেরণ করিবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইল ।

আদেশক্রমে,

স্মারক নং:.....

তারিখ:.....

চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ

গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরম

বরাবর

চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা :.....

জেলা: .....

বিষয়ঃ গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

মামলা নং..... তারিখ.....

সবিনয়ে আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আবেদনকারী ..... বনাম প্রতিবাদী ..... ধরন ..... সংক্রান্ত বিরোধের প্রেক্ষিতে পঠিতব্য গ্রাম আদালতে আমার পক্ষে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করিলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নাম:	নাম: .....
পিতা/স্বামী:	পিতা/স্বামী: .....
গ্রাম:	গ্রাম: .....
ওয়ার্ড নং:.....	ওয়ার্ড নং:.....
ডাকঘর:.....	ডাকঘর:.....
ইউনিয়ন:.....	ইউনিয়ন:.....
জেলা:.....	জেলা:.....

অতএব জনাবের নিকট আবেদন, উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে আমার মনোনীত সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত (আবেদনকারী/ প্রতিবাদী)

স্বাক্ষর:.....

নাম :.....

তারিখ:.....

গ্রাম আদালতের সদস্য উপস্থিতির অনুরোধ পত্র

..... ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলা :..... জেলা:.....

বিষয় : গ্রাম আদালতের মনোনীত সদস্য হিসাবে উপস্থিতির জন্য অনুরোধ পত্র।

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আবেদনকারী .....

প্রতিবাদী.....ধরন..... মামলা নং..... এর বিচার কার্য পরিচালনার জন্য আপনাকে সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে। আগামী ..... তারিখ ..... বার বেলা ..... টায় উক্ত মামলার শুনানীর সময় ধার্য করা হইয়াছে।

আবেদনকারী কর্তৃক মনোনীত সদস্য:

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নাম:.....	নাম:.....
পিতা/স্বামী:	পিতা/স্বামী: .....
গ্রাম:	গ্রাম: .....
ওয়ার্ড নং:.....	ওয়ার্ড নং:.....
ডাকঘর:.....	ডাকঘর:.....
ইউনিয়ন:.....	ইউনিয়ন:.....
জেলা:.....	জেলা:.....

প্রতিবাদী কর্তৃক মনোনীত সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নাম:.....	নাম:.....
পিতা/স্বামী:	পিতা/স্বামী: .....
গ্রাম:	গ্রাম: .....
ওয়ার্ড নং:.....	ওয়ার্ড নং:.....
ডাকঘর:.....	ডাকঘর:.....
ইউনিয়ন:.....	ইউনিয়ন:.....
জেলা:.....	জেলা:.....

আগামী..... তারিখ..... বার..... টায় উক্ত মামলার শুনানীতে উপস্থিত হইয়া বিচার কার্যে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।

চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ

স্মারক নং ..... তারিখ :.....

মামলা হাজিরা

(আবেদনকারী/প্রতিবাদী/সাক্ষীর হাজিরা)

..... ইউনিয়ন/ গ্রাম আদালত ।

মামলার নম্বর :..... মামলার ধরন :..... মামলা গ্রহণের তারিখ.....

তারিখ	নাম	মামলার পক্ষ/সাক্ষী	স্বাক্ষর

মামলার স্লিপ

.....ইউনিয়ন/গ্রাম আদালত

মামলা নং ..... দায়েরের তারিখ:.....

আবেদনকারী .....

প্রতিবাদী.....

মামলার আগামী তারিখ ও যে জন্য নির্ধারিত .....

বার ..... সময় .....

স্থান .....

আদালত সহকারী

আপোষনামা

বরাবর

চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলা :..... জেলা:.....

বিষয় : গ্রাম আদালতে আপোষনামা ।

আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ... বনাম .....

এর ..... নং মামলার ধরণ ..... সংক্রান্ত দরখাস্ত/ নালিশের স্থানীয়ভাবে নিম্নলিখিত শর্তে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে ।

শর্তাবলী:

১. .....
২. .....
৩. .....
৪. .....
৫. .....

এমতাবস্থায় উক্ত মামলাটি সোলে (আপোষ) সূত্রে নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি ।

নিবেদক

স্বাক্ষর :
আবেদনকারীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
ঠিকানা :
তারিখ :

স্বাক্ষর :
প্রতিবাদীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
ঠিকানা:
তারিখ :

এ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস প্রজেক্ট ফরম নং ৯

..... ইউনিয়ন পরিষদ ডাক রেজিষ্টার

(গ্রাম আদালত সংক্রান্ত)

স্মারক নং	তারিখ	মামলার নং ও তারিখ	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা	পত্র সংক্ষেপ	ডাক খরচ টাকা	মারফত ও চিঠির ধরণ	স্বাক্ষর

গ্রাম-আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিষ্টার

ক্রমিক নং	মামলা নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা	সিদ্ধান্তকৃত টাকার পরিমান ও তারিখ	জমাকৃত টাকা ও তারিখ	টাকা জমাকারীর নাম ও স্বাক্ষর	টাকা গ্রহণকারীর নাম ও স্বক্ষর	গ্রহণকৃত টাকা ও তারিখ	স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

..... ইউনিয়ন পরিষদ/ গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির বিবরণী

ইউনিয়ন :..... উপজেলা :..... জেলা :.....

মাস :..... সন :.....

ক্রমিক নং	মামলার নং তারিখ ও মামলার ধরন	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	নিষ্পত্তির তারিখ	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (টাকায়/অন্যভাবে)	মন্তব্য

স্বাক্ষর.....
কোর্ট এ্যাসিসটেন্ট
তারিখ:

স্বাক্ষর.....
চেয়ারম্যান
.....ইউনিয়ন পরিষদ

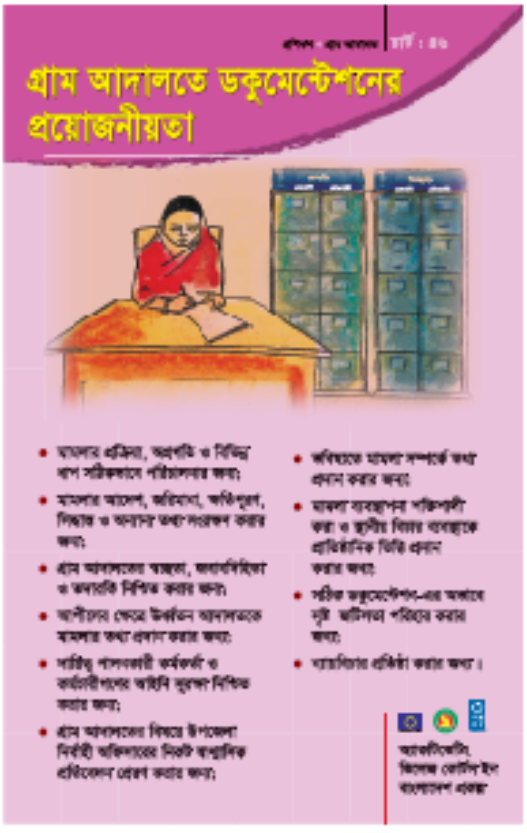
গ্রাম আদালতে ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা
• মামলার প্রক্রিয়া, আরজি ও বিভিন্ন ধাপ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য;
• মামলার আদেশ, অভিযোগ, অতিপুরণ, সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য;
• গ্রাম আদালতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য;
• আপীলের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন আদালতকে মামলার তথ্য প্রদান করার জন্য;
• পরিষদ পাসনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দায়িত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য;
• গ্রাম আদালতের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট বাস্তবায়িক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য;
• অতিযোগে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার জন্য;
• মামলা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করার জন্য;
• সঠিক ডকুমেন্টেশন-এর অভাবে দৃষ্টি আটকানো পরিহার করার জন্য;
• দায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।
আরডিসিসি, জিলেস্ক রোটারি ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

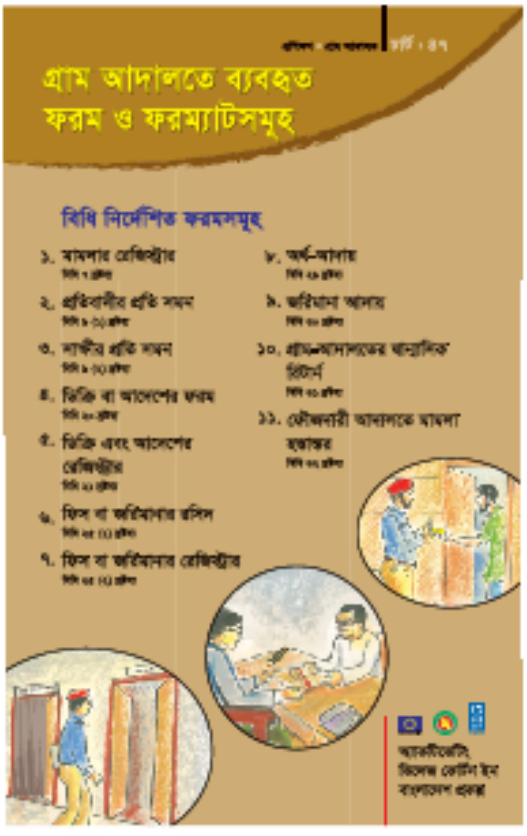
গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত ফরম ও ফরম্যাটসমূহ
বিধি নির্দেশিত ফরমসমূহ
১. মামলার রেজিস্ট্রার
২. প্রতিবাদীর প্রতি সমন
৩. সাক্ষীর প্রতি সমন
৪. ডিক্রি বা আদেশের ফরম
৫. ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্ট্রার
৬. ফিস বা অর্থদণ্ডের রসিদ
৭. ফিস বা অর্থদণ্ডের রেজিস্ট্রার
৮. অর্থ-আদায়
৯. অর্থদণ্ড আদায়
১০. গ্রামআদালতের ব্যবস্থাপক রিটার্ন
১১. ফৌজদারী আদালতে মামলা হস্তান্তর
আরডিসিসি, জিলেস্ক রোটারি ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত অন্যান্য ফরম ও ফরম্যাট
মামলার আবেদন
আদেশনামা
সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা
সদস্য মনোনয়ন ফরম
সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র
মামলার হাজিরা
অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন
মামলার স্লিপ
আপোষনামা
ডাক রেজিস্ট্রার
বিরোধ নিষ্পত্তির বিবরণী
মীমাংসিত বিরোধের আর্থিক ফলাফলভিত্তিক প্রতিবেদন
গ্রাম আদালতের অতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্ট্রার
আরডিসিসি, জিলেস্ক রোটারি ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আদেশনামা
নমুনা আদেশ বিবরণী
'আবেদন গ্রহণ'
'সমন জারি' ও
'আবেদন খারিজ' সংক্রান্ত নমুনা আদেশ
আবেদন গ্রহণ এবং প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি
আবেদন বাতিল
আদালতের সিল

আদেশনামা
নমুনা আদেশ বিবরণী
'প্রতিনিধি
মনোনয়নের নির্দেশ'
'আদালত গঠন' ও 'জনানীর দিন নির্ধারণ'
সংক্রান্ত নমুনা আদেশ
আবেদনকারী ও প্রতিবাদী হাজির হলে
প্রতিবাদী হাজির না হলে (যথাযথভাবে সমন জারি হয়েছে)
গ্রাম আদালত গঠন ও প্রতিবাদীকে আপত্তি দাখিল করার নির্দেশ
জনানীর দিন নির্ধারণ
আদালতের সিল

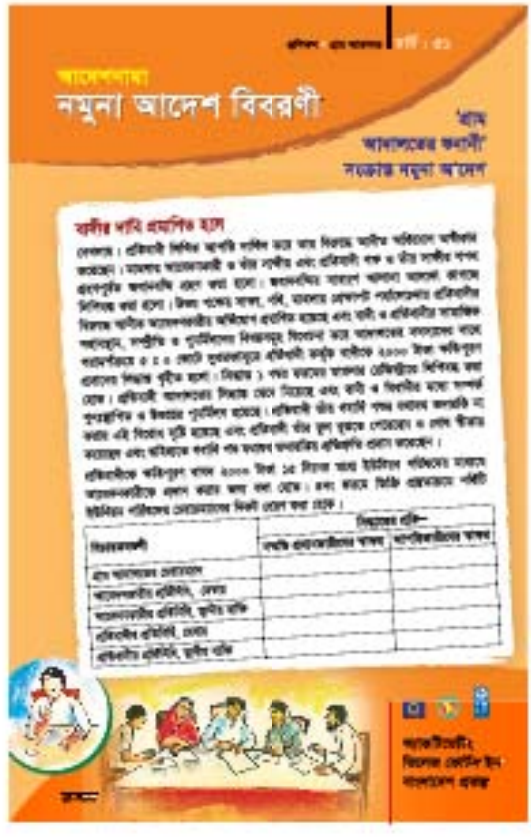
আদেশনামা
নমুনা আদেশ বিবরণী
'গ্রাম
আদালতের জবানী'
সংক্রান্ত নমুনা আদেশ
বাদীর দাবি প্রমাণিত হলে
আদালতের সিল

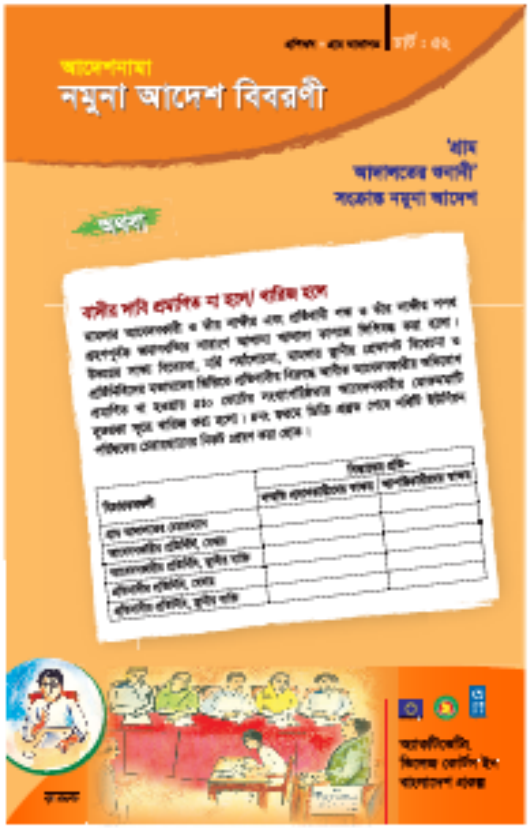
আদেশনামা
নমুনা আদেশ বিবরণী
'গ্রাম আদালতের ওয়ানী' সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

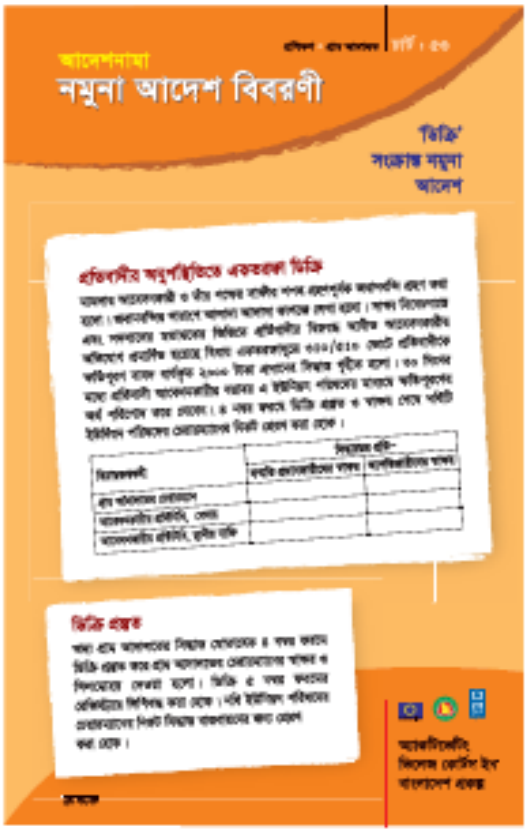
আদেশনামা
নমুনা আদেশ বিবরণী
'ডিক্রি' সংক্রান্ত নমুনা আদেশ

অধিবেশন ১০

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন : ব্যবহারিক কাজ

সহ বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট পূরণের পদ্ধতি ও কৌশল
- সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২টি ফরম্যাট পূরণ (দলগত কাজ)
- দলগত কাজ উপস্থাপন
- ফরম্যাট পূরণ : সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ত্রুটি সংশোধন

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট পূরণের পদ্ধতি ও কৌশল শিখবেন
- ফরম্যাট পূরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত ও সংশোধন করতে পারবেন

সময় : ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, দলীয় অনুশীলন, প্রশ্ন-উত্তর

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার প্রদর্শন

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২০ মি.	বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট পূরণের পদ্ধতি ও কৌশল	বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট পূরণের পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ শিখবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	আলোচনা	গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট ও ফরমসসমূহ পূরণের কৌশল আলোচনা করুন।
৩০ মি.	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২টি ফরম্যাট পূরণ (দলগত কাজ) দলগত কাজ উপস্থাপন	সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২টি ফরম্যাট পূরণ করা শিখবেন দলগত কাজ এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হবে	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট, ১২টি ফরমস ও ফরম্যাট	আলোচনা, দলীয় কাজ ও দলীয় উপস্থাপনা	অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৪টি দল গঠন করুন এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২টি ফরমস ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করুন এবং ফরমস পূরণের বিষয়ে তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করুন। তারপর অধিবেশন ৭-এর পাঠ সহায়িকা–১-এর আবেদন এবং অধিবেশন– ৮-এ প্রস্তুতকৃত একটি সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন করে তার উপর ভিত্তি করে দলীয় কাজের মাধ্যমে ফরমস পূরণ করতে বলুন। দলীয় কাজে সহায়তা করুন এবং দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। দলীয় কাজের সময় ৩০ মিনিট, বলে দিন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনার সময় ৫ মিনিট, বলে দিন। দলীয় উপস্থাপনার পর ফরম্যাট পূরণে সমস্যাসমূহের নোট নিন।
২৫ মি.	ফরম্যাট পূরণ : সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ত্রুটি সংশোধন	ফরম্যাট পূরণে সমস্যা চিহ্নিত করতে ও ত্রুটিসমূহ সংশোধন করতে পারবেন	পূরণকৃত ১২টি ফরমস ও ফরম্যাট, মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট	আলোচনা, দলীয় কাজ	ফরম্যাট পূরণে চিহ্নিত ও সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ তুলে ধরুন এবং দলসমূহকে তাদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করতে বলুন। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তা জানতে চান। প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১.

২.

৩.

৪.

সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা :

সহ সহায়ককে অধিবেশন– ৮-এ অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি সনাক্ত করে তা এ অধিবেশনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রয়োজন অনুযায়ী কপি করে প্রস্তুত করতে বলুন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেশনে তাদের ওনারশিপ বাড়ানো এবং ফরমস ও ফরম্যাট ব্যবহারকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা।

অধিবেশন বিষয়াবলি

গ্রাম আদালতের বিভিন্ন ফরম্যাট ও ফরমসসমূহ পূরণের কৌশল

- গ্রাম আদালত বিধিমালার বিধিসমূহ পড়া ও সে অনুযায়ী ফরমস, ফরম্যাট ও রেজিস্টারসমূহ পূরণের নিয়ম জানা;
- বিধি নির্দেশিত নয় কিন্তু আদালত পরিচালনায় প্রয়োজন এ ধরনের ফরমস, ফরম্যাট ও রেজিস্টারসমূহের ব্যবহার জানা ও বিধি নির্দেশিত ফরমস, ফরম্যাট ও রেজিস্টারের সাথে সমন্বয় করে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার সময় তাদের ব্যবহারের নিয়ম জানা;
- ফরমস, ফরম্যাট ও রেজিস্টারসমূহের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা;
- ফরম্যাট, ফরমস ও রেজিস্টারসমূহ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা ও রেজিস্টারসমূহ বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা;
- প্রয়োজন মতো ফরমস ও ফরম্যাটসমূহ বাদী ও প্রতিবাদীকে সরবরাহ করা, যেমন : গ্রাম আদালতের আবেদন, আপস মীমাংসার ফরম বা ফরম্যাট, সদস্য মনোনয়ের ফরম অথবা ফরম্যাট;
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন ফরমস ও রেজিস্টারসমূহ সাথে সাথে পূরণ করা, যেমন : একটি আবেদন দায়ের হবার পর তা গ্রহণ করা হলে তা মামলার রেজিস্টারে লেখা, ফিস প্রদানের পর রিসিট দেয়া ইত্যাদি;
- ফরমস ও ফরম্যাটসমূহ ব্যবহারের জন্য একটি তালিকা হাতের কাছে রাখা, যাতে গ্রাম আদালত বা ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব ও বেঞ্চ সহকারী তালিকার সাথে তুলনা করে ফরমস ও ফরম্যাট ব্যবহার তদারকি করতে পারেন;
- মাসে অন্তত একবার গ্রাম আদালত বা ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক নিজ ইউনিয়নের আদালত পরিদর্শন করা; এবং
- বেঞ্চ সহকারী বা তাঁর অবর্তমানে ইউপি সচিব কর্তৃক ফরমস, ফরম্যাট ও রেজিস্টারসমূহ প্রতি সপ্তাহে একবার পরীক্ষা করে ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

বেশি ব্যবহৃত ফরমস ও ফরম্যাটসমূহ

বিধি নির্দেশিত

- মামলার রেজিস্টার [৭ বিধি দ্রষ্টব্য]
- প্রতিবাদীর প্রতি সমন [৯(১) বিধি দ্রষ্টব্য]
- সাক্ষীর প্রতির সমন [৯(২) বিধি দ্রষ্টব্য]
- ডিক্রি বা আদেশের ফরম [২০ বিধি দ্রষ্টব্য]
- ফিস বা জরিমানা রসিদ [২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]
- ফিস বা জরিমানার রেজিস্টার [২৫(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

বিধি নির্দেশিত নয়

- মামলার আবেদন
- আদেশনামা
- সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা
- সদস্য মনোনয়ন ফরম
- সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র
- ডাক রেজিস্টার

ফরম্যাট পূরণ : সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ত্রুটি সংশোধন

ফরম্যাট পূরণে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ

- ফরম্যাট বুঝতে না পারা;
- তথ্য যথাযথভাবে না লেখা;
- যথাযথ ঘরে ও স্থানে তথ্য না লেখা;
- তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে না লেখা

মডিউল ৩

সালিশ ও সালিশি পরিষদ

বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা
সালিশি পরিষদ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

অধিবেশন ১১

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা

সহ বিষয়সমূহ

- সালিশ
- সালিশকার/ সালিশকারী
- সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনি ভিত্তি
- সালিশের ধাপ এবং মীমাংসার কৌশল
- সালিশকারীর গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সালিশ ও সালিশকার/ সালিশকারী সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনি ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সালিশের ধাপ এবং মীমাংসার কৌশল এবং সালিশকারীর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন

সময় : ৯০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মুক্ত আলোচনা

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া, হ্যান্ড আউট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	- সালিশ - সালিশকার/ সালিশকারী	- সালিশ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। - সালিশকার/ সালিশকারী কী তা জানবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	আলোচনা ও মুক্তচিন্তার ঝড়	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সালিশ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যাচাই করবেন এবং তাঁদের মতামতের সাথে সহায়ক নিজস্ব মতামতের সমন্বয় করে আলোচনা সমাপ্তি করবেন।
৩০ মি.	- সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনি ভিত্তি	- সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনগত ভিত্তি বর্ণনা করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	আলোচনা ও মুক্তচিন্তার ঝড়	**ধাপ-২** অতঃপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা পাশাপাশি বসেছেন তাঁদের দু'জন দু'জন করে দলে ভাগ করে দেবেন। প্রত্যেক দলকে সালিশ-এর আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করতে বলবেন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সাথে তাঁর নিজস্ব ধারণার সমন্বয় করে সালিশের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আইনগত ভিত্তি বিষয়ে পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট- ৫৪ (পৃ: ১৫৮) উপস্থাপনা করে এ ধাপের সমাপ্তি করবেন।
২০ মি.	- সালিশের ধাপ এবং মীমাংসার কৌশল	সালিশের ধাপ এবং মীমাংসার কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	আলোচনা ও মুক্তচিন্তার ঝড়	**ধাপ-৩** সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, আমাদের মাঝে কারা নিজেদের সাহসী বলে মনে করেন? এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের সাহসী বলে দাবি করবেন তাঁদের কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে সালিশ-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে কীভাবে অভিনয় করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে সময় নির্ধারণ করে দেবেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের অভিনয়টি পর্যবেক্ষণ করে তার সবল এবং দুর্বল দিকসমূহ পয়েন্ট আকারে চিহ্নিত করতে বলবেন এবং তাঁদের মতামত ফ্লিপ চার্ট পেপারে লিখবেন ও কোনো পয়েন্ট বাদ গেলে সংযোজন করবেন। পরিশেষে, পূর্বে প্রস্তুতকৃত ফ্লিপচার্ট– ৫৫ (পৃ: ১৫৯)/ পিপিটি স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে সালিশের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি টানবেন।
২০ মি.	সালিশকারীর গুণাবলি	সালিশকারীর কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	আলোচনা ও দলীয় অনুশীলন	**ধাপ-৪** সহায়ক এ ধাপে অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করবেন। এরপর প্রতিটি দলকে সালিশকারীর কী কী গুণাবলি থাকা উচিত সে সম্পর্কে দলীয় কাজের জন্য পোস্টার কাগজ ও মার্কার সরবরাহ করবেন এবং দলীয় কাজের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দেবেন (সময় ১০ মি.)

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					ছোট দলের আলোচনা শেষ হওয়ার পর বড় দলকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানাবেন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপনার পর অন্যান্য দল প্রশ্নের সুযোগ পাবেন এবং কোনো বিষয় বাদ গেলে তা সংযোজন করতে বলবেন। এভাবে প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষ করবেন এবং পিপিটি স্লাইড-এর আলোকে সেশনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
১০ মি.	আলোচনার সারসংক্ষেপ ও ধন্যবাদ প্রদান	মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ প্রদান	তথ্যপাতা	প্রশ্ন-উত্তর	**ধাপ-৪** সহায়ক সেশনের আলোচনার মূল বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করবেন। তিনি সেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আহ্বান করবেন ও সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেবেন। অতঃপর সকলকে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা: বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা

২. ফ্লিপচার্ট : ৫৪-৫৫

অধিবেশন বিষয়াবলি

বিরোধ মীমাংসায় সালিশ ব্যবস্থাপনা

সালিশ বলতে কী বোঝায়?

সালিশ হচ্ছে বিরোধ মীমাংসার একটি প্রচলিত পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে বিরোধে জড়িত পক্ষসমূহ নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় নিজেদের মধ্যকার বিরোধের সমাধান করে থাকে তাকে সালিশ বলে। সময়ের বিবর্তনে সালিশ ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। আইন দ্বারা সিদ্ধ কোনো স্বীকৃত কাঠামো এবং তদারকি ব্যবস্থার অভাবে মানুষ কখনো কখনো নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এ ব্যবস্থাকে কলুষিত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিবাদ-কলহ নিরসনের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বর এগিয়ে এলেও নিজেদের স্বার্থে সালিশি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে সমাজে ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। অবহেলিত হয় মানুষের ন্যায্য অধিকার। কিছু নিয়ম কানুন মেনে সালিশ পরিচালনা করলে তা সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ মানুষের আগ্রহের জন্য এটি সমাজে বিরোধ নিরসনে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত। সালিশির স্বপক্ষে সরাসরি কোনো আইন রচিত না হলেও বিভিন্ন আইন ও বিধিতে সালিশ ব্যবস্থার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়।

সালিশের আইনগত ভিত্তি আছে কি?

আদালতের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার, অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে বিরোধের সমাধান পাওয়ার প্রত্যাশায় আমাদের দেশের মানুষ সালিশি ব্যবস্থাকে বিরোধ মীমাংসার সহজ ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে লালন করে আসছে। সালিশ ব্যবস্থার গুরুত্বকে অনুধাবন করে আমাদের দেশের আইনও সালিশির মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসাকে উৎসাহিত করেছে। সালিশের স্বপক্ষে সরাসরি কোনো আইন রচিত না হলেও বিভিন্ন আইন ও বিধিতে সালিশ ব্যবস্থার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। বিভিন্ন আইনে বিরোধ মীমাংসায় সালিশের এ সমর্থনকেই সালিশির আইনগত ভিত্তি বলা যেতে পারে। যেমন :

১. গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর ৩(২) (খ) ধারায় বলা হয়েছে কোনো মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে না, যদি বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে।

২. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ (১) ধারায় কিছু কিছু বিরোধের ক্ষেত্রে আপোশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ : আঘাত দেয়া, অন্যায়ভাবে বাঁধা দেয়া, আটক রাখা, মারপিট করা বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা ইত্যাদি। ৩৪৫ (২) ধারায় আদালতে বিচারাধীন কিছু বিরোধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপসের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ : মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা, বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা বিপজ্জনক উপায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করা ইত্যাদি।

৩. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ১০ (৩) ধারাতে বলা হয়েছে, বিচারপূর্ব শুনানিতে আদালত পক্ষসমূহের বিরোধীয় বিচার্য বিষয় নিরূপন করবে এবং সম্ভব হলে পক্ষগণের মধ্যে আপস বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবে।

৪. বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (দেওয়ানি মামলা) : The Code of Civil Procedure (Admendment) Act, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৪ নম্বর আইন)-এর মাধ্যমে Code of Civil Procedure 1908 (Act V of 1908) G 89 A সন্নিবেশের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। বর্ণিত আইনের মাধ্যমে Code of Civil Procedure, ১৯০৮-এ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। বিধানটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ :

(ক) বিবাদী কর্তৃক মামলায় লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রেখে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিজে বা নিযুক্ত আইনজীবীগণ কিংবা আইনজীবী নিযুক্ত না হয়ে থাকলে পক্ষগণের অথবা প্যানেলভুক্ত মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করতে পারবে। ৮৯ অ (১)

(খ) আদালত যে তারিখে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি গ্রহণের বিষয়ে আদেশ প্রদান করবে, উক্ত তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে, তবে আদালত উভয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত দরখাস্ত অথবা কারণ উল্লেখ পূর্বক স্বীয় উদ্যোগে উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করতে পারবে। ৮৯ অ (৪)

(গ) মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ মীমাংসিত হলে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। প্রতিবেদনে অনুরূপ মীমাংসার শর্তাদি লিখিতভাবে চুক্তি আকারে লিপিবদ্ধ করে তাতে সম্পাদনকারী হিসেবে পক্ষগণের স্বাক্ষর কিংবা ক্ষেত্রমতো, বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ, এবং সাক্ষী হিসেবে মধ্যস্থতাকারী ও আইনজীবীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। আদালত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করবে। ৮৯ অ (৫) ১২

(ঘ) এ ধারার অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্পাদিত মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে কোনো আপিল বা রিভিশন দায়ের করা যাবে না। ৮৯ অ (১২)

সালিশির (বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি) আইনগত ভিত্তি

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর ৩(২) (খ)

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর ৩(২) (খ) ধারায় বলা হয়েছে– কোনো মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে না, যদি বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে। ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালার বিধি ৩৩-এ গ্রাম আদালত গঠনের পূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ (১)

ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ (১) ধারায় কিছু কিছু বিরোধ আপোষ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৩৪৫ (২) ধারায় আদালতে বিচারাধীন কিছু বিরোধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোষ করার কথা বলা হয়েছে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ১০(৩) ধারা

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ১০(৩) ধারাতে বলা হয়েছে বিচার-পূর্ব শুনানিতে আদালত পক্ষসমূহের বিরোধীয় বিচার্য বিষয় নিরূপণ করবে এবং সম্ভব হলে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবে।

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (দেওয়ানি মামলা)

The Code of Civil Procedure (Admendment), Act 2003 ও 2006-এর মাধ্যমে The Code of Civil Procedure, 1908-এ ধারা 89A, 89B ও 89C সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্ণিত আইন দ্বারা The Code of Civil Procedure, 1908-এ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

সালিশের প্রয়োজনীয়তা কী?

- বিচার বা শাস্তি নয়, মীমাংসা/সমঝোতা সালিশ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।
- সালিশ সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করে।
- অর্থ ব্যয় না করে, বিরোধের সমাধান করা যায়।
- সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে।
- দ্রুত সমাধানে পৌছানো যায়।
- ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।
- দীর্ঘ বৈরিতা এড়ানো যায়।
- ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।
- দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়।
- দুশ্চিন্তা লাঘব করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করা যায়।

সালিশের গুরুত্ব কী?

- সামাজিক সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে।
- গণতান্ত্রিক, সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা, সমাজের সকলের অংশীদারিত্ব থাকে।
- মানবিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখে।
- সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে জাগ্রত রাখে।
- সামাজিক শ্রেণি, গোত্র, বর্ণ বিভক্তির অবসান ঘটায়।
- ভবিষ্যৎ বিরোধ এড়াতে সহায়তা করে।
- সামাজিক শিক্ষা, আদেশ, উপদেশ, সামাজিক শিষ্টাচার শেখা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র স্থাপন করে।
- মানুষ হিসাবে সমমর্যাদার শিক্ষা দেয়।
- ব্যক্তির মন থেকে ক্রোধ, হিংসা দূর করে এবং ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন করে।
- মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করে।

সালিশি ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসু হওয়ার কারণ কী?

১. মূল সমস্যাসমূহ সহজ করে সালিশি ব্যবস্থা করা হয়।
২. সালিশি ব্যবস্থা সংঘাতমূলক নয়, সহযোগিতামূলক।
৩. মানবিক প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।
৪. স্মৃতি এবং বিশ্বাসভিত্তিক নয়।
৫. মীমাংসার সুযোগ করে দেয়।
৬. বিবাদের গঠনমূলক প্রতিকার দেয়।
৭. বিবাদরত পক্ষকে মানবিক হতে সহায়তা করে।
৮. সমস্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে দেখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৯. বিবাদরত দলকে একটি চুক্তিতে পৌছাতে সাহায্য করে।
১০. উভয় পক্ষকে সমান চোখে দেখে।
১১. মূল সমস্যসমূহ সহজ করে সালিশি ব্যবস্থা করা হয়।

১২. রায় নয়, উপদেশ দেয়া হয়।
১৩. উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা হয়।
১৪. বিবাদের গঠনমূলক প্রতিকার দেয়।
১৫. অতীত নয়, ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা বেশি চিন্তা করে।
১৬. বিবাদরত পক্ষকে মানবিক হতে সহায়তা করে।
১৭. সমস্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে দেখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
১৮. বিবাদরত দলকে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
১৯. বিবাদরত পক্ষ পরস্পরকে অপমান করে না, বরং শ্রদ্ধা করে।
২০. উভয় পক্ষকে সমান চোখে দেখে।
২১. লুক্কায়িত সমস্যা প্রকাশ করে।
২২. সহানুভূতি ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ করে।
২৩. উভয় পক্ষকে লাভবান করে।
২৪. বিবাদের বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। মীমাংসার জন্য উপমা, উদাহরণ ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
২৫. উভয় পক্ষের আবেগ, ক্রোধ এবং ইচ্ছা প্রকাশিত হয়।

সালিশকারী কে?

- দক্ষ ব্যক্তি।
- মনোযোগী শ্রোতা।
- সত্যকে জানার আগ্রহী।
- খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থাকারী।
- বিরোধ মীমাংসার শর্তাবলির প্রতি ওয়াকিবহাল।

সালিশকারীর কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?

১. অবশ্যই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে।
২. পক্ষসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
৩. নিরপেক্ষ থাকতে হবে।
৪. বিবদমান দলসমূহের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
৫. শান্ত ও ভদ্র হতে হবে।
৬. সুনাম ও সুখ্যাতি থাকতে হবে।
৭. ধৈর্য্যগুণ থাকতে হবে।
৮. অবশ্যই আইন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
৯. মনোযোগী শ্রোতা হতে হবে।
১০. অন্যকে বোঝানোর মতো ক্ষমতা থাকতে হবে।
১১. সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসিকতা থাকতে হবে।
১২. জনগণকে একত্রিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
১৩. আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

১৪. বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

১৫. ধর্মীয় জ্ঞান থাকতে হবে।

১৬. সমস্যার মূল বিষয়গুলো বুঝতে হবে।

১৭. অবশ্যই কৌশলী হতে হবে।

১৮. দীর্ঘ সময় কাজের মতো মানসিকতা থাকতে হবে।

১৯. ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানে বিচক্ষণ থাকতে হবে।

২০. ঝুঁকি নেয়ার মতো সাহস থাকতে হবে।

২১. কাজটির প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

২২. বিবদমান পক্ষসমূহের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

২৩. দর কষাকষি পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

সালিশের ধাপসমূহ

বিরোধীয় বিষয়টি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ

অনেক সময় মানুষ মানুষের দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনতে চায় না। বিরোধের সমাধান পাওয়ার প্রত্যাশায় যিনি আপনার কাছে এসেছে তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন। এতে আপনার প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে। বিরোধ মীমাংসার পথ অনেকটা সহজ হবে।

আবেদন গ্রহণ

বিরোধের সমাধানের জন্য আগত ব্যক্তির কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনার পরে চিন্তা করুন তার বিরোধটি সালিশের মাধ্যমে সমাধানের যোগ্য কিনা। বিরোধটি যদি আপসযোগ্য হয় তাহলে বিরোধটি সালিশের মাধ্যমে মীমাংসার জন্য গ্রহণ করুন। লিখিত আবেদন গ্রহণ করা ভালো।

বৈঠকের পূর্বে করণীয়

সালিশকারীদের সাথে যোগাযোগ

এলাকার যাঁরা সালিশের কাজে সময় দেন তাঁদের সাথে যোগাযোগ করুন। আগত বিরোধ সম্পর্কে সালিশকারীদের অবহিত করুন।

বিরোধের প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ

বিরোধের প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি সালিশের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যকার বিরোধের সমাধানে রাজি আছেন কিনা জানুন। যদি তিনি রাজি হন, তা হলে তাঁকে মামলা ও সালিশের তুলনামূলক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করুন। প্রতিপক্ষ যাতে সালিশের মাধ্যমে বিরোধের সমাধান করতে চায় সে ব্যাপারে আপনাকে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে।

সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ

এ ক্ষেত্রে আপনাকে খুব যত্নবান হতে হবে। এলাকার সালিশকারী, বিরোধের আবেদনকারী ও প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হবে। সালিশির স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ স্থানের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিরপেক্ষ স্থান হলেই হবে না, সেখানে যেন আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ, নারী ও পুরুষ সালিশকারী যেতে কোনো বাধা বা নিষেধ না থাকে। সালিশের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেন নারী ও পুরুষ সালিশকারী সময় দিতে পারেন এবং নির্বিঘ্নে নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে পারেন।

অন্যান্য পদক্ষেপ

যদি বিরোধটি জমি সংক্রান্ত হয় তাহলে জমির সত্ত্ব সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র নিয়ে বৈঠকের দিন উপস্থিত থাকার জন্য পক্ষদ্বয়কে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে কাবিননামার কপি, তালাক হয়ে থাকলে তার কপিসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেন, তাও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সালিশি বৈঠকে প্রাথমিক করণীয়

সভাপতি নির্বাচন

সালিশি বৈঠকের জন্য প্রয়োজনে একজন সভাপতি নির্বাচন করুন। উপস্থিত সালিশকারীদের মধ্য থেকে বয়স্ক এবং যার বৈঠক নিয়ন্ত্রণ-এর মতো যোগ্যতা আছে এ ধরনের একজন সালিশকারীকে সভাপতি নির্বাচন করলে ভালো হয়। সভাপতি নির্বাচন প্রস্তাব এবং সমর্থনের মধ্য দিয়ে হলে ভালো হয়।

সভাপতির স্বাগত বক্তব্য

সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করুন। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সভার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা চলাকালীন কিছু নিয়মনীতির কথা উল্লেখ করতে পারেন। যেমন সভাপতির অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না। কথা বলার জন্য হাত তুলে অনুমতি প্রার্থনা করা। সভাপতি যাঁকে কথা বলার সুযোগ দেবেন তিনিই কথা বলবেন। একসাথে একের অধিক লোক কথা না বলা। সকলের মাঝে সহনশীল মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা ইত্যাদি।

সালিশি বৈঠকে খোলামেলা আলোচনা

আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের বক্তব্য শোনা

মনোযোগ সহকারে আবেদনকারী প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের বক্তব্য শুনুন। মনোযোগ দিয়ে বক্তব্য না শুনলে বিরোধের মূল সমস্যা চিহ্নিত করতে কষ্ট হবে। মূল সমস্যা চিহ্নিত করতে না পারলে সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় আবেদনকারী প্রতিপক্ষ যখন কথা বলে তখন সালিশকারীদের কেউ কেউ একে অন্যের সাথে কথা বলতে থাকেন। এসব সালিশকারীদের পক্ষে অনেক সময়ে বিরোধের মূল সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না।

ব্যাখ্যা চাওয়া

উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে যে সকল বিষয়ে অমিল রয়েছে সে সব বিষয় সম্পর্কে স্ব স্ব পক্ষের যুক্তি, প্রমাণ, সাক্ষ্য, দলিলাদির ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বিরোধের সঠিক তথ্য বের করে আনা যায়।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান

মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণ

অনেক সময় এক পক্ষ যে সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করে আলোচনায় দেখা যায় সে বিষয়টির পেছনে অনেক কারণ নিহিত থাকে, যা থেকে সমস্যার উৎপত্তি। বিরোধীয় বিষয়টি পুরোপুরি নিষ্পত্তি করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আবেদনকারী যে বিষয়টির উপর অভিযোগ দায়ের করেছেন বিষয়টি আসলে তা নয়। এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় ও সাক্ষীদের বক্তব্য শ্রবণ, দলিলপত্রাদি পর্যালোচনা এবং বাস্তবতার নিরিখে মূল সমস্যাটি চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের মতামত আহ্বান করতে হয়।

সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা

আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের কথা শোনার পরে বিরোধের মূল সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। বিরোধের মূল সমস্যা চিহ্নিত করার পরে উপস্থিত সালিশকারীগণ পরামর্শ করুন এবং বিরোধের সমাধানের উপায় বের করতে উদ্যোগী হোন। পক্ষদ্বয়ের মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সমাধানসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

যদি দু'পক্ষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর হয় সে ক্ষেত্রে–

প্রয়োজনে সালিশির আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন সালিশকারীকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। মনোনীত সালিশকারী পৃথক স্থানে গিয়ে একটি সমাধানে আসার চেষ্টা করবেন। তবে পৃথক বৈঠকের জন্য বেশি সময় নিবেন না। মনে রাখতে হবে এ ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ কেবলমাত্র মীমাংসায় উপনীত হতে সহায়তা করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতেই নিতে হবে।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দরকষাকষি

মনোনীত সালিশকারীগণ একটি যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর জন্য দরকষাকষি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যৌক্তিকতা তুলে ধরে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থানে সহজে উপনীত হতে পারেন। এভাবে সিদ্ধান্তে গেলে তা উভয় পক্ষের জন্যই সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষদ্বয়ের সাথে আলোচনা

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষদ্বয়ের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করুন। পক্ষদ্বয় এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হলে তাদের নিকট নিজেদের যুক্তি তুলে ধরুন। অতঃপর পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে তাদের পছন্দের সিদ্ধান্তটি সালিশি বৈঠকের সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্ধারণ করুন।

মীমাংসায় পৌঁছানো ও চুক্তি লিখন

সভাপতি কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণা

দু'পক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা এবং পক্ষদ্বয় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে কিনা তা পুনরায় জানা।

সিদ্ধান্তসমূহ লিখিতকরণ

পক্ষদ্বয় সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নেয়ার পরে তা লিখে রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত লিখে না রাখলে কী ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিছুদিন পরে তা মনে নাও থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত লেখার কাগজে আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ এবং উপস্থিত সালিশকারীদের স্বাক্ষর অবশ্যই রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হয় কিনা সেটি দেখার জন্য উপস্থিত সালিশকারীদের মধ্য থেকে দু'একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলো কিনা সে সম্পর্কে তারা খোঁজ-খবর রাখবে।

ফলোআপ করা

গৃহীত সিদ্ধান্ত কত দিন কার্যকর থাকল, ভবিষ্যতে একই বিষয় নিয়ে আবার বিরোধ হলো কিনা ইত্যাদি বিষয় ফলোআপের জন্য উপস্থিত সালিশকারীদের মধ্য থেকে দু'তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া।

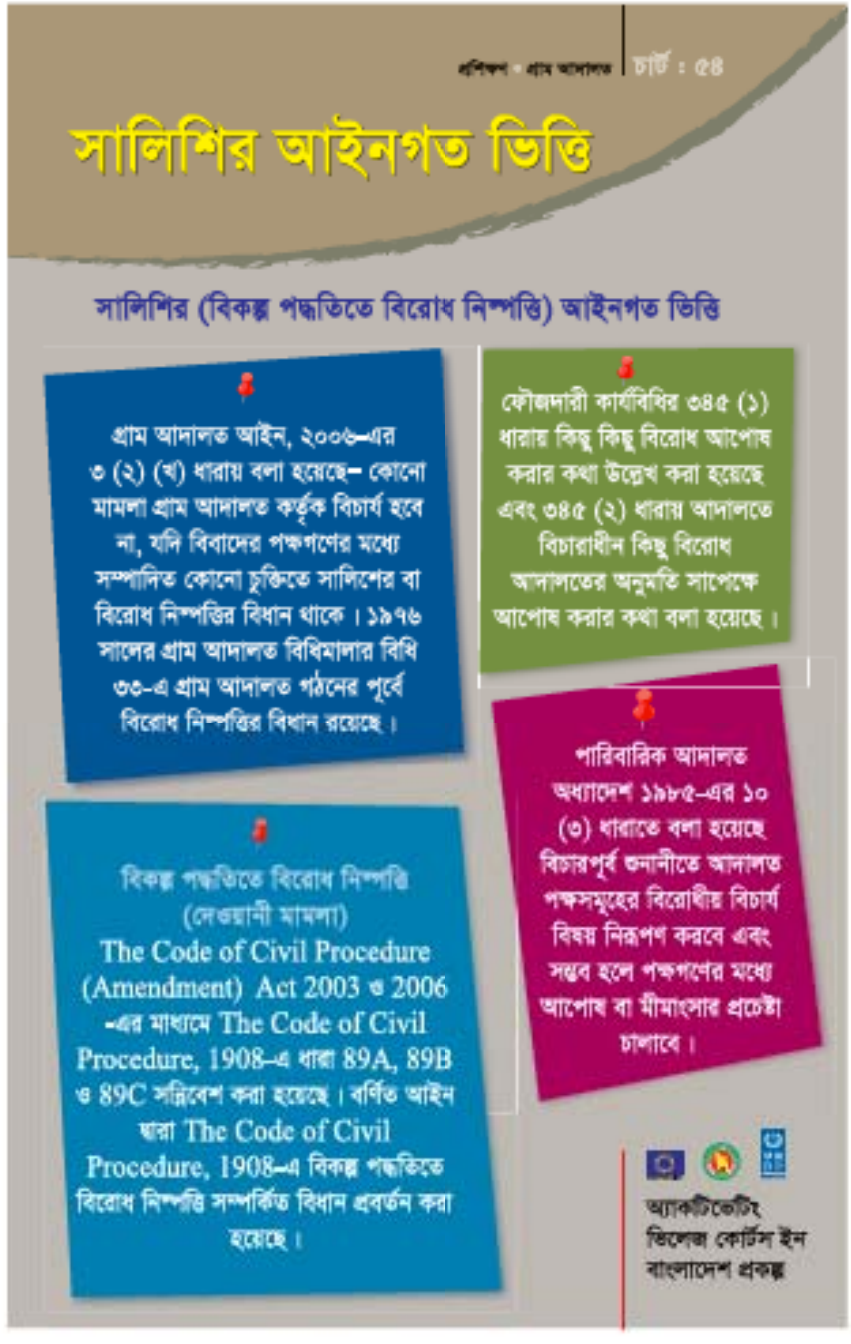
প্রশিক্ষণ • গ্রাম আদালত | চার্ট : ৫৪
সালিশির আইনগত ভিত্তি
সালিশির (বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি) আইনগত ভিত্তি
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর ৩ (২) (খ) ধারায় বলা হয়েছে- কোনো মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হবে না, যদি বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে। ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালার বিধি ৩৩-এ গ্রাম আদালত গঠনের পূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে।
ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ (১) ধারায় কিছু কিছু বিরোধ আপোষ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৩৪৫ (২) ধারায় আদালতে বিচারাধীন কিছু বিরোধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোষ করার কথা বলা হয়েছে।
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ১০ (৩) ধারাতে বলা হয়েছে বিচারপূর্ব তদানীতে আদালত পক্ষসমূহের বিরোধীয় বিচার্য বিষয় নিরূপণ করবে এবং সম্ভব হলে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবে।
বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (দেওয়ানী মামলা)
The Code of Civil Procedure (Amendment) Act 2003 ও 2006 -এর মাধ্যমে The Code of Civil Procedure, 1908-এ ধারা 89A, 89B ও 89C সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্ণিত আইন দ্বারা The Code of Civil Procedure, 1908-এ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সালিশির ধাপসমূহ
প্রশিক্ষণ • গ্রাম আদালত
চার্ট : ৫৫
১
বিরোধীয় বিষয়টি গ্রহণ ও চূড়ান্তকরণ
আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ
আবেদন গ্রহণ
২
বৈঠকের পূর্বে করণীয়
সালিশকারীদের সাথে যোগাযোগ
বিরোধের প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ
সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ
সালিশি বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় জানানো
৩
সালিশি বৈঠকে প্রাথমিক করণীয়: সভাপতি নির্বাচন
সভাপতির স্বাগত বক্তব্য
সালিশি বৈঠকে খোলামেলা আলোচনা
আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের বক্তব্য শোনা
ব্যাখ্যা চাওয়া
৪
সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান
মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণ
সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা
দু'পক্ষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর হলে জুরিবোর্ড গঠন
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দরকষাকষি
প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষদ্বয়ের সাথে আলোচনা
৫
মীমাংসায় পৌঁছানো ও যুক্তি লিখন
সভাপতি কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণা
সিদ্ধান্তসমূহ লিখিতকরণ
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ
ফলোআপ করা
অ্যাকটিভেটিং
ভিলেজ কোর্টস ইন
বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ১২

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

সালিশি পরিষদ (Arbitration Council) এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Laws Ordinance, 1961)

সহ বিষয়সমূহ

- সালিশি পরিষদের সংজ্ঞা
- সালিশি পরিষদের গঠন ও এখতিয়ার এবং বিরোধ মীমাংসার কৌশল, আপিল
- বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষের সংজ্ঞা
- মুসলিম পারিবারিক আইনে বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষ
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিশি পরিষদের অবদান

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- সালিশি পরিষদের সংজ্ঞা এবং সালিশি পরিষদের গঠন ও এখতিয়ার এবং বিরোধ মীমাংসার কৌশল, আপিল ইত্যাদি জানবেন
- বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষের সংজ্ঞা ও মুসলিম পারিবারিক আইনে বহুবিবাহ, তালাক, খোরপোষ সম্পর্কে সম্যক অবগত হবেন
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিশি পরিষদের অবদান জানবেন

সময় : ৭৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড়দলে আলোচনা, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
০৭ মি.	সালিশি পরিষদের সংজ্ঞা	সালিশি পরিষদের সংজ্ঞা জানবেন	মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	বড়দলে আলোচনা, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের দু'জনকে তালাক ও বহুবিবাহ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা বলতে বলুন। তারপর বহুবিবাহের উপর একটি নিয়ন্ত্রিত বিতর্ক পরিচালনা করুন। প্রশ্ন করুন, বহুবিবাহ ভালো না খারাপ? এর পক্ষে বিপক্ষে কথা আসবে। বলুন, আমরা একজন একজন করে কথা বলি– যাতে প্রশিক্ষণের পরিবেশ বজায় থাকে। এরই সূচনা ধরে আলোচনা শুরু করুন এভাবে, যদি কেউ বহুবিবাহ করেন তাহলে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর স্ত্রী সালিশি পরিষদে যেতে পারেন। তাহলে আসুন আমরা জানি সালিশি পরিষদ কী? তারপর পিপিটি স্লাইড বা **ফ্লিপ চার্ট - ৫৬** (পৃ: ১৭২) উপস্থাপন করে ধারণা পরিষ্কার করুন।
৩০ মি.	সালিশি পরিষদের গঠন, এখতিয়ার, প্রতিনিধি মনোনয়ন, পরিবর্তন, চেয়ারম্যানের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	১. সালিশি পরিষদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন ২. এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবেন	– হোয়াইট বোর্ড, - মার্কার, - মাল্টিমিডিয়া স্লাইড বা ফ্লিপ চার্ট, - মার্কার, – পোস্টার কাগজ - VIPP কার্ড	বড়দলে আলোচনা, প্রদর্শন, দলীয় অনুশীলন, বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণ, মুক্তচিন্তার ঝড়, অভিজ্ঞতা বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-২** ● প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে সালিশি পরিষদের সম্পর্কে জানতে চান। প্রয়োজনে কয়েকজনের মতামত নিয়ে বোর্ডে বা ফ্লিপ চার্টে লিখুন। ● একইভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইন মোতাবেক সালিশি পরিষদ গঠন, এখতিয়ার ও প্রতিনিধি নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করে পিপিটি স্লাইড প্রদর্শন করুন। চেয়ারম্যানের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবেন। একই সাথে চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে কী করণীয় তা জানান। ● এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের দু'ভাগে ভাগের জন্য এক, দুই করে গুনতে বলবেন এবং সকল এক এবং সকল দুইকে নিয়ে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করুন। এভাবে গ্রুপ গঠনের পর অংশগ্রহণকারীদের ১০ মিনিটের মধ্যে সালিশি পরিষদ কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে ব্যাপারে দলীয় অনুশীলন করে উপস্থাপনার জন্য বলুন। এভাবে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচিত বিষয়গুলো পূর্বে প্রস্তুতকৃত পিপিটি স্লাইড বা ফ্লিপ চার্টে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করুন।
১০ মি.	খোরপোষ	১. খোরপোষ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন	- মাল্টিমিডিয়া - হ্যান্ড আউট, – হোয়াইট বোর্ড, মার্কার,	ভরপুর আলোচনা প্রদর্শন বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ,	**ধাপ-৩** ● সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলুন যে, খোরপোষ এমন একটি বিষয় যা সালিশি পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাজে লাগবে। এমনকি যারা সিবিও সদস্য আছেন তাঁরা সালিশ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবেন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
		২. স্ত্রীর খোরপোষ, সন্তানের খোরপোষ এবং বৃদ্ধ পিতামাতার খোরপোষ আদায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেবেন ৩. এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবেন	- ফ্লিপ চার্ট, - পারমানেন্ট মার্কার, – পোস্টার কাগজ - VIPP কার্ড	মস্তিষ্কের ঝড়, ঘটনা বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	● খোরপোষ বিষয়ে আইনগত ধারণা, আদায় প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থাপনা করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করে তিনটি কেইস স্টাডি বিতরণ করুন। গ্রুপের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বে বর্ণিত গণনা পদ্ধতি (এক, দুই, তিন) ব্যবহার করবেন। বলুন ১০ মিনিটের মধ্যে দলীয় আলোচনা করে উপস্থাপন করতে হবে। ● তিনটি কেইস স্টাডির একটি ঘটনায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষের বিষয়, অন্য ঘটনায় বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় স্ত্রী (একাধিক স্ত্রী) এবং তাদের নাবালক পুত্র ও নাবালক কন্যা সন্তানের খোরপোষ এবং তৃতীয় ঘটনায় বৃদ্ধ পিতামাতার খোরপোষের বিষয় সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা করবেন এবং আদায়ে করণীয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন রাখুন। ● প্রত্যেক দলের একজন ঘটনা সকলকে পড়ে শোনাবেন এবং এ সম্পর্কে দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে করণীয় নির্ধারণ করবেন। ● যে গ্রুপের কাজ আগে শেষ করবেন তাকে প্রথমে উপস্থাপনের আহ্বান জানান। উপস্থাপন শেষে অন্য গ্রুপের মতামত নিন। ● এভাবে তিনটি গ্রুপের উপস্থাপনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের পর ধন্যবাদ জানিয়ে এ সেশনের আলোচনা শেষ করুন।
২০ মি.	বহুবিবাহের আইনগত ভিত্তি এবং প্রক্রিয়া, বহুবিবাহের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়, সাজা	১. বহুবিবাহ, প্রক্রিয়া এবং সাজা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রয়োজনে সালিশি পরিষদের/ সিবিও সদস্য হিসেবে প্রয়োগ করতে পারবে। ৩. সমাজে বহুবিবাহ রোধে ভূমিকা পালন করতে পারবে।	- মাল্টি মিডিয়া - হ্যান্ড আউট, – হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, - ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, – পোস্টার কাগজ	বড়দলে আলোচনা প্রদর্শন বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-৪** ● সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলুন যে, বহুবিবাহ আমাদের সমাজের একটি ব্যাধি– যা সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। সালিশি পরিষদের অন্যতম একটি কাজ হলো বহুবিবাহের আবেদন গ্রহণ করে কাগজপত্র, স্ত্রীর মতামত, বিশেষজ্ঞের মতামত, বিশেষ করে ডাক্তারি সার্টিফিকেট বিশ্লেষণ– পাঁচটি বিবেচ্য বিষয় বিবেচনা করে অনুমতি দেয়া। ● এ পর্যায়ের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের সচেতনতার জন্য জানান যে, স্ত্রী বহাল থাকাবস্থায় সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা যেমন আমরা জানব তেমনি করে অন্যদের জানানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ● বহুবিবাহের আইনগত ভিত্তি, বহুবিবাহের অনুমতি দেয়ার প্রক্রিয়া এবং পাঁচটি বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানুন এবং বোর্ডে লিখুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					● এ পর্যায়ে এক বা একাধিক স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের অধিকার, খোরপোষ বিশেষ করে বহুবিবাহের পর পূর্ববর্তী স্ত্রীদের তাৎক্ষণিক এবং বিলম্বিত দেনমোহর পরিশোধ সম্পর্কে আইনগত ধারণা দিন। ● সহায়ক বহুবিবাহ রোধের আহবান জানিয়ে এ সেশনের আলোচনা শেষ করবেন।
২০ মি.	তালাক, এর পদ্ধতি, তালাকে তওফিজ ও ১৯৩৯ সনের আইন মোতাবেক স্ত্রীর তালাক দেয়ার ক্ষমতা, তালাকের আইনগত ফলাফল এবং হিলা বা মধ্যবর্তী বিয়ে।	১. তালাক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ২. তালাকের পর স্ত্রীর খোরপোষ ও মোহরানা, সন্তানের খোরপোষ আদায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ৩. এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবেন।	- হ্যান্ড আউট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, পোস্টার কাগজ	বড়দলে আলোচনা প্রদর্শন বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ, ভূমিকা অভিনয়, ঘটনা বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর	**ধাপ-৫** ● সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলবেন যে, তালাক এমন একটি ঘৃণ্য শব্দ যা ধর্মীয়ভাবেও পছন্দনীয় নয়। তথাপি বিবাহ বন্ধন ছিন্নের আইনগত প্রক্রিয়া হিসেবে তালাকের আইনগত ভিত্তি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। ● বলুন– আমরা সকলেই জানি, তালাক সালিশি পরিষদের অন্যতম একটি কাজ। তাই যাঁরা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য আছেন তাঁদের অবশ্যই তালাকের আইনগত ভিত্তি, প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। একইভাবে সিবিও সদস্যগণ যাঁরা সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তাঁদের প্রতিনিয়তই তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে সালিশ করতে হবে বিধায় আজকের আলোচ্য বিষয় তাঁদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। ● তালাক বিষয়ে আইনগত ধারণা, ধরন, তালাক দেয়ার পদ্ধতি, স্ত্রীর তালাক, তালাকের ফলাফল সম্পর্কে আইনগত ধারণা উপস্থাপন করুন। ● অংশগ্রহণকারীদের দু'টি গ্রুপে ভাগ করে দু'টি ঘটনা কেইস স্টাডি আকারে ভূমিকা অভিনয়ের জন্য প্রদান করবেন। গ্রুপের ক্ষেত্রে তিনি একটি গ্রুপ ফুলের নামে (শাপলা) এবং অন্য গ্রুপ ফলের নামে (কাঁঠাল) বিভক্ত করবেন। তিনি সকলকে বলবেন, ১০ মিনিটের মধ্যে দলীয় আলোচনা করে উপস্থাপন করতে বলুন। ● দু'টি কেইস স্টাডির একটি ঘটনায় স্বামী কেন এবং কীভাবে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে এবং এ গ্রুপের সবাই দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে কারণ এবং পদ্ধতি চিহ্নিত করবেন। অতঃপর ভূমিকা অভিনয়ের জন্য একজন সালিশকারী, স্বামী, স্ত্রী এবং কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ঠিক করবেন। চিহ্নিত তালাকের কারণ নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে পদ্ধতি অনুসরণের জন্য বলবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক ঘুরে ঘুরে দেখবেন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা। প্রয়োজনে আইনের ব্যাখ্যা দিন। এ পর্যায়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত লিখতে বলুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					• অন্য ঘটনায় স্ত্রী কর্তৃক তালাকের ঘটনা থাকবে এবং ২য় গ্রুপ একই পদ্ধতিতে ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে সালিশের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করুন। • এ পর্যায়ে দু'দলের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পর্ব শেষ করবেন। • তালাকের পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে, বিশেষ করে স্ত্রীর ইদ্দতকালীন খোরপোষ, মোহরানা, সন্তানের খোরপোষ এবং সন্তানের হিফাজত / অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করুন। এ পর্যায়ে স্ত্রী কর্তৃক তালাকের পর তাঁর মোহরানার অধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করুন এবং সকলকে জানাবেন স্ত্রী তালাক দিলে তাঁর মোহরানার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত যে, স্ত্রী তালাক দিলে মোহরানা পাবে না। এ ভুল ধারণা আমরা মানব না এবং অন্যকেও এ বিষয়ে সচেতন করে নারীর মোহরানা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করব।
০৩ মি.	আলোচনার সারসংক্ষেপ ও ধন্যবাদ প্রদান	প্রধান বিষয়সমূহ পুনরালোচনা করা	তথ্য পাতা		**ধাপ-৬** সেশনের আলোচনার মূল বক্তব্য এবং প্রধান বিষয়সমূহ অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করবেন। তিনি সেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কোনো মতামত / প্রশ্ন থাকলে করতে বলবেন এবং প্রশ্ন থাকলে তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেবেন। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সালিশি পরিষদ বিষয়ক সেশন শেষ করবেন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা: সালিশি পরিষদ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

২. ফ্লিপচার্ট : ৫৬

অধিবেশন বিষয়াবলি

ভূমিকা

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর মাধ্যমে মুসলিম আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে উত্তরাধিকার, তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোষ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ। এ আইনের আওতায় তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোষ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের সালিশি পরিষদকে।

সালিশি পরিষদ কী?

সালিশি পরিষদ বলতে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় গঠিত আইনগত ক্ষমতাবান একটি পরিষদকে বোঝায়।

সালিশি পরিষদের এখতিয়ার

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ মোতাবেক সালিশি পরিষদের তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোষ সংক্রান্ত নিষ্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে।

সালিশি পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়?

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অবর্তমানে সালিশি পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি এবং বিরোধীয় পক্ষসূহের প্রত্যেক পক্ষের একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ৩ জনকে নিয়ে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে অথবা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক একজন মুসলমান ইউপি সদস্য সালিস পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীত হবেন।

চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য কত দিনের মধ্যে পক্ষদ্বয়কে নোটিশ দেবেন?

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে কোনো খোরপোষ অথবা বহুবিবাহের দরখাস্ত করা হলে অথবা তালাকের নোটিশ এলে চেয়ারম্যান ০৭ দিনের মধ্যে বিরোধীয় উভয়পক্ষকে একজন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে লিখিত নোটিশ দেবেন।

বিরোধীয় পক্ষ কতদিনের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করে চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন?

প্রত্যেক পক্ষ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়নের আদেশ পাওয়ার ০৭ দিনের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিনিধির নাম মনোনীত করবেন এবং লিখিতভাবে তা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।

কোনো পক্ষ প্রতিনিধি মনোনয়ন না করলে কী হবে?

কোন পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে ব্যর্থ হলে ঐ পক্ষের প্রতিনিধি ব্যতিরেকেই সালিশি পরিষদ গঠিত হবে।

চেয়ারম্যান অমুসলিম হলে অথবা চেয়ারম্যান নিজেই আবেদন করতে চাইলে কীভাবে সালিশি পরিষদ গঠিত হবে?

কোনো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমুসলিম হলে অথবা চেয়ারম্যান নিজেই যদি সালিশি পরিষদের নিকট কোনো আবেদন করতে চান, সে ক্ষেত্রে ঐ ইউনিয়ন পরিষদ একজন মুসলিম সদস্যকে সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যান (সভাপতি) হিসেবে লিখিতভাবে (রেজুলেশনের মাধ্যমে) মনোনীত করবেন। এ মনোনীত ব্যক্তিই সালিশি পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

চেয়ারম্যানকে নিরপেক্ষ মনে না হলে করণীয় কী?

কোনো পক্ষের নিকট সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিরপেক্ষ বলে মনে না হলে তিনি (সংক্ষুব্ধ পক্ষ) অন্য চেয়ারম্যান নিযুক্তির জন্য নির্ধারিত ব্যক্তির (জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার) নিকট লিখিত আবেদন করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করতে হবে। তিনি (জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার) উপযুক্ত মনে করলে ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোনো মুসলিম সদস্যকে সালিশি পরিষদের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করবেন।

চেয়ারম্যানের অবর্তমানে অথবা চেয়ারম্যান শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কে দায়িত্ব পালন করবেন?

চেয়ারম্যানের অবর্তমানে অথবা চেয়ারম্যান শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে বা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে ঐ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ সভা করে রেজুলেশনের মাধ্যমে একজন মুসলিম সদস্য/সদস্যাকে সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যান (সভাপতি) হিসেবে মনোনীত করবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তিনিই সালিশি পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

কোনো পক্ষ তার মনোনীত প্রতিনিধি পরিবর্তন করতে পারবেন কি?

কোনো পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি যদি মারা যান, অসুস্থ হন অথবা কোনো কারণে সালিশি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন কিংবা পক্ষের আস্থা হারিয়ে ফেলেন সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি নিয়ে পূর্বের মনোনয়ন বাতিল করে নতুন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবেন। চেয়ারম্যান কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সময়ের মধ্যে নতুন প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে।

সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্ত কীভাবে গৃহীত হবে?

সালিশি পরিষদের সকল সিদ্ধান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে না, সেসব ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। চেয়ারম্যান অন্যরকম কোনো আদেশ না দিলে সালিশি পরিষদের সকল মীমাংসার বৈঠকই রুদ্ধদ্বার (গোপন) কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

সালিশি পরিষদের মীমাংসার সময়সীমা কত?

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সালিশি পরিষদের সভাপতি সালিশি পরিষদের নিকট আনিত বিষয়সমূহ যত শীঘ্র সম্ভব পরিচালনা (মীমাংসা) করবেন।

কোনো পক্ষ নিজেই সালিশি পরিষদের প্রতিনিধি হতে পারবেন কি?

সালিশি পরিষদের নিকট দায়েরকৃত অভিযোগের সাথে জড়িত কোনো পক্ষ সিদ্ধান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য এ পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন না।

সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা আছে কি?

সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্ত কোনো পক্ষের মনঃপূত না হলে তিনি (স্বামী বা স্ত্রী) সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি দিয়ে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী কী কারণে সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা চান তা উল্লেখ করতে হবে। সহকারী জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খোরপোষ

খোরপোষ বলতে কী বোঝায়?

খোরপোষ হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য ও বাসস্থানের দরকার হয় তা। তবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং খোরপোষের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় বলতে গেলে একজন মানুষের মানুষ হিসেবে বাঁচার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই তার খোরপোষ।

কে কাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য?

স্বামী তার স্ত্রীকে, পিতা তার নাবালক সন্তানকে, সাবালক উপার্জনক্ষম সন্তান তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য। তবে কখনও স্বামী স্ত্রী'র কাছ থেকে খোরপোষ পেতে পারে। স্বামী কাজকর্ম করতে শারীরিকভাবে অক্ষম অন্যদিকে স্ত্রী অগাধ সম্পত্তির মালিক হলে।

স্ত্রী স্বামীর কাছে কতদিন খোরপোষ পাবে?

যতদিন তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বহাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী তার স্বামীর কাছে খোরপোষ পাবে। যদি তালাক হয় তাহলে তালাক কার্যকর হবার পরে স্ত্রী আরও ৯০ দিনের খোরপোষ পাবে।

স্ত্রীর খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে?

যেকোনো নারী বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে স্বামীর সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী খোরপোষ পাবে। অনেক সময় কাবিননামাতে উল্লেখ থাকে স্বামী স্ত্রীকে মাসিক কত টাকা খোরপোষ দেবে।

খোরপোষ পাওয়ার জন্য স্ত্রী কী কী আইনগত প্রতিকার পেতে পারে?

যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা প্রকাশ করলে অথবা খোরপোষ দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করতে পারবে। এছাড়াও স্ত্রী পারিবারিক আদালতে খোরপোষের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

খোরপোষ না দিলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি?

স্ত্রীকে কত দিন খোরপোষ না দিলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবে তা বর্তমানে কাবিননামাতে উল্লেখ থাকে। কাবিননামায় উল্লেখ না থাকলেও দু'বছর যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া খোরপোষ না দিলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে।

স্ত্রী অন্যত্র বসবাস করলে খোরপোষ পাবে কি?

যুক্তিসংগত কারণে স্ত্রী অন্যত্র বসবাস করলে স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ পাবে।

যুক্তিসংগত কারণ বলতে কী কী বোঝায়?

যুক্তিসংগত কারণ বলতে আশু দেনমোহর পরিশোধ না করা, স্ত্রীকে নির্যাতন করা, অবহেলা করা বা স্বামীর নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিকে বোঝায়।

তালাক কার্যকর হওয়ার পরে স্ত্রী স্বামীর কাছে কত দিনের খোরপোষ পাবে?

তালাক কার্যকর হয়ার পরে স্ত্রী স্বামীর কাছে ৯০ দিনের (ইদ্দতকাল) খোরপোষ পাবে। তবে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা থাকলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর কাছে খোরপোষ পাবে।

বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানের কাছে কতদিন খোরপোষ পাবে?

বৃদ্ধ পিতা-মাতা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তারা সাবালক উপার্জনক্ষম সন্তানের নিকট থেকে খোরপোষ পাবে। সাবালক সন্তান উপার্জন করুক বা নাই করুক বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য।

পুত্রসন্তান পিতার কাছে কতদিনের খোরপোষ পাবে?

পুত্রসন্তান সাবালক ও উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পিতার কাছে খোরপোষ পাবে।

কন্যাসন্তান পিতার কাছে কতদিনের খোরপোষ পাবে?

বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কন্যাসন্তান তার পিতার কাছে খোরপোষ পাবে।

বিবাহিত কন্যার খোরপোষের দায়িত্ব কার?

বিবাহিত কন্যার খোরপোষের দায়িত্ব তার স্বামীর।

তালাকপ্রাপ্তা কন্যার খোরপোষের দায়িত্ব কার?

তালাকপ্রাপ্তা কন্যার খোরপোষের দায়িত্ব তার নিজের।

সাবালক অক্ষম/অসুস্থ সন্তানের খোরপোষের দায়িত্ব কার?

সাবালক অক্ষম/অসুস্থ সন্তানের খোরপোষের দায়িত্ব তার পিতার।

নাবালক কন্যা কারণ ছাড়া অন্যত্র বসবাস করলে খোরপোষ পাবে কি?

নাবালক কন্যা কারণ ছাড়া অন্যত্র বসবাস করলে খোরপোষ পাবে না।

অবৈধ সন্তানের খোরপোষের দায়িত্ব কার?

অবৈধ সন্তানের খোরপোষের দায়িত্ব তার মাতার।

খোরপোষের জন্য স্ত্রী কোন চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করবে?

খোরপোষ দাবির সময় স্ত্রী সর্বশেষ যে ইউনিয়নে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল সেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করবে।

একাধিক স্ত্রী থাকলে কোন চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করতে হবে?

একাধিক স্ত্রী থাকলে সর্বপ্রথম যে স্ত্রী যে ইউনিয়নে খোরপোষের আবেদন করেছে সেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট খোরপোষ প্রার্থী স্ত্রীর দরখাস্ত করতে হবে।

স্ত্রী কর্তৃক সালিশি পরিষদের মাধ্যমে খোরপোষ আদায়ের পদ্ধতি কী?

যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী প্রয়োজনীয় খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে স্ত্রী অন্য কোনো আইনানুগ প্রার্থনা করা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে স্বামী কর্তৃক খোরপোষের টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে প্রত্যয়নপত্র জারি করতে পারে।

খোরপোষের টাকা চেয়ারম্যান কীভাবে আদায় করে দিতে পারে?

চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে স্ত্রীর দাবির যুক্তি যাচাইয়ের মাধ্যমে খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত দেবেন এবং সে মোতাবেক একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক খোরপোষের জন্য নির্ধারিত অর্থ সময়মতো পরিশোধ না করলে তা বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়ের মতো আদায়যোগ্য হবে।

সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ পক্ষের অন্য কোনো আদালতে যাওয়ার সুযোগ আছে কি না?

স্বামী বা স্ত্রীর যে কেউ পারিবারিক আদালতে উক্ত প্রত্যয়নপত্রের রিভিশনের জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অন্য কোনো আদালতে এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

তালাক

মুসলিম আইনে তালাক বলতে কী বোঝায়?

মুসলিম আইন মোতাবেক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক বলে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক তালাক প্রদানের নিয়ম কী?

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক ইতোপূর্বে মৌখিকভাবে তালাক উচ্চারণের সংগে সংগে স্বামী স্ত্রীর তালাক ঘটে যাওয়ার যে নিয়ম ছিল তা আর কার্যকর নেই।

স্বামী বা স্ত্রীর যে কেউ তালাক দিক বা যেভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটুক না কেন, যে পক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্যোগ নেবে সে পক্ষ ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়রের নিকট তালাকের কারণ উল্লেখ করে লিখিত নোটিশ পাঠাবে এবং ঐ নোটিশের অনুলিপি তালাক গ্রহীতাকেও দিতে হবে।

চেয়ারম্যান/মেয়রের হাতে যে তারিখে নোটিশ পৌছাবে সেই দিন থেকে ৯০ দিন পর বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। তবে ৯০ দিন শেষ হওয়ার আগে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় অথবা চেয়ারম্যান/মেয়র কর্তৃক সালিশি পরিষদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের সমঝোতা হয় তাহলে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত তালাকের নোটিশের মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ তালাকটি কার্যকর হবে না। তালাকের নোটিশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

তালাকের নোটিশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রকে না দিলে কোনো শাস্তির বিধান আছে কি?

একতরফা তালাকের নোটিশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রকে না দিলে তালাকদাতার এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, দশ হাজার টাকা জরিমানা অথাবা দু'টোই হতে পারে।

স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তালাক দেয়া যায় কী, কখন এ তালাক কার্যকর হবে?

স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তালাক দেয়া যাবে। তবে সন্তান প্রসব বা ইদ্দতের মেয়াদের মধ্যে যেটি পরে ঘটবে সেটি পার হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

তালাকের নোটিশ পাওয়ার পরে চেয়ারম্যান/মেয়র কী ধরণের পদক্ষেপ নেবেন?

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র যেদিন তালাকের নোটিশ পাবেন সেদিন হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সালিশি পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষকে সাত দিনের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য নোটিশ দেবেন।

প্রতিনিধি মনোনয়নের নোটিশ পাওয়ার পরে পক্ষদ্বয়ের করণীয় কী?

প্রতিনিধি মনোনয়নের নোটিশ পাওয়ার পরে পক্ষদ্বয় তাদের পক্ষে একজন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে তার নাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রের নিকট হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করবে।

প্রতিনিধির নাম পাওয়ার পরে চেয়ারম্যান/মেয়র কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন?

পক্ষদ্বয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র সালিশি পরিষদ গঠন করবেন। সালিশি পরিষদের সদস্যগণ উভয়পক্ষকে ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করবেন। সমঝোতা সফলও হতে পারে আবার ব্যর্থও হতে পারে। সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী মিলে গেলে তালাক কার্যকর হবে না। তবে সমঝোতা ব্যর্থ হলে চেয়ারমান/মেয়র যেদিন নোটিশ পাবেন সেদিন হতে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে।

কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা না হয়ে থাকলে স্ত্রীর করণীয় কী?

কাবিননামাতে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা না হয়ে থাকলে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন করে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে।

কী কী কারণে স্ত্রী স্বামীকে আদালতের মাধ্যমে তালাক দিতে পারে?

১. স্বামী যদি ০৪ বছর নিরুদ্দেশ থাকে।
২. যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া স্বামী যদি স্ত্রীকে দু'বছর খোরপোষ না দেয়।
৩. সালিশি পরিষদের অনুমতি না নিয়ে স্বামী যদি পুনরায় বিয়ে করে।
৪. স্বামীর কমপক্ষে ০৭ বছর কারাদণ্ড হয়।
৫. যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া স্বামী ০৩ বছর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় না রাখলে।
৬. স্বামী পুরুষত্বহীন হলে, মানসিক রোগী, কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত এবং মারাত্মক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে।
৭. স্ত্রী নাবালক হলে।
৮. স্বামী নিষ্ঠুর আচরণ (শারীরিক নির্যাতন/অন্য নারীতে আসক্ত) করলে।
৯. স্বামী যদি নষ্টা মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে বা কলঙ্কিত জীবন যাপন করে।
১০. স্বামী যদি স্ত্রীকে অসামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য করে।
১১. স্বামী যদি স্ত্রীকে তার সম্পত্তির উপর বৈধ অধিকার প্রয়োগ করতে না দেয় বা তার সম্পত্তি নষ্ট করে।
১২. স্বামী যদি স্ত্রীকে তার নিজ ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে।
১৩. স্বামীর যদি একের অধিক স্ত্রী থাকে এবং ধর্ম মোতাবেক স্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যদের মতো সমান আচরণ না করে।

তালাকের আইনগত ফলাফল কী?

তালাক কার্যকর হওয়ার পর পরই পক্ষগণের মধ্যে নিম্নলিখিত দায়-দায়িত্ব ও অধিকার সৃষ্টি হয় :

(ক) অন্যত্র বিবাহ

স্ত্রীর ক্ষেত্রে : যদি তাদের দাম্পত্য মিলন হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী তার ইদ্দত কাল শেষ হওয়ার পর অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। দাম্পত্য মিলন না হয়ে থাকলে তালাকের পর পরই স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ করার অধিকার জন্মে।

স্বামীর ক্ষেত্রে : যদি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীসহ চারজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকে তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পর ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক সালিশি পরিষদের অনুমতিক্রমে অন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) দেনমোহর

যদি দাম্পত্য মিলন হয়ে থাকে তবে অনাদায়কৃত দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা তালাকের পরপরই স্ত্রীর পক্ষে আদায়যোগ্য হবে। দাম্পত্য মিলন না হয়ে থাকলে স্ত্রী দেনমোহরের অর্ধেক টাকা পাবে।

(গ) ওয়ারিশ স্বত্ব লোপ

তালাক কার্যকর হওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সম্পত্তিতে অংশ লাভের অধিকার রহিত হয়ে যায়।

(ঘ) দাম্পত্য মিলন অবৈধ

তালাক কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য মিলন অবৈধ হয়ে যায়। ঐ প্রকার মিলনের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম নেবে সে অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে।

তালাক কার্যকর হওয়ার পরও কি এ স্বামী-স্ত্রী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে?

তালাক কার্যকর হওয়ার পর যদি স্বামী-স্ত্রী অনুতপ্ত হয়, তবে পর পর দু'বারই এভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

স্ত্রী নিজেই স্বামীকে তালাক দিলে দেনমোহর পাবে কি?

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দেয়, তারপরেও উক্ত স্ত্রী দাবি করলে তার সম্পূর্ণ দেনমোহর আদায় করতে পারবে।

মুসলমান স্বামী অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় কিনা?

মুসলিম স্বামী অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়।

বহুবিবাহ

বহুবিবাহ বলতে কী বোঝায়?

স্ত্রী বর্তমান থাকাবস্থায় আরেকটি বিয়ে করাকে বহুবিবাহ বলা হয়।

মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ অনুমোদিত। তবে তা শর্তসাপেক্ষ। আইন পাস করে বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। মুসলিম আইনে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে বা সত্যিকারভাবে ব্যক্তিগত ও স্নেহ ভালোবাসার দিক দিয়ে স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ করতে পারবে তখন সে বহুবিবাহ করতে পারবে। তবে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে বহুবিবাহ করে এরূপ শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়।

এক স্ত্রী থাকাবস্থায় কেউ আর একটি বিয়ে করতে চাইলে কী করতে হবে? আবেদনে ফিস লাগে কি?

যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে আরও একটি বিয়ের যুক্তিসংগত কারণ দেখা দেয় বা প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রের নিকট কারণ দেখিয়ে বিয়ের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রস্তাবিত বিয়ের কারণ এবং এ বিয়েতে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি রয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা কর্তৃক গঠিত সালিশি পরিষদের অনুমতি পেলেই সে আর একটি বিয়ে করতে পারবে। বহুবিবাহের আবেদনের সময় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় নির্ধারিত ফি-এর টাকা জমা দেয়ার বিধান রয়েছে।

কোনো চেয়ারম্যান/মেয়রের নিকট বহুবিবাহের দরখাস্ত করতে হবে?

বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীকে দরখাস্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী (একাধিক থাকলে সর্বশেষ স্ত্রী) যে ইউনিয়ন/পৌরসভায় বসবাস করে সে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়রের নিকট আবেদন করতে হবে।

বহুবিবাহ কারর জন্য কেউ চেয়ারম্যান/মেয়রের নিকট আবেদন করলে চেয়ারম্যান/মেয়র কী করবেন?

আবেদনপত্র পাওয়ার পর চেয়ারম্যান/মেয়র স্ত্রী এবং স্বামী উভয়পক্ষের পছন্দ মোতাবেক একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সালিশি পরিষদ গঠন করবেন। সালিশি পরিষদের কাছে স্বামীর আরও একটি বিবাহ-এর ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গত মনে হলে তারা স্বামীকে বহুবিবাহের জন্য তারিখ ও স্মারক নম্বর সহ লিখিত অনুমতিপত্র দেবেন।

কী কী কারণ থাকলে সালিশি পরিষদ বহুবিবাহের অনুমতি দিতে পারে?

বর্তমান স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, শারীরিক মারাত্মক দুর্বলতা, দাম্পত্য জীবন পালনে অক্ষমতা, মানসিকভাবে অসুস্থতা এবং আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য যে কোনো কারণে। উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে যে কোনো একটি কারণ থাকলেই সালিশি পরিষদ বহুবিবাহের অনুমতি দিতে পারে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সনদপত্র থাকতে হবে।

শুধুমাত্র স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই কি বহুবিবাহ করা যায়?

শুধুমাত্র স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বহুবিবাহ করা যায় না। সালিশি পরিষদের মাধ্যমে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত অনুমতিপত্র পাওয়ার পরই কোনো স্বামী বহুবিবাহ করতে পারবে।

বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা আছে কি?

কোনো পক্ষের নিকট সালিশি পরিষদের সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলে উভয় পক্ষই সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সহকারী জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং কোনো আদালতেই এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

সালিশি পরিষদের বিনা অনুমতিতে বহুবিবাহ করলে স্ত্রী কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

কোনো ব্যক্তি যদি সালিশি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে উল্লেখিত আইনগত পদ্ধতি লঙ্ঘন করে বহুবিবাহ করে তাহলে স্ত্রী আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীর এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হবে। প্রয়োজন মনে করলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে এবং বকেয়া দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা ভূমি রাজস্বরূপে আদায়যোগ্য হবে।

চার্ট : ৫৬
সালিশি পরিষদ ও এর গঠন
সালিশি পরিষদ কী?
সালিশি পরিষদ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় গঠিত একটি আইনানুগ পরিষদ। সালিশি পরিষদের আওতায় তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোশ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়।
সালিশি পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়?
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সালিশি পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি এবং বিবদমান পক্ষসমূহের প্রত্যেক পক্ষের একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ৩ জনকে নিয়ে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়।
অ্যাকটিভেটিং জিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

মডিউল ৪

গ্রাম আদালত পরিচালনা অনুশীলন

ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ
দেওয়ানি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ
ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ
গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন : ইউপি প্রতিনিধি ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়
মূল্যায়ন ও সমাপনী

অধিবেশন ১৩

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ

সহ বিষয়সমূহ

- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা
- ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন
- ভূমিকা অনুশীলন
- দলীয় উপস্থাপনা
- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ
- আইনের আলোকে সমাধান

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা ও ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টনসহ ভূমিকা অনুশীলন ও দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন
- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিত করে আইনের আলোকে সমাধান দিতে পারবেন

সময় : ৬০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড়দলে আলোচনা, ভূমিকা অভিনয়

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২০ মি.	– কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা - গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ	কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা এবং এর সাথে গ্রাম আদালতের সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ	লিখিত কেইস স্টাডি	দলীয় আলোচনা	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৪টি সুবিধাজনক দল গঠন করুন তারপর তাদেরকে সংযুক্ত কেস স্টাডি বা ঘটনা বিশ্লেষণ–১ প্রদান করুন এবং তাদের ঘটনাটি বুঝিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে গ্রাম আদালতের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ করতে বলুন। তাদের সাহায্য করে বলুন, তানিয়াকে বখাটেরা যে উত্যক্ত করেছে তা কোন ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট তা দেখুন। তারপর বিবেচনা করুন যদি গ্রাম আদালত সক্রিয় থাকত তাহলে কী হতো? কীভাবে এ ঘটনাটি গ্রাম আদালতের বিচার্য হয়? এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী? **ধাপ-২** দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের ঘটনার সম্ভাব্য বিচার প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত/রায়, রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে বলুন। ফরমস ও ফরম্যাটসমূহ সাজাতে বলুন। তারপর তাদের ভূমিকা বন্টন করতে বলুন।
৩৫ মি.	- ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বন্টন - ভূমিকা অনুশীলন - দলীয় উপস্থাপনা	ভূমিকা অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবেন ও দক্ষতা অর্জন করবেন	ঘটনা বিবরণী ফরমস ও ফরম্যাট হ্যান্ড আউট	ভূমিকা অভিনয়	**ধাপ-৩** কেইস স্টাডি বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে বলুন। যেমন : কে আবেদনকারী হবেন, কে প্রতিবাদী হবেন, কারা সাক্ষী হবেন, কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন এবং কারা সদস্য হবেন, কারা পর্যবেক্ষক (অবজারভার) হবেন ইত্যাদি। ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার সময় অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করুন যাতে তারা দক্ষতার সাথে তা করতে পারে। উপস্থাপনার সময় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরতে বলুন।
০৫ মি.	- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ - আইনের আলোকে সমাধান	ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে আইনের আলোকে তার সমাধান বের করতে পারবেন	পোস্টার, মার্কার ও কলম কাগজ	বড়দলে আলোচনা	**ধাপ-৪** দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তার উপর আলোচনা করে ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :
১. পাঠসহায়িকা– ১ : কেইস স্টাডি– ১ (জেন্ডার)

অধিবেশন বিষয়াবলি

বখাটেদের জন্য ঝরে যায় মেধাবী তানিয়ার জীবন

উদ্দেশ্য: নারীরা কীভাবে সমাজে অমানবিকতার শিকার হচ্ছে তার জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত জানা এবং গ্রাম আদালত কীভাবে এ ধরনের অমানবিকতা প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করতে পারে তা সনাক্ত করা।

উপকরণ: ঘটনা বিবরণ, আইন, বিধি ও পোস্টার বা ব্রাউন পেপার, মার্কার

পদ্ধতি: অংশগ্রহণমূলক আলোচনা (০৫ মি.), দলীয় কাজ (২০ মি.) দলীয় উপস্থাপনা (৫ মি.)।

বখাটেদের জন্য ঝরে যায় মেধাবী তানিয়ার জীবন

তানিয়া পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার আব্দুর রশিদ তালুকদার কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক) শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল। সে ২০০৪ সালের এসএসসি পরিক্ষায় মানবিক বিভাগে এ মাইনাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। নানার বাড়ি বাঁশবাড়ি ইউনিয়নের গছানি খান বাড়িতে থেকে সে পড়াশুনা করত। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং স্থানীয় বখাটে মিরাজ খলিফা, জাফর ও পচু-এর হীন আচরণ, নৃশংসতা ও বর্বরতায় ঝরে যায় তানিয়ার মূল্যবান জীবন।

তানিয়ার পরিচিতি

নাম	:	তানিয়া বেগম (১৭)
মাতা	:	পিয়ারা বেগম
পিতা	:	আবু নোমান মাস্টার
ইউনিয়ন	:	বেতাগী গঠন ডকপুর
উপজেলা	:	দশমিনা
জেলা	:	পটুয়াখালী
বাদী	:	মোঃ নাসির উদ্দিন খান (তানিয়ার মামা)
ঘটনার তারিখ ও সময়	:	২০ মে ২০০৫, সকাল আনুমানিক ৭-৮টা
ঘটনার স্থান	:	দশমিনা আব্দুর রশিদ তালুকদার কলেজের পাশের বয়াতী বাড়ি

আসামীদের পরিচিতি

১. মিরাজ খলিফা (২৮)
পিতা : আবু তাহের খলিফা
(সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক)
গ্রাম : নিজ হাওলা গছানি
ইউনিয়ন : বাঁশবাড়িয়া
দশমিনা, পটুয়াখালী

২. জাফর (২৯)
পিতা : নুর হোসেন বারি
গ্রাম : চর হোসনাবাদ
ইউনিয়ন : বাঁশবাড়িয়া
দশমিনা, পটুয়াখালী

৩. নুর আলম পচু (২২)
পিতা : খোরশেদ হাওলাদার
গ্রাম : গছানি
ইউনিয়ন : বাঁশবাড়িয়া,
দশমিনা, পটুয়াখালী

ঘটনার বিবরণ

ছোটবেলা থেকে তানিয়া পড়াশুনায় মনোযোগী ছিল। তানিয়ারা দু'বোন, এক ভাই। ভাইবোনের মধ্যে তানিয়া বড়। তার ইচ্ছে ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। পড়াশোনায় ভালো এর জন্য তানিয়া নানার বাড়ি (গছানি খান বাড়ি) থেকে দশমিনা আব্দুর রশিদ তালুকদার কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছিল। উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজিতে ভালো করা জন্য সে ইংরেজির শিক্ষক আব্দুল মান্নান স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ত। শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সকালবেলায় কলেজেই প্রাইভেট পড়াতেন। কলেজের পাশে বখাটে মিরাজ, জাফর ও পচু আড্ডা মারত এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতো। কলেজের পাশে জাফর ও পচুর চায়ের দোকান ছিল। ইতোপূর্বে কয়েকটি অনৈতিক ঘটনার জন্য মিরাজের বাবা কয়েকবার জরিমানা দেন। তানিয়া প্রাইভেট পড়তে ও কলেজে আসা-যাওয়ার সময় বখাটে মিরাজ ও জাফর কয়েকবার তাকে উত্ত্যক্ত করে এবং একবার তার নাম জিজ্ঞেস করে। তানিয়া তার মাকে ঘটনা জানায়। তার মা সম্মানের ভয়ে বিষয়টি কাউকে জানাতে নিষেধ করে। কারণ, এতে মেয়ের বদনাম হতে পারে। ঘটনার পূর্বদিন অর্থাৎ ২৪ মে ২০০৫ তারিখ শবেবরাত ছিল। প্রতিবেশি ও তার নানার বাড়ির মেয়েরা জানায় তানিয়া সারা রাত কোরআন ও নামাজ পড়ে। সে স্বভাবে খুব নম্র ও ধার্মিক ছিল। ঘটনার দিন সকালবেলায় সে প্রাইভেট পড়তে যায়। তখন কলেজের পাশে মিরাজ খলিফা, জাফর ও পচু তাকে মুখ চেপে ধরে পাশের বয়াতী বাড়ির খালের পাড়ের ঝোপে নিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করে এবং দশমিনা খালে লাশ ফেলে দেয়। অপর এক জাফর (যে পরে মামলার সাক্ষী হয়) তানিয়ার ছাতা ও স্যান্ডেল পেয়ে তার বাড়িতে রেখে দেয়। সে সূত্র ধরে পুলিশ তিন দিন পর দশমিনা খাল থেকে তানিয়ার লাশ উদ্ধার করে। থানায় হত্যা মামলা হয়। আসামীদের গ্রেফতার ও বিচার নিশ্চিত করতে এলাকায় মিছিল ও মানব বন্ধন হয়। মানববন্ধনে দশমিনা উপজেলার তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) অংশগ্রহণ করে। আসামীরা গ্রেফতার হয় এবং আদালত তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। আসামী পক্ষ হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

দলীয় কাজের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- এ ঘটনার উৎস কী?
- গ্রাম আদালত এ ধরনের অপরাধ প্রতিহত করতে পারে কি না?
- আমাদের সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা আছে কি না?
- কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা যায়?
- নারীর প্রতি এ ধরনের সহিংসতার পারিবারিক ও সামাজিক ফলাফল কী?
- এ ঘটনার জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত কী?

অধিবেশন ১৪

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

দেওয়ানি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ

সহ বিষয়সমূহ

- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা
- ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন
- ভূমিকা অনুশীলন
- দলীয় উপস্থাপনা
- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ
- আইনের আলোকে সমাধান

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা ও ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টনসহ ভূমিকা অনুশীলন ও দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন
- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিত করে আইনের আলোকে সমাধান দিতে পারবেন

সময় : ৬০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড়দলে আলোচনা, সাজানো খেলা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২০ মি.	- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা -ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বন্টন	কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা	লিখিত ঘটনা বিবরণী	দলীয় আলোচনা	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৪টি সুবিধাজনক দল গঠন করুন। তারপর তাঁদেরকে সংযুক্ত কেস স্টাডি বা ঘটনা বিশ্লেষণ– ১ প্রদান করুন এবং তাঁদের ঘটনাটি বুঝিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী তা বের করতে বলুন। **ধাপ-২** দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের ঘটনার সম্ভাব্য বিচার প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত/রায়, রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে বলুন। ফরমস ও ফরম্যাট সমূহ সাজাতে বলুন। তারপর তাদের ভূমিকা বন্টন করতে বলুন।
৩৫ মি.	- দলের সদস্যদের ভূমিকা বন্টন - ভূমিকা অনুশীলন - দলীয় উপস্থাপনা	ভূমিকা অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবেন ও দক্ষতা অর্জন করবেন	ঘটনা বিবরণী ফরমস ও ফরম্যাট হ্যান্ড আউট	বড়দলে আলোচনা	**ধাপ-৩** কেইস স্টাডি বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে বলুন। যেমন : কে আবেদনকারী হবেন, কে প্রতিবাদী হবেন, কারা সাক্ষী হবেন, কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন এবং কারা সদস্য হবেন, কারা পর্যবেক্ষক (অবজারভার) হবেন ইত্যাদি। ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার সময় অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করুন– যাতে তাঁরা দক্ষতার সাথে তা করতে পারেন। উপস্থাপনার সময় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরতে বলুন।
০৫ মি.	- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ - আইনের আলোকে সমাধান	ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে আইনের আলোকে তার সমাধান বের করতে পারবেন	পোস্টার, মার্কার ও কলম কাগজ	আলোচনা	**ধাপ-৪** দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তার ওপর আলোচনা করে ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা– ২ : কেইস স্টাডি– ২ (মো: খলিল মাতব্বর পনের হাজার টাকা আদায় করতে পেরেছে)

খলিল মাতব্বর পনের হাজার টাকা আদায় করতে পেরেছে

সারাংশ

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। অনেক ক্ষেত্রেই ধান ওঠার মৌসুম শুরু হবার আগে ধান ব্যবসায়ী ও চাষীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হয়। অভাবের কারণে বছরের এ সময়ে কোনো কোনো কৃষক বাজার দাম থেকে কম দামে ক্ষেতের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ আবার অল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় ক্ষেতের ধান কিনে থাকে। কেউ কেউ আবার আসল টাকা ও লাভ হিসেবে ধান দেবার কথা বলে টাকা নেয়। ধান পাকার পরে কেউ কেউ ধান পেলেও আবার অনেকে হয় প্রতারিত। ফলে অসহায় মানুষ আরো অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর আওতায় পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বিরোধ মীমাংসার সুযোগ রয়েছে। অসহায় এ সকল ব্যক্তিদের অনেকেই ইউনিয়ন পরিষদে এসে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার চায়, প্রতিকার চায় অবিচারের। বদরপাশা ইউনিয়নের গ্রাম আদালতের রায়ে খলিল মাতব্বর এ ধরনের একটি বিরোধের টাকা ফেরত পেয়েছে।

বিরোধের পটভূমি/কারণ

মাদারিপুর লিগাল এড এসোসিয়েশন বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মাদারিপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় কাজ করে। এখানকার সার্বিক অর্থনীতিই কৃষিনির্ভর। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থায় অপরিকল্পিত বিন্যাসে প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি খুব একটা নেই। যাদের কৃষি কাজ ছাড়া অন্য কিছুর উপায় নেই, তারা অন্যের জমি বর্গা চাষ করে। যেসব কৃষকদের সামান্য জমি আছে, তারাও আর্থিক কারণে জমিতে ধান থাকা অবস্থায়ই বেচে দেয়। মূলত এ ধরনের লেনদেনের প্রচলন এ অঞ্চলে অনেক দিন আগে থেকেই প্রচলিত।

খলিল মাতব্বর ও মোঃ বাবুল বেপারি স্থানীয় টেকেরহাট বন্দরে আলাদা আলাদাভাবে ধান বেচাকেনার ব্যবসা করে। ধান চাষের জন্য বাবুল খলিলের নিকট থেকে ২০০৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ষোল হাজার আটশত টাকা ধার নেয়। শর্ত ছিল দু'মাস পরে বাবুল খলিলকে আসল ষোল হাজার আটশত টাকা এবং লাভ হিসেবে তিন মন ধান দেবে। টাকা নেয়ার পর থেকেই সে টেকেরহাটে ধান বেচাকেনার ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। সে এখন অন্যান্য হাটে পাইকারি ধান বেচাকেনার ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসায় মন্দাভাব। তেমন লাভ হয় না। দিনে দিনে ব্যবসায় সে মার খেতে থাকে। এ সব কারণে শর্ত মোতাবেক বাবুল খলিলের আসল টাকা ও ধান কোনোটাই দিতে পারছে না। ২০০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে খলিল তার পাওনা টাকা ও ধান চাইতে বাবুল বেপারির বাড়িতে যায়। টাকা চাইলে বাবুল নানা ধরণের সমস্যার কথা উল্লেখ করে। টালবাহানা করে খলিলকে সে টাকা না দিয়েই বিদায় করে দেয়। এদিকে খলিলও আজকাল আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। তারপর এতগুলো টাকা বাবুলের নিকটে আটকে আছে। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে ছোটাছুটি করে সে কোনো ফল পায়নি। অন্য কোনো উপায় না দেখে বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদে আসে। গ্রাম আদালতে মামলার সিদ্ধান্ত নেয়।

পক্ষদ্বয়ের সামাজিক অবস্থা

মাদারিপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বদরপাশা ইউনিয়নের চর বদরপাশা গ্রামের মৃত আঃ খালেক মাতব্বরের ছেলে খলিল মাতব্বর। বয়স আটচল্লিশ বছর। বাবুল বেপারি রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের ফুলতলা কাশেমপুর গ্রামের মৃত মোঃ গোলামুদ্দিন বেপারির ছেলে। তার বয়স পঁচিশ বছর। বাবুলের বাড়ির পার্শে খলিলের এক আত্মীয়ের বাড়ি। সে সূত্রে তারা পূর্ব পরিচিত। একে অন্যের বাড়িতে মাঝেমধ্যে যাতায়াতও করত।

গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া/পদ্ধতি

২০০৬ সালের ০৩ অক্টোবর খলিল মাতব্বর বদরপাশা ইউনিয়ন কার্যালয়ে আসে। বাবুল বেপারিকে প্রতিবাদী করে চার টাকা ফি জমা দিয়ে গ্রাম আদালতে মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র দাখিল করে। বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল হোসেন আকন আবেদনপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করেন। ০৪ অক্টোবর বাবুল বেপারিকে সমন

প্রদান করা হয়। প্রতিবাদীর বাড়ি অন্য ইউনিয়নে হওয়াতে রেজিস্টার্ড ডাকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সমনটি প্রেরণ করা হয়। ০৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে প্রতিবাদীকে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়। মামলার আবেদনকারী খলিল মাতব্বর ০৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে হাজির হন। কিন্তু মামলার প্রতিবাদী বাবুল বেপারি হাজির হননি। ঐদিনই আবেদনকারী এবং প্রতিবাদীকে তাঁদের নিজ নিজ পক্ষের দু'জন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন-এর জন্য বলা হয়।

১৬ অক্টোবর মামলার আবেদনকারী ও প্রতিবাদী বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হন। আবেদনকারী বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জনাব বাদশা মাতব্বরকে এবং চর বদরপাশা গ্রামের ব্যক্তি মোঃ মোশারফ আকনকে তাঁর পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন করে নাম জমা দেন। প্রতিবাদী তাঁর পক্ষে বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এয়াকুব হাওলাদারকে এবং নিজ ইউনিয়ন পাইকপাড়ার মাঝকান্দি গ্রামের মোঃ ছোরহাব মুন্সিকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে তাদের নাম জমা দেন। একই দিন বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট গ্রাম আদালত গঠন করেন। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান মামলার নথিটি গ্রহণের পর ১৯ অক্টোবর প্রতিবাদী কর্তৃক আপত্তি দাখিলের দিন ধার্য করেন। ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর মামলার শুনানির দিন ধার্য ছিল। মামলার আবেদনকারী ও প্রতিবাদীকেও সাক্ষী প্রমাণসহ হাজির থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। আপত্তির জন্য নির্ধারিত তারিখে প্রতিবাদী কোনো আপত্তি দাখিল করে নি।

গ্রাম আদালতের শুনানি

২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর মামলার শুনানিতে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী হাজির ছিলেন। উভয়পক্ষের প্রতিনিধিসহ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। আবেদনকারীর সাক্ষীর অসুস্থতার জন্য এ দিন শুনানি হয়নি। পরবর্তীতে ০৫ নভেম্বর মামলার পুনঃ শুনানির দিন ধার্য হয়। এদিন পক্ষদ্বয়, তাদের প্রতিনিধি ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে যথারীতি মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে গ্রাম আদালতের পক্ষদ্বয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিসহ বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হলফনামা পাঠপূর্বক আবেদনকারী, তাঁর সাক্ষী নুর হোসেন মাতব্বর, মোঃ শাজাহান মাতব্বর, তারাপদ বিশ্বাস এবং প্রতিবাদীর বক্তব্য শোনা হয়। আবেদনকারীর তিনজন সাক্ষীই প্রতিবাদীর গ্রামে বাসিন্দা। প্রতিবাদী তাঁর পক্ষে কোন সাফাই সাক্ষী হাজির করেননি। আবেদনকারী, প্রতিবাদীর জবানবন্দি ও সাক্ষীর বক্তব্যে ঘটনার বিবরণ সত্য বলে প্রতিনিধিদের নিকট মনে হয়েছে। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে আবেদনকারী বরাবরে প্রতিবাদীকে পনের হাজার টাকা প্রদানের জন্য আদেশ দেন। প্রতিবাদী গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত টাকা প্রদান করলে আবেদনকারী টাকা বুঝে নেন।

বিরোধের ফলাফল

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে খলিল মাতব্বর পনের হাজার টাকা পেয়ে পুনরায় ধান-চালের ব্যবসা শুরু করেছে। বর্তমানে তার ব্যবসা ভালো চলেছে। গ্রাম আদালতের রায় সম্পর্কে আবেদনকারী খলিল মাতব্বর বলেন, আমাদের এলাকায় মাদারিপুর লিগাল এড এসোসিয়েশনের ইউনিয়ন কর্মী একদিন উঠান বৈঠক করতে আসে। ঐদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, খালি খালি সময় নষ্ট। গ্রাম আদালত আইন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে সেদিন সময়ের অপচয় মনে করলেও সেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

তিনি আরও জানান, পাওনা টাকা চাইতে গেলে প্রতিবাদী বাবুল বেপারি নানা রকম টালবাহানা করেছে, হয়রানি করেছে। প্রতিবাদীর বাড়িতে ঘোরাঘুরি কারণে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। গ্রামের মাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো ফল হয় নাই। ডাকলে একজন আসে অন্য জন আসে না। গ্রাম আদালতে না গেলে হয়তো টাকা আদায় করতে পারতাম না। মাত্র চার টাকা ফি দিয়ে গ্রাম আদালতে মামলার কারণে নিজের কোনো ঘোরাঘুরি করতে হয়নি।

গ্রাম আদালতের রায় সম্পর্কে মামলার প্রতিবাদী বাবুল বেপারি বলেন, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় আমাদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে। কোর্টে গেলে টাকা-পয়সা ও কাজের অনেক ক্ষতি হতো।

অধিবেশন ১৫

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

ফৌজদারি মামলার শুনানি পরিচালনা : অনুশীলন ও ব্যবহারিক কাজ

সহ বিষয়সমূহ

- কেইস স্টাডি নিয়ে আলোচনা
- ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন
- ভূমিকা অনুশীলন
- দলীয় উপস্থাপনা
- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ
- আইনের আলোকে সমাধান

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ—

- ফৌজদারি মামলার শুনানি করতে পারবেন

সময় : ৬০ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড়দলে আলোচনা, সাজানো খেলা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
২০ মি.	- আবেদন নিয়ে আলোচনা - ঘটনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন	আবেদন নিয়ে আলোচনা করে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা	আবেদন	দলীয় আলোচনা	**ধাপ-১** অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৪টি সুবিধাজনক দল গঠন করুন তারপর তাদেরকে সংযুক্ত আবেদন প্রদান করুন এবং তাঁদের ঘটনাটি বুঝিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী তা বের করতে বলুন। **ধাপ - ২** দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের ঘটনার সম্ভাব্য বিচার প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত/রায়, রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে বলুন। ফরমস ও ফরম্যাটসমূহ সাজাতে বলুন। তারপর তাদের ভূমিকা বণ্টন করতে বলুন।
৩৫ মি.	- দলের সদস্যদের ভূমিকা বণ্টন - ভূমিকা অনুশীলন - দলীয় উপস্থাপনা	ভূমিকা অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবেন ও দক্ষতা অর্জন করবেন	আবেদন ফরমস ও ফরম্যাট হ্যান্ড আউট	সিমুলেশন উপস্থাপনা	**ধাপ-৩** আবেদন বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে বলুন। যেমন : কে আবেদনকারী হবেন, কে প্রতিবাদী হবেন, কারা সাক্ষী হবেন, কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন এবং কারা সদস্য হবেন, কারা পর্যবেক্ষক (অবজারভার) হবেন ইত্যাদি। ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার সময় অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করুন যাতে তারা দক্ষতার সাথে তা করতে পারেন। উপস্থাপনার সময় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরতে বলুন।
০৫ মি.	- দুর্বলতা ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ - আইনের আলোকে সমাধান	ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে আইনের আলোকে তার সমাধান বের করতে পারবেন	পোস্টার, মার্কার ও কলম কাগজ	আলোচনা	**ধাপ-৪** দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তার উপর আলোচনা করে ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা– ৩ : কেইস স্টাডি– ৩ (ফৌজদারি মামলার দরখাস্ত)

পাঠ সহায়িকা- ৩

কেইস স্টাডি (ফৌজদারি মামলার দরখাস্ত)– ৩

চেয়ারম্যান
ফুলজোড় ইউনিয়ন পরিষদ
থানা : সলঙ্গা
জেলা : দয়াগঞ্জ

বিষয় : অনধিকার প্রবেশ, আঘাত করা ও ফসলের ক্ষতি সাধনের জন্য গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা।

বাদী :	সাহেদ রহমান পিতা : মৃত রহমান আলী সাকিন : বিয়ানপুর ইউনিয়ন : ফুলজোড় জেলা : দয়াগঞ্জ	বনাম প্রতিবাদী :	১. আজিম মিয়া, ২. গেদা মিয়া, ৩. কালু মিয়া পিতা : কছিমুদ্দিন সাকিন : বিয়ানপুর ইউনিয়ন : ফুলজোড় জেলা : দয়াগঞ্জ

ফুলজোড় ইউনিয়নে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

অভিযোগ : অনধিকার প্রবেশ, আঘাত করা ও ফসলের ক্ষতি সাধন

মূল্যায়ন ও দাবি : ১৫৬০০/- টাকা।

মহোদয়,
বিনিত আরজ এই যে,

১. বিগত ২২/০৫/১০ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ১১ ঘটিকায় প্রতিবাদীগণ বাদীর স্বত্বদখলীয় বিয়ানপুর মৌজাভুক্ত সি.এস ৩০৪ নং এস.এ ৩৬ নং খতিয়ানভূক্ত ৪৫৩ নং দাগে অনধিকার প্রবেশ করে বাদীর আবাদীয় সরিষা পূর্বশত্রুতার কারণে নষ্ট করে। এতে বাদীর ৭০০০/- টাকার ক্ষতি হয়। বাদীর পুত্র মিনহাজ রহমান প্রতিবাদীগণকে বাধা দিতে গেলে ৩ নং প্রতিবাদী কালু মিয়া বাদীর পুত্রকে হালের লাঠি ও টেটা দিয়ে বাড়ি মেরে আহত করেছে। গত বছর বিয়ানপুর মেলায় ১ নং প্রতিবাদীকে বিনা পয়সায় দোকানের জায়গা না দেয়ায় ১ নং প্রতিবাদী আক্রোশবশত অপরাপর ২ প্রতিবাদীর (তার আপন সহোদর) সাথে ষড়যন্ত্র করে বাদীকে হেয় প্রতিপন্ন ও হয়রানির জন্য এ বেআইনি কাজ করে বাদীর আর্থিক ক্ষতিসাধন ও বাদীর পুত্রকে মারধর করেছে। ঘটনা উপস্থিত সালাম হাজী, পিতা আমিন বেপারি, সাকিন একই এবং আঙ্গুরি বেগম, স্বামী মৃত সাহাব উল্যাহসহ ২০/২৫ জন লোক দেখেছেন।

২. অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে,

ক) প্রতিবাদীগণকে সমন প্রদান করে গ্রাম আদালত গঠন করে সাক্ষ্য গ্রহণ ও সরেজমিনে তদন্ত করতে আজ্ঞা হয়।

খ) প্রতিবাদীগণকে দোষী সাব্যস্ত করে বাদীকে ক্ষতিপুরণ বাবদ ৭০০০/- টাকা ও বাদীর ছেলেকে আঘাতের চিকিৎসা ও অপমানের জন্য ৮৬০০/- টাকা, সর্বমোট ১৫৬০০/- টাকা আদায় করে দেওয়ার জন্য প্রতিবাদীকে নির্দেশ প্রদান ও ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

গ) গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বাদীকে ন্যায়বিচারের সেবা প্রদান করতে আজ্ঞা হয়; কারণ বাদী একজন নিরীহ মানুষ এবং সমাজে নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হয়ে আসছে।

বাদীর স্বাক্ষর

সাহেদ রহমান

অধিবেশন ১৬

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন : ইউপি প্রতিনিধি ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়

সহ বিষয়সমূহ

- উন্নয়নের সংজ্ঞা
- উন্নয়নে গ্রাম আদালতের অবদান
- সিবিও কী ও কেন
- সিবিও-র কার্যক্রম ও গঠন প্রণালী
- সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়
- গ্রাম আদালতের সাথে ইউপি ও সিবিও-এর সম্পর্ক
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং উন্নয়ন ও গ্রাম আদালতের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন
- গ্রাম আদালতের সাথে ইউপি ও সিবিও-এর সম্পর্ক জানবেন
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন

সময় : ৫৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, বড়দলে আলোচনা, সাজানো খেলা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
০৫ মি.	- উন্নয়নের সংজ্ঞা	উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি	ফ্লিপ চার্ট, মাল্টিমিডিয়া	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান গত এক বছরে তাঁরা কী কী উন্নয়ন দেখেছেন? তাঁদের পরিবারের কী কী উন্নয়ন হয়েছে? তাঁদের উত্তর শোনার পর বলুন, উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি 'এটি একটি প্রক্রিয়া– যা ব্যক্তি ও সমাজের ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তন ঘটায়'। তারপর উন্নয়নের সংজ্ঞা ফ্লিপ চার্ট বা পিপিটি স্লাইডে দেখান এবং যেকোনো একজনকে পড়তে বলুন এবং অপর দু'জনের কাছ থেকে তারা কী বুঝেছে তা শুনুন এবং তার সূত্র ধরে আলোচনা করে ধারণা পরিষ্কার করুন।
১৫ মি.	বিচার প্রার্থী ও উন্নয়নের সমস্যাবলী ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা	বিচার না পেলে মানুষের কী কী ক্ষতি হয় তা সনাক্ত করতে, এলাকার সমস্যা এবং সমাধান, গ্রাম আদালত কীভাবে মানুষের উপকার করতে পারে এবং পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।	পোস্টার পেপার, মার্কার, মাসকিন টেপ	দলীয় অনুশীলন, বড়দলে আলোচনা	প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করে ১ম দলকে বিচার না পেলে মানুষের কী কী ক্ষতি হয় তা সনাক্ত করতে, দ্বিতীয় দলকে তাদের এলাকায় কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে তাদের সমাধান করা যায় তা বের করতে, তৃতীয় দলকে গ্রাম আদালত কীভাবে মানুষের উপকার করে তা বের করতে এবং চতুর্থ দলকে পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নসমূহ কী কী পাঠ সহায়কা (১-৪) দেখুন এবং কীভাবে এসকল উন্নয়ন করা যায় তা বের করতে বলুন। দলীয় কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট জানিয়ে দিন। দলীয় কাজের নিয়ম বলে দিন। প্রথমে ৫ মিনিট দলের মধ্যে আলোচনা করে তথ্যসমূহ সনাক্ত করতে বলুন এবং তারপর ৫ মিনিটে তা পোস্টারে লিখতে বলুন এবং দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে বলুন।
১০ মি.	- উন্নয়নে গ্রাম আদালতের অবদান এবং - গ্রাম আদালতের সাথে ইউপি ও সিবিও-এর সম্পর্ক	উন্নয়নে গ্রাম আদালতের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন এবং গ্রাম আদালত-এর সাথে ইউপি ও সিবিও-এর সম্পর্ক জানবেন	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	তারপর পোস্টারে লিখিত তথ্যসমূহের সাথে সমন্বয় করে উন্নয়নে গ্রাম আদালতের অবদান বিষয়ে উপস্থাপনা করুন।
১০ মি.	- সিবিও কী ও কেন - সিবিও-র কার্যক্রম ও গঠন প্রণালী	সিবিও সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন এবং এর কার্যক্রম ও গঠনপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন	ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	অংশগ্রহণকারীদের নিকট সিবিও কী ও কেন প্রয়োজন অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য সম্বলিত ফ্লিপ চার্ট- ৫৭ (পৃ: ১৯৭) প্রদর্শন করুন এবং তা ব্যাখ্যা করুন। সিবিও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং আলোচনা শেষে এই সংশ্লিষ্ট ফ্লিপ চার্ট - ৫৮ (পৃ: ১৯৭) প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন। এরপর সিবিও গঠনে কী কী নীতিমালা থাকা প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করুন এবং তা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। পরিশেষে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পিপিটি প্রদর্শন করুন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
১০ মি.	- গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় - সারসংক্ষেপ ও অধিবেশন সমাপ্তি	গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়সমূহ সনাক্ত করতে পারবেন	ভিপ কার্ড, মার্কার ফ্লিপ চার্ট বা মাল্টিমিডিয়া স্লাইড	অংশগ্রহণ-মূলক আলোচনা	অংশগ্রহণকারীদের দু'টি রংয়ের ভিপ কার্ড দিন ও একটি কার্ডে গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় এবং অপর কার্ডে সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয় লিখতে বলুন এবং সেগুলো বোর্ডপিন দিয়ে বোর্ডে লাগিয়ে দিন এবং একই রকমের তথ্য একাধিক হলে সেগুলো বাদ দিন। তারপর **ফ্লিপ চার্ট– ৫৯** (পৃ: ১৯৭) বা পিপিটি স্লাইডে দায়িত্ব ও করণীয়সমূহ দেখিয়ে কী কী পয়েন্ট বাদ পড়েছে তা বলতে বলুন। আলোচনার সারসংক্ষেপ বলে অধিবেশন শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠ সহায়িকা ১ : বিচার না পেলে মানুষের সম্ভাব্য কী কী ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে

২. পাঠ সহায়িকা ২ : এলাকায় কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে তাদের সমাধান

৩. পাঠ সহায়িকা ৩ : গ্রাম আদালত কীভাবে মানুষের উপকার করতে পারে

৪. পাঠ সহায়িকা ৪ : পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নসমূহ

৫. ফ্লিপ চার্ট : ৫৭-৫৯

অধিবেশন বিষয়াবলি

উন্নয়ন কী?

উন্নয়ন হচ্ছে মানবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তন সাধন করে।

উন্নয়ন দু'ধরনের :

১. কাঠামোগত উন্নয়ন : যেমন- রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, বেতন, পানি ইত্যাদির উন্নতি

২. মানবিক উন্নয়ন : যেমন- মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার প্রাপ্তির অধিকার ইত্যাদির উন্নতি

গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রাম আদালতের সাথে উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে তা গ্রামীণ উন্নয়নকে প্রধানত দু'ভাবে প্রভাবিত করে।

প্রথমত : অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং দ্বিতীয় ত: শ্রমঘন্টা অপচয়।

বিচার প্রাপ্তির সুযোগের অভাবে এবং প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল হওয়ায় বিভিন্নভাবে মানুষ আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মানুষের শ্রমঘন্টা নষ্ট হয়, যা তার আয় কমিয়ে দেয়। ফলে পরিবারের সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বিচারের সুযোগ না থাকায় বা বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিচার প্রার্থীদের যে মানসিক হয়রানি হয় তা তার সার্বিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামাজিকভাবেও সে হেয় প্রতিপন্ন হয়, যা বিচার প্রার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদের মানবিক উন্নয়নকে ব্যহত করে। মামলার কারণে মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের সমাজে একটি বহুল কথিত বিষয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি ও কৃষিজাত খাতের উপর নির্ভরশীল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.৪৮% শতাংশ। শিল্পখাতের অবদান ২৯.৯৫% এবং সেবা খাতের অবদান ৪৯.৪৭%। শিল্পখাতের একটি বড় অংশ হচ্ছে কৃষিনির্ভর শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সেবা ও শিল্প খাতকেও প্রসারিত করে। সেবা খাতে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান ক্রমে বাড়ছে (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০, অর্থ মন্ত্রণালয়)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ-এর ১৯৯৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬৪% থানাকে থানায় দরখাস্তের সময় উৎকোচ প্রদান করতে হয় ৬৩% থানাকে আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করতে হয়। ৫৩% থানা আদালতের কর্মকর্তাদের সরাসরি উৎকোচ প্রদান করে এবং ২৮% আইনজীবির মাধ্যমে উৎকোচ প্রদান করেছে। ৭১% বলেছে পুলিশ ইচ্ছে করে আদালতে মামলা প্রেরণে বিলম্ব করে।

উল্লেখিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে মানুষের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষতি ও হয়রানি দূর করতে হবে। স্থানীয় উন্নয়নের সামষ্টিক রূপ হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন। তাই সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। একটি শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা কার্যকর গ্রাম আদালত মানুষকে এ হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামীণ অর্থনীতি অনুন্নত হলে সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

এক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে যে, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাও কলুষমুক্ত নয়। তাই স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে একে স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক করতে হবে।

সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে উন্নয়ন টেকসই হয় না। শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। টেকসই উন্নয়ন মানে হচ্ছে উন্নয়নকে একটি সমন্বিত ও বহুবিধ বিষয়ের আলোকে দেখা। এ উন্নয়ন ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানবাধিকার, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয় না বরং সমবণ্টন, মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের পছন্দকে বৃদ্ধি করে। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, স্বনির্ভরতা, মানুষের স্বাধিকার এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারকে প্রধান্য দেয়। টেকসই মানবিক উন্নয়ন মানুষকে মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগসমূহকে রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। টেকসই মানবিক উন্নয়নের আরেকটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষা করা।

একটি শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা কার্যকর গ্রাম আদালত

- মানুষকে আর্থিক ক্ষতি, হয়রানি এবং তাদের সময় অপচয় থেকে রক্ষা করে;
- নারী, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্টির জন্য বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করে;
- মানবাধিকার রক্ষা করে;
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে;
- স্থানীয় অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখে;

গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন : দারিদ্র্য বিমোচনের আলোকে

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে গ্রাম আদালতের সাথে উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে তা গ্রামীণ উন্নয়নকে প্রধানত দু'ভাবে প্রভাবিত করে :

প্রথমত : অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং

দ্বিতীয়ত : শ্রমঘণ্টা অপচয়।

বিচার প্রাপ্তির সুযোগের অভাবে এবং প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল হওয়ার বিভিন্নভাবে মানুষ আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মানুষের শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয় যা তার আয় কমিয়ে দেয়– যা পরিবারের সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বিচারের সুযোগ না থাকায় বা বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিচার প্রার্থীদের যে মানসিক হয়রানি হয় তা তার সার্বিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামাজিকভাবেও সে হেয় প্রতিপন্ন হয়, যা বিচার প্রার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদের মানবিক উন্নয়নকে ব্যহত করে। মামলায় পড়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের সমাজে একটি বহুল কথিত বিষয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি ও কৃষিজাত খাতের উপর নির্ভরশীল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.৪৮% শতাংশ। শিল্পখাতের অবদান ২৯.৯৫% এবং সেবা খাতের অবদান ৪৯.৪৭%। শিল্পখাতের একটি বড় অংশ হচ্ছে কৃষিনির্ভর শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সেবা ও শিল্প খাতকেও প্রসারিত করে। সেবা খাতে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান ক্রমেই বাড়ছে (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০, অর্থ মন্ত্রণালয়)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ-এর ১৯৯৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ৬৪% থানাকে থানায় দরখাস্ত করার সময় উৎকোচ প্রদান করতে হয় ৬৩% থানাকে আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করতে হয়। ৫৩% থানা আদালতের কর্মকর্তাদের সরাসরি উৎকোচ প্রদান করে এবং ২৮% আইনজীবির মাধ্যমে উৎকোচ প্রদান করেছে। ৭১% বলেছে পুলিশ ইচ্ছে করে আদালতে মামলা প্রেরণে দেরি করে।

উল্লেখিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে মানুষের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষতি ও হয়রানি দূর করতে হবে। স্থানীয় উন্নয়নের সামষ্টিক রূপ হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন তাই সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। একটি শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা কার্যকর গ্রাম আদালত মানুষকে এ হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই গ্রাম আদালত ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামীণ অর্থনীতি অনুন্নত হলে সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

এক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে যে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাও কলুষমুক্ত নয়। তাই স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে একে স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাদিহিতামূলক করতে হবে।

সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে উন্নয়ন টেকসই হয় না । শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। টেকসই উন্নয়ন মানে হচ্ছে উন্নয়নকে একটি সমন্বিত ও বহুবিধ বিষয়ের আলোকে দেখা। এই উন্নয়ন ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানবাধিকার, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয় না বরং সমবণ্টন, মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের পছন্দকে বৃদ্ধি করে। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, স্বনির্ভরতা মানুষ ও সরকারসমূহের স্বাধিকার এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারকে প্রধান্য দেয়। টেকসই মানবিক উন্নয়ন মানুষকে মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ জীবন যাপনের সুযোগসমূহকে রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। টেকসই মানবিক উন্নয়নের আরেকটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষা করা।

একটি শক্তিশালী স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা কার্যকর গ্রাম আদালত

- মানুষকে আর্থিক ক্ষতি, হয়রানি এবং তাদের সময় অপচয় থেকে রক্ষা করে;
- নারী, অনগ্রসর, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করে;
- মানবাধিকার রক্ষা করে;
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে;
- স্থানীয় অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখে;

সিবিও কী ও কেন?

সিবিও কী?

সিবিও-এর পূর্ণরূপ হলো কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন বা সমাজভিত্তিক সংগঠন বা সামাজিক সংঘঠন। সিবিও হলো সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে সমমনা কতিপয় মানুষের সংগঠন যেখানে একই উদ্দেশ্যে একই কার্য সম্পাদনের জন্য তারা নিজেদের সুসংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে– যা তাদের নিজেদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত।

উদ্দেশ্য

- স্থানীয় সমমনা ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কাজে লাগানো
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক সমস্যা নিরসনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সৃষ্টি
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিস্পত্তিতে সমষ্টিগত মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো
- বিরোধ নিস্পত্তিতে গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সমষ্টিগত উদ্যোগ সৃষ্টি করা
- গ্রাম আদালত আইন, প্রক্রিয়া, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা।

কার্যক্রম

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলির আলোকে সিবিওসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে-

- স্থানীয় সামাজিক সমস্যাসমূহ, বিশেষ করে গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বিরোধসমূহ চিহ্নিত করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করবে
- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিস্পত্তির পদক্ষেপ হিসেবে বিরোধসমূহ লিখিত আকারে যথাযথভাবে ইউপি চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণের উদ্যোগ নেবে

- গ্রাম আদালত প্রক্রিয়া ও আইন সম্পর্কে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মানুষকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে
- নারী, শিশু, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আইন, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন ও তাদের বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবে।

কাঠামো

ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় সিবিও এবং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডভিত্তিক সিবিও থাকবে।

ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি

- কেন্দ্রীয় কমিটি ১২-১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট হতে হবে।
- প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ন্যূনতম একজন করে এবং সমস্ত ইউনিয়নের অগ্রসরমান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে।
- কমিটিতে কমপক্ষে ৪০% নারী সদস্য থাকতে হবে।
- কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, এলাকা থেকে অন্যত্র চলে গেলে বা সিবিওর কাজে সম্পৃক্ত না থাকলে তাঁর সদস্যপদ বিলুপ্ত হতে পারে।
- বিলুপ্ত সদস্যদের স্থলে সভা আহ্বান করে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সদস্য নেয়া যেতে পারে।
- একজন আহ্বায়ক এবং বাকি সবাই কমিটির সদস্য থাকবেন।
- অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাঠকর্মী কমিটির সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ওয়ার্ড কমিটি

- ওয়ার্ড কমিটি ১২-১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট হতে হবে।
- প্রতিটি গ্রাম হতে ন্যূনতম ৩ জন করে এবং ওয়ার্ডের সকল গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে এবং সমস্ত ওয়ার্ডের অগ্রসরমান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে।
- ওয়ার্ড কমিটিতে কমপক্ষে ৪০% নারী থাকতে হবে।
- কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, এলাকা হতে অন্যত্র চলে গেলে, কাজে সম্পৃক্ত না থাকলে তাঁর সদস্যপদ বিলুপ্ত হতে পারে।
- বিলুপ্ত সদস্যদের স্থলে সভা আহ্বান করে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সদস্য নেয়া যেতে পারে।
- একজন আহ্বায়ক এবং বাকি সকলে কমিটির সদস্য থাকবেন।
- প্রকল্পের মাঠকর্মী কমিটির সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন

গঠন প্রণালী

সিবিও গঠনে সংস্থার করণীয়

ওয়ার্ড কমিটি

- ইউনিয়ন মাঠকর্মী সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পরামর্শ, মতামত ও সহায়তা নিয়ে সিবিও গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- একটি ইউনিয়নের প্রথমত ওয়ার্ড কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবেন।
- মাঠকর্মী ওয়ার্ড কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করবেন।

- কর্মী স্থানীয় সর্বস্তরের জনগণের সহায়তা, মতামত ও তাঁদের উপস্থিতিতে যাতে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হতে পারে সে লক্ষ্যে একটি স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন।
- মাঠকর্মী স্থানীয়ভাবে আলোচনার ভিত্তিতে কারা কারা সিবিওতে উপস্থিত থাকলে ভালো হয়, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এ ক্ষেত্রে ৪০/৫০ জনের (নারী-পুরুষসহ) একটি তালিকা তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেবেন।
- তালিকা মোতাবেক মাঠকর্মী সকলকে যথাস্থানে, নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।
- নির্দিষ্ট তারিখের দুই দিন পূর্বে মাঠকর্মী পুনরায় উক্ত ব্যক্তিদের সভায় উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন।
- সভার দিন মাঠকর্মী নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১ ঘন্টা পূর্বে সভাস্থলে উপস্থিত হবেন এবং বসার স্থান, সুবিধাদি, কোনো সমস্যা আছে কিনা তা যাচাই করে প্রয়োজনবোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।
- নির্দিষ্ট সময়ে অথবা সে সময়ের কিছু পরে কমপক্ষে ৩০ জন উপস্থিত থাকলে কর্মী কমিটি গঠনের কাজ শুরু করবেন।
- সভা শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথমেই মব্বুব্বি এবং গ্রহণযোগ্য দেখে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচন করতে পারেন।
- মাঠকর্মী শুরুতেই সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিবিও গঠনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, সিবিও'র কার্যাবলি বর্ণনা করবেন। এছাড়া ভিসি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন।
- কর্মী উপস্থিত সকলকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো পরিষ্কার হল কিনা তা জানতে চাইবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে তা করতে বলবেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
- এরপর তিনি কীভাবে কোন পদ্ধতিতে কমিটি করা যেতে পারে সে বিষয়ে মতামত চাইবেন এবং কমিটির সংখ্যা ও কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবেন।
- উল্লেখ্য, কমিটি গঠনে কর্মী কোনো প্রস্তাবনা বা সমর্থন দেবেন না। তবে সজাগ দৃষ্টিতে তাঁকে অবলোকন করতে হবে যে–
  - যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন কিনা;
  - নারীদের অংশগ্রহণ হচ্ছে কিনা;
  - সকল গ্রাম এবং অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব থাকছে কিনা;
  - যাঁদের প্রস্তাব আনা হয়েছে তাঁদের প্রতি সর্বসম্মত– মতামত আছে কিনা;
  - কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতি নেতিবাচক কোনো মনোভাব আছে কিনা;
  - রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ রয়েছে কিনা;
  - ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বা আসামী কিনা;
  - প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা;
  - সমাজবিরোধী বা অনৈতিক কাজে সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা;
  - সকল ধর্ম, পেশা বা গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকছে কিনা;
  - ওয়ার্ড কমিটিতে নির্বাচিত ইউপি সদস্য অবশ্যই সদস্য থাকবেন;
  - নির্বাচিত মহিলা সদস্যের যে ওয়ার্ডে নিজ বাড়ি সেই ওয়ার্ড কমিটির সদস্য থাকবেন;
  - প্রয়োজনে কমিটি গঠিত হওয়ার পর কমিটির মতামতের ভিত্তিতে একজন আহ্বায়ক নির্বাচিত করা যেতে পারে;
  - মাঠকর্মী অবশ্যই কমিটি গঠন করার সময় রেজিস্টার খাতা, হাজিরা বহি, রেজুলেশন খাতা সঙ্গে রাখবেন এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন এবং
  - উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর নেবেন অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি

- মাঠকর্মী ইউনিয়নের মধ্যবর্তী একটি ভালো জায়গা স্থান হিসেবে বেছে নেবেন (ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, প্রাইমারি স্কুল, এলাকার গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তির বাড়ি হতে পারে);
- তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন;
- ইতোমধ্যে কর্মী ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য কাদের মনোনীত করা হয়েছে তার তালিকা চূড়ান্ত করে সেই সব ব্যক্তিদের উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে বলবেন;
- কর্মী এছাড়াও আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকতে বলবেন;
- নির্ধারিত সময়ে সকলের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে;
- কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইউপি চেয়ারম্যান অবশ্যই সদস্য থাকবেন;
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি/আহ্বায়ক নির্বাচন করতে হবে;
- কর্মী এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং
- কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনকালে উপস্থিত সকলের রেজিস্ট্রেশন করবেন ।

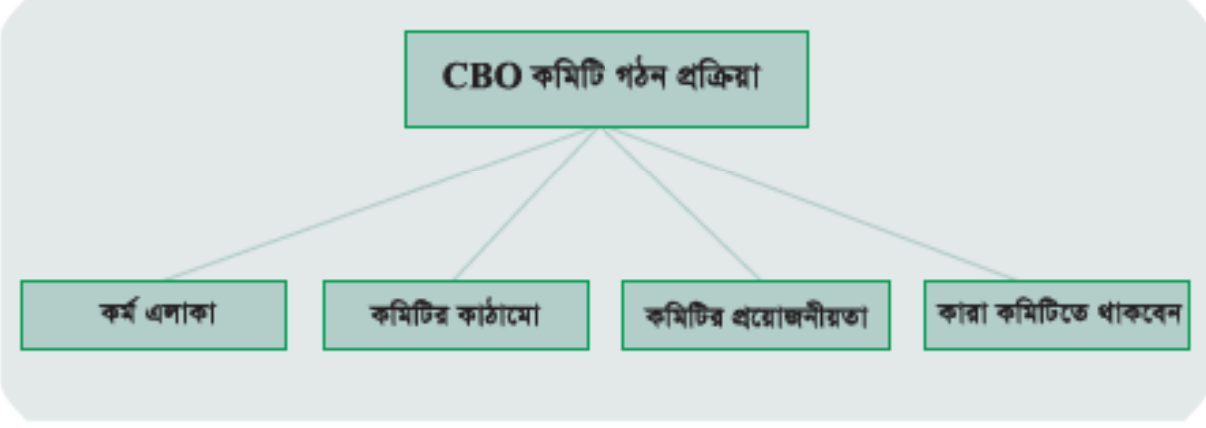

কর্ম এলাকা

- ইউনিয়ন ০১টি
- প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড সংখ্যা ০৯টি

কমিটির কাঠামো

ওয়ার্ড কমিটি

প্রতিটি ইউনিয়নে ০৯টি ওয়ার্ড কমিটি এবং প্রতি কমিটিতে ১২-১৫ জন সদস্য থাকবেন। প্রতি ওয়ার্ড কমিটিতে ৪০% নারী থাকবেন ।

কেন্দ্রীয় কমিটি

প্রতিটি ইউনিয়নে ০১টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রতি কমিটিতে ১২-১৫ জন সদস্য থাকবেন। প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৪০% নারী থাকবেন। প্রয়োজনে কমিটিতে আরো ৩-৫ জন পর্যন্ত সদস্য অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে।

কমিটির প্রয়োজনীয়তা

- স্থানীয় সমমনা ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা।
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং কাজে লাগানো।
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক সমস্যা তথা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিরসনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সৃষ্টি।
- সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- আইন, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল করা এবং গ্রামীণ দরিদ্র, নারী, শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

কমিটিতে কারা থাকবেন

নির্বাচিত প্রতিনিধি (পুরুষ, মহিলা), শিক্ষক (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা), নারী, মানবাধিকার সেলের সদস্য, ইমাম, শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি, সমাজসেবক, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী/কর্মকর্তা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি।

গ্রাম আদালত-এর সাথে ইউপি ও সিবিও'র সম্পর্ক

গ্রাম আদালত মানেই ইউপি-এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সিবিও সদস্যগণ; কারণ গ্রাম আদালত তাঁরাই পরিচালনা করেন। গ্রাম আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও একে কার্যকর করতে ইউপি-এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সিবিও সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দায়িত্ব ও করণীয়

- স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা;
- গ্রাম আদালত আইন ও বিধি সম্পর্কে জানা;
- গ্রাম আদালত পরিচালনার ওপর দক্ষতা অর্জন;
- গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ফরমস ও রেজিস্টারসমূহ ব্যবহার ও সংরক্ষণ;
- বিচারিক মূল্যবোধসমূহ মেনে চলা;
- জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা;
- নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনা;
- গ্রাম আদালতকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি আদর্শ স্থান হিসেবে স্থাপন করা;
- গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করা;
- ইউপি-এর আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতকে সম্পৃক্ত করা;
- উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতকে সম্পৃক্ত করা;
- ছয়মাস অন্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

দায়িত্ব কর্তব্য ও করণীয়

কেন্দ্রীয় কমিটি

- কেন্দ্রীয় কমিটি ওয়ার্ড কমিটিসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার দায়িত্ব পালন করবেন।
- ওয়ার্ড কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির তথা ইউপি কমিটির একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।
- বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দুই পক্ষসমূহ দুটি ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত হলে কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।

- কেন্দ্রীয় কমিটি ভিসি প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত সংস্থার সাথে সমন্বয় করে ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মশালা, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করবে।
- ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কোন সামাজিক বিরোধ দেখা দিলে ওয়ার্ড কমিটির সহায়তায় কেন্দ্রীয় কমিটি তা নিরসনের উদ্যোগ নিবেন।
- ইউনিয়নের অগ্রসরমান জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হাতে নেবে এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- কেন্দ্রীয় কমিটি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মীর কাজ মনিটরিং ও পর্যালোচনা করবেন।
- কেন্দ্রীয় কমিটি কমপক্ষে ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

ওয়ার্ড কমিটি

- ওয়ার্ড কমিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।
- বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ একই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হলে ওয়ার্ড কমিটি বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিবে।
- ওয়ার্ড কমিটি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মীর কাজ মনিটরিং ও নিস্পত্তিকৃত মামলার ফলাফল যাচাই করে ব্যবস্থা নিবেন।
- গ্রাম আদালতের এখতিয়ারের বাইরে নিস্পত্তিযোগ্য বিরোধ নিস্পত্তি করবে।
- স্থানীয় সামাজিক কোন সমস্যা বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবে। ওয়ার্ড কমিটি কমপক্ষে ২ মাসে ১ বার সভায় মিলিত হবে।

পাঠ সহায়িকা ১ : বিচার না পেলে মানুষের সম্ভাব্য কী কী ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে
পাঠ সহায়িকা ২ : এলাকায় কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কিভাবে তাদের সমাধান
পাঠ সহায়িকা ৩ : গ্রাম আদালত কী কী ভাবে মানুষের উপকার করতে পারে
পাঠ সহায়িকা ৪ : পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নসমূহ

বিচার না পেলে মানুষের সম্ভাব্য কী কী ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়

- ব্যক্তির ক্ষতি
- পরিবারের ক্ষতি
- সামাজিক ক্ষতি

এলাকায় কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে তাদের সমাধান করা যায়?

এলাকার সম্ভাব্য সমস্যাবলি

১. যাতায়াত
২. শিক্ষা
৩. স্থানীয় ও ব্যক্তিগত বিরোধ
৪. স্বাস্থ্য
৫. বেকারত্ব
৬. মাদকাসক্তি
৭. অপরাধ প্রবণতা

গ্রাম আদালত কী কী ভাবে মানুষের উপকার করতে পারে

১. বিরোধ নিরসন
২. শান্তি স্থাপন
৩. পুনর্মিলন
৪. অর্থনৈতিক
৫. সামাজিক

পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন সমূহ কী কী এবং কীভাবে এ সকল উন্নয়ন করা যায়?

পারিবারিক উন্নয়ন

১. আয় বৃদ্ধি
২. শিক্ষা
৩. স্বাস্থ্য
৪. সম্পত্তি ও সম্পদ রক্ষা

সামাজিক উন্নয়ন

১. যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি
২. শিক্ষার উন্নয়ন
৩. স্থানীয় ও ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তি
৪. স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি
৫. বেকারত্ব নিরসন
৬. মাদকাসক্তি
৭. অপরাধ প্রবণতা

সিবিও কী, কেন এবং এর উদ্দেশ্য
সিবিও কী ও কেন?
সিবিও হলো নগরের বসবাসরত মানুষের মধ্যে সমমনা কতিপয় মানুষের সংগঠন যেখানে একই উদ্দেশ্য, একই কার্য সম্পাদনের জন্য তারা নিজেদের সংগঠিত করে স্বেচ্ছাসেবামূলে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যা কাজের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত ও পরিচালিত।
সিবিও'র উদ্দেশ্য
স্থানীয় সমমনা ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাসেবা করা
সামাজিক দায়িত্বের প্রতিষ্ঠার সচেতনতা উন্নয়ন গ্রহণ ও তা কাজে লাগানো
সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক সমস্যা নিরসনে স্বেচ্ছাসেবা প্রবণতা সৃষ্টি করা
সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে সচেতনতা তৈরি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো
বিরোধ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সচেতনতা প্রয়াস সৃষ্টি করা
গ্রাম আদালত, আইন প্রক্রিয়া, মামলাকিরার, সালিশ ও সামাজিক সালিশিয়ার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সিবিও কার্যক্রম, দায়িত্ব ও করণীয়
সিবিও কার্যক্রম
উপরোক্তিক উদ্দেশ্যাবলির আলোকে সিবিওসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:
স্থানীয় সামাজিক সমস্যাসমূহ, বিশেষ করে গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বিরোধসমূহ চিহ্নিত করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করবে।
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ হিসেবে বিরোধসমূহ সিবিও আকারে যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ বজায় রেখে সালিশ উদ্যোগ নেবে।
গ্রাম আদালত প্রক্রিয়া ও আইন সম্পর্কে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে।
সভা, শিশ, অনুসন্ধান ও তুটিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আইন, অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের সম্পর্কে সচেতন ও তাদের বিরোধ প্রক্রিয়া ব্যবহার সৃষ্টির জন্য সহায়তা সকল সহযোগিতা প্রদান করবে।
সিবিও সদস্যদের দায়িত্ব ও করণীয়
স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা
গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা
গ্রাম আদালত পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন
স্থানীয়ভাবে গ্রাম আদালত সম্পর্কে আলোচনা
স্থানীয় জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানানো, যাতে তারা গ্রাম আদালতের বিরোধ নিষ্পত্তি গ্রহণ করতে পারে
গ্রাম আদালত পরিচালনায় সময় সচেতন, সক্রিয় ও আগ্রহী বজায় রাখা
গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা
ইউনিয়ন পরিষদের আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ
গ্রাম আদালত কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন করার জন্য আগ্রহী করা
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিবের দায়িত্ব এবং করণীয়
স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা তথা গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা
গ্রাম আদালত আইন ও বিধি সম্পর্কে জানা
গ্রাম আদালত পরিচালনার ওপর দক্ষতা অর্জন
গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ফরম ও রেজিস্ট্রারসমূহ ব্যবহার ও সংরক্ষণ
বিচারিক মূল্যবোধসমূহ মেনে চলা
জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা
নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনা করা
গ্রাম আদালতকে গ্রামবিচার ও সামাজিক স্বাস্থ্যতা প্রতিষ্ঠার একটি আদর্শ স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করা
ইউপি'র আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা
উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা
ছয় মাস অন্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন প্রেরণ করা
অ্যাকটিভেটিং, রিসোর্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

অধিবেশন ১৭

অধিবেশন সারসংক্ষেপ

বিষয়

মূল্যায়ন ও সমাপনী

সহ বিষয়সমূহ

- সমাপনী মূল্যায়ন
- কোর্স মূল্যায়ন
- সমাপনী

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- সমাপনী মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে শিখন অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটাবেন।
- কোর্স মূল্যায়ন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনার দুর্বল ও ভালো দিকসমূহ জানাবেন।
- আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপন করবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : বক্তৃতা, মুক্ত আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, ফরম্যাট

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
৪৫ মি.	সমাপনী মূল্যায়ন	সমাপনী মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা	সমাপনী মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র	মূল্যায়ন	**ধাপ-১** প্রশ্নপত্র (সংযুক্তি-১) প্রদান করুন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, 'আপনারা এ কয়দিন প্রশিক্ষণে যা জেনেছেন তার ভিত্তিতে উত্তর লিখবেন। একে প্রচলিত পরীক্ষা মনে করার কোন কারণ নেই। এর মাধ্যমে মূলত এ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। তবে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ও অর্জিত জ্ঞান এবং উপস্থাপনার ধরন সকল মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া এ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।' তারপর তাঁদের উত্তর লিখতে বলুন এবং সময় ৪০ মি. বলে দিন।
১০ মি.	কোর্স মূল্যায়ন	কোর্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মূল্যায়ন	প্রশ্নমালা	মূল্যায়ন ও প্রশ্ন উত্তর	**ধাপ-২** অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কক্ষের মধ্যে দেয়ালে লাগানো মুডমিটারে প্রশিক্ষণের প্রতিদিন শেষে দাগ দিয়ে পুরো প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের মতামত, ভালো-মন্দলাগা, অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে প্রতিফলিত করবেন। প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীদের মুডমিটার ব্যবহারের বিষয়ে বলা হয়েছে। মুডমিটার ছাড়াও এ সেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত কিছু প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করুন এবং নিজে ও সহ-সহায়ক নোট নিন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করে এভাবে সবাইকে জিজ্ঞেস করুন যে, এ বিষয়ে আর কারো কোনো কিছু বলার আছে কিনা।
০৫ মি.	অনুশীলন, পরবর্তী প্রশিক্ষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপন	অনুশীলন কাজ প্রদান, শিখন ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পরবর্তী প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপনী ঘোষণা করা	হ্যান্ড আউট ও সংশ্লিষ্ট বইপত্র	মুক্ত আলোচনা	**ধাপ-৩** অংশগ্রহণকারীদের বলুন, পরবর্তী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত আপনারা এ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ, বিশেষ করে গ্রাম আদালত পরিচালনা প্রক্রিয়া ও ফরম্যাট ও ফরমস ব্যবহার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে পড়বেন ও জানবেন, যা গ্রাম আদালত পরিচালনায় আপনাদের সহায়তা করবে। **ধাপ-৪** প্রত্যেকে গ্রাম আদালতের সম্ভাব্য সিবিও প্রতিনিধি ও কম্যুনিটি পর্যায়ে গ্রাম আদালত পরিচালনার ওপর সংযুক্ত পাঠক্রম (পাঠ সহায়িকা-৩) অনুযায়ী একটি করে অধিবেশন পরিচালনা করবেন এবং প্রশিক্ষণ আয়োজনের সময়সূচি আমাদের জানাবেন, যাতে উক্ত প্রশিক্ষণের পূর্বে বা প্রশিক্ষণের সময় আমরা আপনাদের সহায়তা করতে পারি। বিষয়টি এবার তাঁদের কাছ থেকে শুনে নিন এবং প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করুন বা পাঠিয়ে দিন।

সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পদ্ধতি	পাঠদান প্রক্রিয়া
					ধাপ-৫ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপন করুন। এভাবে বলা যেতে পারে যে, আপনারা অনেক কষ্ট করে গত তিনদিন এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করলেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের বিচার প্রাপ্তির একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হলো, যার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আপনাদের এ অবদান অনেক বড় এবং প্রশংসনীয়। এই বলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করুন।

সংযুক্ত :

১. পাঠসহায়িকা– ১ : সমাপনী মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

২. পাঠসহায়িকা– ২ : মৌখিক মূল্যায়ন প্রশ্নমালা

৩. পাঠসহায়িকা– ৩ : ১টি অধিবেশনের পাঠক্রম

সহায়কের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা :

১. প্রশিক্ষণার্থীদের স্তর বুঝে লিখিত মূল্যায়ন ব্যবহার করতে হবে। যদি লেখাপড়া জানা অংশগ্রহণকারী একেবারেই কম হয় তাহলে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ

মান : ৪০, সময় : ৪০ মিনিট

সংক্ষেপে প্রশ্নের নিচে খালি স্থানে উত্তর লিখুন

১. গ্রামীণ জনপদে সাধারণ মানুষ কী কী কারণে বিচারিক সেবা লাভ করতে পারে না?

২. সমাজে নারীর প্রতি কী কী বৈষম্য আমরা দেখতে পাই? নারীরা কেন বিচার পায় না?

৩. দরিদ্র, অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর যখন বিচারিক সেবা লাভ করে না তখন সামাজিক কী কী ক্ষতি আমরা দেখতে পাই?

৪. গ্রাম আদালতের ভালো দিকসমূহ কী কী?

৫. গ্রাম আদালত ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কী?

৬. কিভাবে গ্রাম আদালতকে কার্যকর করা যায়?

৭. গ্রাম আদালত আইন কত সালে পাস হয়?

৮. গ্রাম আদালতের রায় কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

৯. গ্রাম আদালতের জরিমানা কোন খাতে জমা হয়?

১০. সফলভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

১১. গ্রাম আদালতের বিধি নির্দেশিত ফরমস ও ফরম্যাট কয়টি?

১২. ফরমস ও ফরম্যাট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

১৩. ইউপি সদস্য ছাড়া বাদী বা প্রতিবাদী দু'জন সদস্যই বাইরে থেকে নিয়োগ দিতে পারেন কিনা? পারলে কীভাবে?

১৪. গ্রাম আদালতে অ্যাডভোকেট বা উকিল নিয়োগ করা যায় কিনা?

১৫. গ্রাম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কখন আপিল করা যায় না?

সত্য/ মিথ্যার ঘরে টিক দিন

১. গ্রাম আদালতের চেয়ে সালিশ বেশি কার্যকর [সত্য] [মিথ্যা]

২. ৪ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয় [সত্য] [মিথ্যা]

৩. প্রতিনিধির মাধ্যমে গ্রাম আদালত বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যায় [সত্য] [মিথ্যা]

৪. গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ৫০০০/- টাকা [সত্য] [মিথ্যা]

৫. গ্রাম আদালতে অবমাননার জরিমানা ১০০০ টাকা পর্যন্ত [সত্য] [মিথ্যা]

৬. গ্রাম আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা নেই তাই তারা কোর্টে বা থানায় যায় [সত্য] [মিথ্যা]

৭. দরিদ্র ও অসহায় মানুষ অর্থের অভাবে বিচার পায় না [সত্য] [মিথ্যা]

৮. গ্রাম আদালতে বিচারের পর বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে আর বিরোধ থাকে না [সত্য] [মিথ্যা]

৯. গ্রাম আদালতের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই [সত্য] [মিথ্যা]

১০. গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান একাই সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করেন [সত্য] [মিথ্যা]

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ

মান : ৪০, সময় : ৪০ মিনিট

ক. শিখন সংক্রান্ত

(শিখন সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ মডিউল দেখে মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে)

ক. সার্বিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নমুনা প্রশ্নমালা

১. কেমন লেগেছে এ তিনদিন?

২. থাকার জায়গা কেমন ছিল?

৩. খাবার কেমন ছিল?

৪. প্রশিক্ষণ কেমন লেগেছে?

৫. কোন কোন বিষয় ভালো লেগেছে?

৬. কোন কোন বিষয় ভালো লাগেনি?

৭. সবচেয়ে প্রিয় প্রশিক্ষক/সহায়ক কে?

৮. কোন অধিবেশন ভালো লাগেনি? কেন ভালো লাগেনি?

৯. কোনো অসুবিধে ছিল কিনা?

১০. কী কী বিষয়ে আরো ভালো ব্যবস্থা নেয়া যায়?

অংশগ্রহণকারী : সম্ভাব্য সিবিও সদস্য

সময়	সহবিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রক্রিয়া	সহায়ক	সহ-সহায়ক
০৫ মি.	শুভেচ্ছা প্রদান ও পরিচিতি	আলোচনা		চেয়ারম্যান ইউপি	সদস্য ইউপি
২০ মি.	স্থানীয় বিরোধ চিহ্নিত করা ও স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিরসন না হলে কীভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই?	দলীয় অনুশীলন	**উপকরণ** ভিপ কার্ড, পোস্টার, মাসকিন টেপ ও মার্কার **প্রক্রিয়া** **ধাপ-১** স্থানীয় বিরোধের ওপর পূর্বে প্রস্তুতকৃত একসেট করে ভিপ কার্ড দলসমূহকে প্রদান করুন। দলসমূহ তাদের মধ্যে থেকে একজন দলনেতা ঠিক করবে এবং আলোচনা করে বিরোধসমূহ সনাক্ত করবে এবং সে অনুযায়ী ভিপ কার্ডসমূহ সাজাবে ও দেয়ালে লাগাবে। অপ্রয়োজনীয় ভিপকার্ড নিজেদের কাছে রাখবে। **ধাপ-২** স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিরসন না হলে কী কী ক্ষতি হয় তা সনাক্ত করে পোস্টারে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে দেবেন। সহায়ক প্রত্যেক দলের কাজ দেখবেন এবং কোনো বিরোধ বা ক্ষতির বিষয় বাদ পড়েছে কিনা তা প্রত্যেক দলের হাতে থাকা ভিপ কার্ড ও পোস্টার পরীক্ষা করে সনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে বলবেন।	"	"
১০ মি.	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য ও আবেদন বাছাই	দলীয় অনুশীলন প্রদর্শন	৪টি আবেদনপত্র ও আবেদনে প্রয়োজনীয় কী কী তথ্য থাকবে তার তালিকা। দলসমূহ আবেদনটিতে সকল তথ্য আছে কিনা তা সনাক্ত করবে ও আবেদন গ্রহণ বা নাকচ করবে। নাকচ করলে তার কারণ লিখতে বলুন এবং দলীয় কাজে দলসমূহকে সহায়তা করুন।	"	"
১০ মি.	মামলা রেজিস্টারভুক্তকরণ, সমন প্রদান, সমন অবমাননার জরিমানা, জরিমানা আদায়	আলোচনা ও প্রদর্শন	মামলা রেজিস্টারভুক্তকরণ, সমন প্রদান, সমন অবমাননার জরিমানা, জরিমানা আদায়ের ওপর হাতে তৈরি ফ্লিপ চার্ট	"	"
১০ মি.			বিরতি		
১০ মি.	গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ও আদালত গঠন	আলোচনা ও প্রদর্শন	গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ও আদালত গঠনের ওপর হাতে তৈরি ফ্লিপ চার্ট	"	"
১০ মি.	শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ	আলোচনা ও প্রদর্শন	শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণের ওপর হাতে তৈরি ফ্লিপ চার্ট	"	"
১০ মি.	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	আলোচনা ও প্রদর্শন	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ওপর হাতে তৈরি ফ্লিপ চার্ট	"	"
১০ মি.	গ্রাম আদালত কার্যকর করতে সিবিও সদস্যদের করণীয়	আলোচনা ও প্রদর্শন	গ্রাম আদালত কার্যকর করতে সিবিও সদস্যদের করণীয়, এর ওপর হাতে তৈরি ফ্লিপ চার্ট	"	"
০৫ মি.	সমাপন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	আলোচনা	ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশিক্ষণ শেষ করুন	"	"

TRAINING MANUAL ON VILLAGE COURTS

সহায়তা

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প